জাতক নিদান

(বুদ্ধের পূর্বজন্ম ও বর্তমান জীবনের কাহিনী)

মূল পালি হইতে অনুবাদ

শ্রীধর্ম্মপাল ভিক্ষু, ত্রিপিটক বিশারদ

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক ঃ—

শ্রীপবিতোষ বড়ুয়া
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট ঃ—

শ্রীঅমূল্য দাস

মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীঅবনী রঞ্জন বড়ুয়া
বড়ুয়া আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১২৩ এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ ঃ—

আশ্বিনী পূর্ণিমা
২৫০৬ বুদ্ধাব্দ, ১৩৬৯ সাল

মূল্য [illegible] সা Rs 5-00

উৎসর্গ

যাঁহার চরণতলে বসিয়া আমার প্রথম-জীবনে বুদ্ধবাণীর
অমৃত-রসে পরিপূর্ণ পালি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়নের
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ
ও আশীর্বাদ আমার ভিক্ষু-জীবনের প্রধান সম্বল
সেই পরমারাধ্য গুরুদেব বিনয়াচার্য
সাধকপ্রবর শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের
করকমলে দীনহীন শিষ্যের এই
নগণ্য দান শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ
অর্পণ করিলাম।

প্রাপ্তিস্থান

ধর্ম্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পূর্ব্ব পাকিস্তানে

হাকিমিয়া লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ ধর্ম্মরক্ষিত স্থবির
পূর্ব সাতবাড়ীয়া রত্নাঙ্কুর বিহার
পোঃ আঃ হাজিব পাড়া
চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

এই নশ্বর জগতে, সংসার-পীড়িত জীবেব দুঃখাপনয়নের জন্য কল্প-কল্পান্তরে ক্বচিৎ কথনও মহাপুরুষবা আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষদের কার্যকলাপ বা উপদেশাদি অপরিমেয় ও অচিন্তনীয়। মানবজাতিব কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এঁরা নানা ধর্ম ও দর্শন প্রচার করিযা থাকেন। কিন্তু তাঁদের ধর্ম বা দর্শনেব স্বরূপ অনেক সময়ে তাঁদের শিষ্যদেব সঠিকভাবে বোধগম্য না হওয়ায় বিকৃত হইয়া যায়। অর্ধ দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্বে কপিলবাস্তুতে শাক্যবংশে গৌতম নামে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ও এই জন্মের জীবনচবিত অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। শাক্য গৌতমেব জীবনচবিত সংস্কৃত কাব্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর নামক কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি ঐতিহাসিকগণের মতে সুপ্রাচীন। এই গ্রন্থের লেখক পালি ভাষায় শাক্য গৌতমের যে জীবনকথা পাওয়া যায় উহাই মূলস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও পালি ভাষার নিদান-কথা খুব প্রাচীন নয় তবুও উহা সিংহলে, বার্মায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার দেশ সমূহে বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে পঠিত হয়।

বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ ও বিশ্বাস এই যে অসংখ্য জন্মেব সাধনায় একমাত্র বুদ্ধত্বলাভ সম্ভব। এই সাধনা-ক্রমকে "দশ পাবমিতা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দশটি গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ, যাহার জন্য জীবনত্যাগও তুচ্ছ। দশটি পারমিতা এই—(১) দান, (২) শীল বা সংযম, (৩) নিষ্ক্রমণ (৪) প্রজ্ঞা, (৫) বীর্য, (৬) ক্ষান্তি, (৭) সত্যপালন, (৮) অধিষ্ঠান বা প্রতিজ্ঞা, (৯) মৈত্রী ও (১০) উপেক্ষা। দানের পবাকাষ্ঠায় পৌছাইতে দানবীরের স্বীয় শরীরও যদি দান করার প্রয়োজন হয় তাহাতেও দ্বিধা বর্জন করিতে হয়। চরম ক্ষান্তিশীলতা অর্জন কবিতে হইলে, যদি কেহ ক্ষান্তিবাদী ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পর পর ছেদন করে, তাহাতেও ছেদনকারীর প্রতি করুণা ও মৈত্রীভাব

পোষণ করিতে হয়। এইরূপভাবে বাকী আটটি গুণেরও চরমে পৌছাইতে হয়। এই দশটি পারমিতা পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রের পারমিতা-পূর্ণ বিধানানুযায়ী যদি কোন জীব এই দশটি পারমিতা পূর্ণ করে তাহা হইলে সেই বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী হয়।

শাক্য গৌতম অসংখ্য জন্ম পূর্বে সুমেধ ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্ম হইতে তিনি দশটি পারমিতা পূরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তিনি বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই দশটি পারমিতা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁর শেষজন্ম হয় শাক্য গৌতমরূপে।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক এই পূর্ব জন্মবৃত্তান্তের বিবৃতি দিয়াছেন। পালি মূল গ্রন্থের অনুকরণে উহার নামকরণ করিয়াছেন "দূর নিদান।" বাংলা ভাষায় হয়ত "বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত" নামকরণ করিলে সহজে পাঠকদের বোধগম্য হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক শাক্য গৌতম বা রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে বোধিপ্রাপ্তি এবং ধর্মপ্রচারের প্রথম সোপান পর্যন্ত বিবরণ দিয়াছেন। এই অধ্যায়েরও নামকরণ লেখক পালি মূল গ্রন্থানুসারে "অবিদূর নিদান" করিয়াছেন। আমার মতে বাংলা ভাষায় "সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনচরিত" বলিলে সাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইত।

লেখকের বাংলা ভাষা ও কথা বিন্যাসের পারিপাট্য প্রশংসার্হ। গদ্যে ও পদ্যে যতটা সম্ভব পালি মূল গ্রন্থের ধারা রক্ষা করিয়াছেন অথচ বাংলা ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। ইহাই লেখকের বিশেষত্ব। চিত্তাকর্ষক ভাষায় বৃত্তান্তগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তৎসহ উদয় হয় বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

ভগবান বুদ্ধদেবের দূরদর্শিতা ও সুগভীর দার্শনিক চিন্তাধারা এই বিংশ শতাব্দীতেও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করিয়া থাকেন। সেজন্য বুদ্ধের জীবনীর সঙ্গে তাঁর বাণীর বিশেষত্ব কি তাহার আভাস দুই এক কথায় দিবার প্রয়াস করিলাম।

বৈদিক যুগ হইতে যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ, ধর্ম ও দর্শন আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে তাহা বুদ্ধদেবের মনঃপূত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের

সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষায় জাতিভেদগত বাধাবিঘ্ন এবং ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে ও মুক্তিমার্গের সাধনায় একমাত্র ব্রাহ্মণ-জাতির অধিকার, এ সমস্ত বিধিব্যবস্থা বুদ্ধদেব ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি এক নূতন ধর্ম ও দর্শনের উদ্ভাবন করেন যাহাতে ধর্মপালনে, শিক্ষায়, সাধনায় কোনরূপ জাতিবিচারের স্থান নাই—সকলেই মানুষ এবং মানুষের মধ্যে জাতিগত ভেদ অন্যায় ও অসঙ্গত। এই ভিত্তির উপর তাঁহার ধর্মদেশনা, ভিক্ষুসঙ্ঘ সংগঠন ও দার্শনিক বিচার গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি ঐশ্বরিক শক্তি বা পরমাত্মার অস্তিত্ব, নৈষ্ঠিক ক্রিযাকলাপের সার্থকতা এবং নিত্য অপরিবর্তনশীল জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রথম ধর্মদেশনা, ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে তিনি পরিষ্কার-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে সংসারের জীব বা বস্তু হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা জাত, চালিত ও বিনষ্ট হয—এই হেতুপ্রত্যয় ব্যতীত বিধাতা, নির্মাতা, উৎপাদক, রক্ষক বা পালক ও বিনাশক বলিয়া আর কোন শক্তি নাই। প্রতি মুহূর্তেই এই হেতুপ্রত্যযের ক্রিযা চলিতেছে, সেজন্য প্রত্যেক জীব বা বস্তুর একক্ষণের জন্যও স্থিতি নাই—এমন কি উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ঐ একই ক্ষণে সাধিত হইতেছে অর্থাৎ জীব বা বস্তু সদাই গতিশীল। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণমাত্রও উহাদের স্থিতি থাকিতে পারে না। এই ক্ষণভঙ্গুর জীব ও জগত সম্বন্ধে এককথায় বুদ্ধদেবের উক্তি "অনিত্যতা" অর্থাৎ জীব ও বস্তু সদা গতিশীল। সংসারের অনিত্যতা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে নিত্য আত্মার বা ভগবান নির্মাণ কারকের বা উৎপাদকের স্থান কোথায়। সে জন্য বুদ্ধদেব তাঁহার "অনিত্যতা" বাক্যের দ্বারা জীবাত্মার নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এই দুইটী বাক্যই ভারতের চিন্তাধারায় বুদ্ধদেবের বিশেষ দান। আজ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা জীবের ও বস্তুর সদা গতিশীলতায় উপনীত হইয়াছেন। সেজন্য আমরা বুদ্ধদেবের দার্শনিক মত এত গভীর বলিয়া মনে করি।

তাঁহার সামাজিক দূরদর্শিতা প্রতীয়মান হয় আজকের পৃথিবীর সামাজিক পরিবর্তনে। ভারতেও জাতিবিচার অনেক কমিয়া গিয়াছে ও প্রায় সকল দেশেই মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। বৌদ্ধ মুক্তিসাধনার পথে জাতিবিচার নাই, সকল শ্রেণীর বা বর্ণের মানুষ মুক্তিসাধনায় অধিকারী। বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভিক্ষু-সম্প্রদায়কে

সংসারের বাহিরে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের মত বনে-জঙ্গলে, বাসের নির্দেশ দেন নাই। তার পরিবর্তে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে তাঁর শিষ্যরা সহর বা গ্রামের অনতিদূরে বাস করিবে এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সহর বা গ্রামবাসীর উপর নির্ভর করিবে—যেন ইহার জন্য তাহাদের সময় নষ্ট না করিয়া সর্বদা শিক্ষা, ধর্মচর্চা ও ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত থাকিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়াতে গৃহীভক্তদের অকপট দানে ভারতের বহুস্থানে গড়িয়া উঠিল বিরাট বিরাট বিহার ও মন্দির এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি পরিণত হইল বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে যেমন তক্ষশিলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলাতে, ওদন্তপুরীতে, বলভিতে, অমরাবতীতে ও অজন্তায়। এই বিরাটকায় বিহার সমূহ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকরা আত্মচিন্তা ও জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এসিয়ার সর্বত্র ধর্মপ্রচার কার্য চালাইয়া যান। তারই ফলে আজও বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমগ্র পূর্ব এসিয়াতে বিরাজমান।

এই মহাপুরুষের কীর্তিকলাপ, ভারতের কৃষ্টিক্ষেত্রে তাঁহার কত বড় অবদান—এই সব চিন্তা করিলে স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্দীপিত হয়। বাংলা ভাষায় এই মহাপুরুষের পূর্ব ও বর্তমান জীবন-বৃত্তান্ত বাঙ্গালীদের নিকট সুগম করিবার জন্য লেখক শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু যে আর্থিক ও মানসিক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি এই গ্রন্থ রচনার দ্বারা শুধু যে দেশবাসীর, বৌদ্ধ সমাজের বা বুদ্ধ-ভক্তদের উপকার করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি নিজেও বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বহু পুণ্য অর্জন করিলেন। আশা করি বুদ্ধভক্তরা সকলেই ভক্তি সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নলিনাক্ষ দত্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

বৌদ্ধধর্মের রূপক হিসাবে অসংখ্য কল্প পূর্বে কিভাবে একজন মহাযাত্রীর যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল এবং এখন থেকে আড়াই হাজার বৎসরেরও কিছু আগে সমগ্র বিশ্বজগৎকে স্তম্ভিত করিয়া কিভাবে সেই মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি হয়— মূল পালি হইতে তাহার বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জগতের সেই মহান পুরুষ গৌতম বুদ্ধের বিচিত্র কাহিনীতে ত্রিপিটক শাস্ত্র পূর্ণ হইলেও পালি সাহিত্যে "জাতক নিদান কথা" ব্যতীত অন্য কোথাও এক জায়গায় তাঁহার পূর্বজন্ম ও বর্তমান জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান পুস্তকখানির অনুবাদ এতদিন কেহই করেন নাই। পালি সাহিত্যের ছয় খণ্ড জাতক অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় তিনিও জাতকের অপরিহার্য এই সামান্য অংশটুকু অনুবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঘোষ মহাশয়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা পুস্তকখানি অনূদিত হইলে ইহা নির্দোষ হইত, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও পালিভাষায় প্রাপ্ত বিবরণটি একমাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যেই আমি এই পুস্তক অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছি।

যদিও আমি ১৯৫২ সালেই পুস্তকটির অনুবাদ-কার্য আরম্ভ করি কিন্তু তখন জগজ্জ্যোতির প্রকাশনার ব্যাপারে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার দরুণ অনুবাদ-কার্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য মাত্র অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তারপর ১৯৫৬ সালে আমার উপর 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার সভার' সম্পাদকের দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় অনুবাদকার্যে আরও বাধা পড়িয়া যায়। বহুকষ্টে অবসর সময়ে যেটুকু অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা ১৯৫৭ সালে জগজ্জ্যোতিতে আশ্বিনী পূর্ণিমা সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক প্রকাশনা আরম্ভ হয়। কয়েক সংখ্যায় প্রকাশের পরই আমার হিতৈষী, বন্ধু-বান্ধব ও পাঠক মহল ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমায় উৎসাহ দিতে থাকেন। অত্যন্ত সময় স্বল্পতা সত্ত্বেও একমাত্র হিতৈষী ও বন্ধু-বান্ধবদের একান্ত অনুপ্রেরণায় আমি পুস্তকখানির অনুবাদ-কার্য সম্পন্ন

করিতে সক্ষম হইয়াছি। জাতক নিদান যে কোনদিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এই ধারণা আমার নিজেরও ছিল না। ভাষাজ্ঞান আমাদের নিতান্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ সেই প্রাচীন কালের ভাবধারায় পূর্ণ পালি ভাষা হইতে সহজ সরল বাংলায় রূপান্তরিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেও ভাষার দৈন্য ও ভুল প্রমাদ থাকার অবকাশ যথেষ্টই আছে।

ইহার মূল পালি গাথাগুলির অনুবাদ পদ্য-ভাষায় রাখা হইয়াছে। আশা করি ইহাতে মূলের স্বাদ গ্রহণে সুবিধা হইবে। গাথাগুলি সরল পদ্যে রচনা করিয়া দিয়া বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার স্থানীয় সম্পাদক শ্রীশশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া বি, এ, মহোদয় আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের অনুবাদ-কার্যে আমার প্রথম পালিশিক্ষক অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়, সুসাহিত্যিক শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী, আমার পরম আত্মীয় ও হিতৈষী ডাঃ এন্, কে, রায় ও শ্রীমতী আশা রায়, পূর্ব সাতবাড়ীয়া বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত স্থবির, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বড়ুয়া এবং আমার দীর্ঘকালের সহকর্মী শ্রীশান্তি চ্যাটার্জী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ ও সাহায্য আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আর্থিক-অসুবিধার জন্যই পুস্তকটি প্রকাশে বিলম্ব হইল। ইহার মুদ্রণ-ব্যাপারে আসাম, চৌখাম-রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীমৎ শীলবংশ মহাস্থবির ও উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীআর্যমিত্র বড়ুয়া আংশিক আর্থিক সাহায্য দানে আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আধুনিক রুচিসম্মত প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কনের জন্য শিল্পী শ্রীঅমূল্য দাস মহাশয় এবং যত্ন সহকারে মুদ্রণের জন্য বড়ুয়া আর্ট প্রেসের মালিক শ্রীঅবনী রঞ্জন বড়ুয়ার কাছে আমি ঋণী।

বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত এম. এ, বি. এল, পি. এইচ ডি; ডি. লিট্ (লণ্ডন) মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা পুস্তকটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে, এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

অবিদূর নিদান

প্রস্তাবনা

ধরিয়া সহস্রকোটি জনম যেজন,
অপ্রমেয় লোকহিতে যেপেছে জীবন,
সে তাপস-পদে নমি যিনি লোকনাথ,
কৃতাঞ্জলি হয়ে ধর্মে করি প্রণিপাত,
যেই পুণ্যসংঘ লোকে বন্দ্য সবাকার,
তাহার উদ্দেশে মম নতি বার বার
ত্রিরত্ন বন্দনা করি কুশল-আধার
পুণ্যবলে সর্ব উপদ্রব হয়ে পার,
বর্ণনা করিব যত জাতকের কথা,
অপর্ণক আদি বহু কল্যাণ বারতা
লোকের নিস্তার লাগি শাস্তা ভগবান
জন্ম জন্ম ধরি যত করেছে কল্যাণ,
পূর্ণ করি সর্ববিধ পারমী সম্ভার
জগতে কোথাও নাই তুলনা যাঁহার,
সেইসব একসূত্রে করিয়া গ্রন্থন
জাতক-কাহিনী রূপে করিব বর্ণন,
ধর্ম-উপদেশ মালা জাতক সঙ্গীতি,
সঙ্গীতি-কারক সবে করে পরিচিতি।
বুদ্ধবংশকথা চিরস্থিতি কামনায়,
অর্থদর্শী সংঘমাঝে প্রার্থনা জানায়,
তারপর বুদ্ধমিত্র বিজ্ঞ ভিক্ষুবর
সাধুসঙ্গে চিত্ত যাঁর শান্ত নিরন্তর,
নিবেদন করেন প্রবীণ সংঘমাঝে
বুদ্ধবংশ কথা যাতে চিরদিন বাজে,
বুদ্ধদেব নামে অন্য ভিক্ষু পুনর্বার,
মহিংশাসক বংশে জনম যাঁহার,
সুবিমল মতি যার ন্যায় পরায়ণ
সংঘমাঝে একথা করেন নিবেদন।

মহাজন-চর্যাপথ চিন্তার অতীত
দীপ্তি তার জাতকে রয়েছে প্রকটিত,
মহাবিহারের যত সম্বুদ্ধ শ্রাবক,
লোকশিক্ষাকল্পে প্রকাশিল যে জাতক,
তাহাই বর্ণিব আজি, শুন সাধুজন,
অশেষ অচিন্তনীয় বাণী চিরন্তন।

দূর-নিদান (১), অবিদূর-নিদান ও সন্তিক-নিদান এই ত্রিবিধ নিদান দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিলে জাতকের তাৎপর্য ও পূর্বাপর ঘটনা সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। তাই সম্যকরূপে অবগতির নিমিত্ত এখানে ত্রিবিধ নিদান দেখাইয়া বর্ণনা করা হইতেছে। তথায় সর্বপ্রথম নিদানকথার পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার।

মহামানব দীপঙ্কর বুদ্ধের (২) পদমূলে বুদ্ধত্ব প্রার্থনার পর হইতে বোধিসত্ত্ব (৩) গৌতমের বিশ্বন্তর (৪) নামক পরম ধার্মিক নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ ও তথা হইতে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সংসারপরিক্রমা দূর-নিদান নামে অভিহিত।

পুনঃ তুষিত-স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া বোধিমণ্ডপে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ পর্যন্ত এই সীমিত কালের ঘটনা সমূহকে অবিদূর-নিদান বলা হয়।

তৎপর তথাগত নানাস্থানে বিচরণ ও অবস্থানের মাধ্যমে তাঁহার বুদ্ধ-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সন্তিক-নিদান নামে পরিচিত।

১। নিদান—উৎপত্তি কথা বা গোড়ার কথা।

২। দীপঙ্কর বুদ্ধ—২৪ জন বুদ্ধের পূর্বে যিনি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

৩। বোধিসত্ত্ব—জীবন্ত বুদ্ধের সমক্ষে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া যিনি দশবিধ পারমী (বিবিধ সৎকর্ম) পূর্ণ করিতে থাকেন।

৪। বিশ্বন্তর—সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করার ঠিক পূর্ব জন্মে গৌতম বুদ্ধ বিশ্বন্তর নামক পরম ধার্মিক নরপতি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বন্তর জাতক দ্রষ্টব্য।

দূরনিদান

এখন হইতে লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প পূর্বে অমরাবতী নামক এক নগর ছিল। তথায় সুমেধ নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মাতৃকুল-পিতৃকুলাদি সপ্তম পূর্বপুরুষ পর্যন্ত জাতিতে তিনি সুপবিশুদ্ধ ছিলেন। বংশ-মর্যাদায় তিনি অনিন্দ্য, রূপলাবণ্যে পরম প্রসাদনীয় ও দর্শনীয় বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি অন্য কোন প্রকার শিল্প শিক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মণ্যবিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে তিনি শৈশবেই মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া পড়েন। অতঃপর একদিন তাঁহাদের ধন-রক্ষক অমাত্য লিখিত লৌহপাঠ আনয়ন করিয়া মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্যে পরিপূর্ণ সিন্দুকের দ্বার উন্মুক্ত করতঃ বালক সুমেধকে বলিলেন—'বৎস, এই ধনরাশি তোমার মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত, এইগুলি পিতৃ-কুল, আর এই সব তোমার প্র-পিতামহাদি সপ্তম পুরুষের সঞ্চিত ধনসম্পদ—তুমি এই ধন রক্ষা ও ইচ্ছানুরূপ পরিভোগ কর।'

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র সুমেধ ভাবিলেন—'আমার পূর্ব পুরুষগণ পরলোকে যাইবার সময় এই সঞ্চিত ধনরাশির এক কপর্দকও সঙ্গে নিতে পারেন নাই। আমি যেন এইগুলি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি, আমাকে তার উপায় বাহির করিতে হইবে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সুমেধ রাজার অনুমতি লইয়া সমগ্র নগর-মধ্যে ভেরীশব্দে তাঁহার দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পদ দরিদ্র ভিখারীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাপস-প্রব্রজ্যায় দীক্ষিত হইলেন।

এই ঘটনা আরো বিশদভাবে বর্ণনা করিতে হইলে 'সুমেধ জাতক' বলা প্রয়োজন। ইহার বর্ণনা বুদ্ধ-বংশ (৫) নামক গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে আংশিক পাওয়া যায়। তবে উক্ত গ্রন্থে কাহিনীগুলি শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ায় বক্তব্য-বিষয় সহজবোধ্য হয় নাই। তদ্ধেতু মধ্যে মধ্যে শ্লোকবদ্ধ বর্ণনার সহিত সঙ্গতি ও ক্রম বজায় রাখিয়া এখানে উভয় পন্থা অনুসরণে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

৫। বুদ্ধবংশ—সূত্র পিটকান্তর্গত পালি গ্রন্থ। ইহাতে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় পাওয়া যায়।

সুমেধ-কথা

এক লক্ষ চারি অসংখ্যেয় কল্প পূর্বে দশ প্রকার সুমধুর শব্দে মুখরিত অমরাবতী বা অমর নামে প্রসিদ্ধ এক নগরী ছিল—যে নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বুদ্ধবংশে' বলা হইয়াছে :—

চারি অসংখ্যেয় আর লক্ষ কল্প আগে
নগরী অমরাবতী বসুধায় জাগে,
খাদ্য, পেয় পূর্ণ ছিল, সুরম্য সুঠাম
দশবিধ নিনাদ ধ্বনিত অবিরাম।

সেই সৌভাগ্যবতী নগরী হস্তীর বৃংহিৎ ধ্বনিতে, অশ্বের হ্রেষা রবে, রথের ঘর্ঘর শব্দে, ভেরীর লহরী ছন্দে, মৃদঙ্গের সুমধুর তালে এবং বীণা ও সঙ্গীতের মধুর সুরে নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইত। এতদ্ব্যতীত পরমাদরে বন্ধু সম্ভাষণে, বায়ুসঞ্চালিত তালবৃন্তের মর্মর ধ্বনিতে এবং 'স্নান কর' 'পান কর' ও 'ভোজন কর' এই দশবিধ শব্দের দ্বারা সর্বদাই মুখরিত থাকিত। যথা—

অশ্ব-হ্রেষারব আর গজের বৃংহিত,
রথ শঙ্খ তূর্য-ধ্বনি করে মুখরিত,
'এস' 'খাও' 'পান কর' ঘোষণা প্রচার,
পানীয় সামগ্রী আর (আহার্য) সম্ভার।

বুদ্ধবংশে এই শ্লোকের পর আরো বলা হইয়াছে :—

সর্বশিল্প সমৃদ্ধ সতত সে নগরে
সর্বকাম্য পরিপূর্ণ নানা জাতি ধরে,
সপ্তরত্নযুত পুরী যত পুণ্য শ্লোক
তথায় বসতি করে যেন দেবলোক।
নগরী অমরাবতী নামেতে প্রকাশ,
সুমেধ ব্রাহ্মণ তথা করে বসবাস।
বহুকোটী ধনধান্যে তাঁর শস্যাগার,
অফুরন্ত সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার।
ত্রিবেদজ্ঞ মন্ত্রধারী আচার্য-প্রধান
যথাধর্ম লক্ষণ বিচারে সূক্ষ্ম জ্ঞান,
ইতিহাসে সুপণ্ডিত আচারে বিনীত
নৈষ্ঠিক সুব্রতরূপে সদা পরিচিত।

সেই সুমেধ পণ্ডিত একদিন স্বীয় প্রাসাদের জনহীন কক্ষে পালঙ্কোপরি

একাকী উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'একদিকে পুনপুন সংসারে জন্মগ্রহণ যেমন দুঃখকর, অন্যদিকে জন্মের পর এই দেহের বিচ্ছিন্নতা ততোধিক দুঃখদায়ক। আমি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন। অতএব জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যুর উপদ্রব যেখানে নাই, আমাকে আজ সুখ-দুঃখের অতীত সেই স্নিগ্ধ-শীতল অমৃতময় মহানির্বাণের সন্ধান করিতে হইবে। সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাণলাভের কোন পন্থা অবশ্যই থাকিবে।' তাই বলা হইয়াছে :—

বিরলে বসিয়া আমি ভাবিনু তখন
দুঃখময় পুনর্জন্ম সংসার-বন্ধন,
জরা-ব্যাধি শোক-তাপ দহি অনুদিন,
এ জীবন সদা বহে মরণ-অধীন।
অক্ষয় নির্বাণ আমি করিব সন্ধান,
মৃত্যুভয়লেশ যেথা নাহি বিদ্যমান।

তিনি আরো ভাবিতে লাগিলেন—'সংসারে দুঃখের বিপরীত যেমন সুখ রহিয়াছে, তদ্রূপ দুঃখপূর্ণ ভবের (১) বিপরীত দুঃখশূন্য পরম শান্তিময় বিভবও নিশ্চয় থাকিবে। যেমন উষ্ণের বিপরীত তাহার উপশমকর শীতল রহিয়াছে, তদ্রূপ লোভ-দ্বেষাদি অগ্নি-নির্বাপণকারী নিবৃত্তিও নিশ্চয় থাকিবে। হীন পাপধর্মের প্রতিকূলে যেমন নির্দোষ কল্যাণধর্ম বিদ্যমান, তদ্রূপ এই নিকৃষ্ট পাপময় জন্মের বিপরীত সর্ববিধ জন্ম অতিক্রমকর জন্ম-মৃত্যুহীন অবস্থা বা নির্বাণও অবশ্যই থাকিবে।' তাই বলা হইয়াছে :—

সুখ-দুঃখ পরস্পর সহ-অবস্থিতি
ভবহেতু বিভবের উদয় প্রতীতি,
শীতাতপ, পাপপুণ্য অশুভ কল্যাণ,
বিপরীত ধর্ম করে সহ অবস্থান।
আছে জানি রাগ দ্বেষ মোহ-দুঃখ-পাশ,
হেন পথ আছে যাতে এসব বিনাশ।
জন্ম আছে, নিশ্চিতই অন্ত আছে তার
অতিক্রমি সংসারের দুঃখ পারাবার।

১। ভব—ভব দ্বিবিধ। কর্মভব ও উৎপত্তি ভব। যে কর্ম কামভবকে লক্ষ্য করে তাহা কর্মভব এবং তার ফলে যে অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহা উৎপত্তি ভব।

যাব দৃঢ় পদক্ষেপে নিশ্চিত অন্তব,
ত্যজি এই ক্লেদপূর্ণ শবীব নশ্বব।

তিনি আবাব চিন্তা কবিলেন—'বিষ্ঠাবাশিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি দূব হইতে পঞ্চবর্ণ কমলশোভিত মহাসবোবব দেখিতে পাইলে তাহাব কোন্ রাস্তা দিয়া তথায় উপনীত হওয়া যায় তাব উপায় সন্ধান কবা একান্ত উচিত। যদি সে ব্যক্তি তাহা অনুসন্ধানে বিবত হয় তজ্জন্য সবোবব অপবাধী হয় না। এইরূপ কলুষমল-বিশোধনকাবী অমৃতময় মহানির্বাণরূপ সবোবব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ তাহাব সন্ধানে বিমুখ হয়, তজ্জন্য অমৃতময় নির্বাণ দায়ী হয় না। দস্যুপবিবেষ্টিত কোন ব্যক্তি পলায়ন-পথ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি পলায়নে পশ্চাৎপদ হয়, তাহাব জন্য পলায়ন-পথ দোষী হয় না। উক্ত ব্যক্তিই দোষী হয়। এইরূপ নির্বাণগামী মার্গ থাকা সত্ত্বেও যদি কলুষাকীর্ণ লোক তাহাব সন্ধান না কবে, মার্গ অপবাধী হয় না, ব্যক্তিই অপবাধী হয়। কোনো ব্যাধিগ্রস্ত লোক নিকটে সুচিকিৎসক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি চিকিৎসককে আহ্বান কবিয়া বোগেব প্রতীকাব না কবে, তজ্জন্য চিকিৎসক দায়ী হয় না। সেইরূপ কালিমাগ্রস্ত লোক যদি কলুষ উপশমক্ষম মার্গজ্ঞ সদ্‌গুরু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাব সন্ধান না কবে, তজ্জন্য আচার্য দোষী হয় না। অনুসন্ধিৎসাহীন ব্যক্তিই দোষী হয়।' তাই বলা হইয়াছে :—

ক্লেদলিপ্ত নব যদি কবে পরিহাব
হেবিয়াও তড়াগেব উদক-বিস্তাব
তাবি তবে কেহ কোথা না দোষে তড়াগে
অশুচি লইয়া সেই নব শুধু জাগে।
নির্বান-সবসি মাঝে যেবা অবগাহে
পাপেব কলুষ ক্লেশ না পবশে তাহে,
শত্রুহস্তে নিপতিত হয়ে মূর্খজন
আত্মবক্ষা হেতু পথ না খোঁজে যেমন,
তাহাব মূঢ়তা দোষে পথ দোষী নয়,
আতুব জেনেও যদি বৈদ্য পবিচয়,
নাহি যায় তাব ঠাঁই চিকিৎসাব তবে
তাব দোষ ভিষকেবে স্পর্শ নাহি কবে—
সেইরূপ নির্বান-সন্ধানে যদি নব
কালিমা ক্ষালন তবে না হয় তৎপব

মার্গজ্ঞানী আচার্য না করে অন্বেষণ
ক্লেশতাপে আপনারে করে নিমজ্জন।

শুদ্ধচেতা বিলাসী পুরুষ যদি কোন কারণে গলিত মৃতদেহ বা শবাধার বহনে বাধ্য হয়, সে যথাসম্ভব তাহা নিক্ষেপ করিয়া যেমন নিরুদ্বেগে প্রস্থান করে, তদ্রূপ আমারও এই অশুচিপূর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে নির্বাণ-নগরে প্রবেশ করা উচিত। বিষ্ঠাকুটিতে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া নরনারী কাহারো তাহা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। বরঞ্চ সকলেই তাহা ঘৃণার সহিত পরিহার করিয়া অবিলম্বে চলিয়া যায়। সেইরূপ আমাকেও নিরাসক্ত চিত্তে এই অশুচিপূর্ণ দেহ পরিহার করিয়া অমৃতময় নির্বাণ-নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। নাবিক যেমন ব্যবহার-বহির্ভূত জীর্ণ তরণী পরিহার করিয়া সরিয়া পড়ে, তদ্রূপ নব-ব্রণমুখে অশুচি-নিঃসরণশীল এই পূতিকায় পরিত্যাগ করিয়া আমিও নিরাসক্তচিত্তে নির্বাণ-নগরে প্রবেশ করিব। বহুবিধ রত্ন-অধিকারী কোন লোক পথিমধ্যে দৈবাৎ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া পথ চলিতে চলিতে যেমন আপনার রত্ন হারাইবার ভয়ে কৌশলে দস্যুদলকে পরিত্যাগ করিয়া অভয় রাস্তা অবলম্বন করে, তদ্রূপ এই পূতিপূর্ণ দেহও রত্নাপহারী তস্করের সহিত তুলনীয়। যদি আমি ইহাতে আসক্তি উৎপাদন করি, আমার আর্যমার্গ-কুশলধর্মরূপ রত্ন সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ধেতু চোরের সঙ্গে তুলনীয় এই অশুচি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্বাণনগরে প্রবেশ করা উচিত। তাই বলা হইয়াছে:—

দুর্গন্ধ অশুচিপূর্ণ ঘৃণ্য শবভার
চলিব সম্মুখপথে করি পরিহার,
পুরীষ বর্জন করি না ফিরি পশ্চাৎ
নরনারী যেমতি করে না দৃষ্টিপাত
যাব দৃঢ় পদক্ষেপে নিশ্চিত অন্তর
নিরুদ্বেগ নির্ভাবনা মুক্ত অবসর
নানা আবর্জনাভরা এদেহ আকর
ত্যজিয়া আপন পথে হব অগ্রসর।
জীর্ণতরী বিসর্জিয়া নাবিক যেমন
অবহেলে চলে যায়, না করে শোচন,
নবদ্বারে যেই দেহে ক্লেদ অবিরাম
করি তাহা পরিত্যাগ হব মুক্তকাম।

ধনবস্ত্র সাথে যদি কেহ পথ চলে
সে যেমন পরিহার করে দস্যু দলে
সেইরূপ এই তনু দুর্বৃত্ত সমান
ত্যজিব যাহাতে নাহি ঘটে অকল্যাণ।

এইরূপে সুমেধ পণ্ডিত বিবিধ যুক্তি সহকারে বৈরাগ্যের উপকারীতার বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের অপরিমিত ধনসম্পদ দরিদ্র ভিখারিগণকে বিতরণের উদ্দেশ্যে এক মহাদান যজ্ঞের প্রবর্তন করিলেন। তিনি বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য একাকী অমরাবতী নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমালয় পর্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় 'ধর্মক' পর্বতের উপরিভাগে তাঁহার জন্য এক মনোরম আশ্রম প্রস্তুত হইয়াছিল—যেখানে পর্ণশালা ও চংক্রমণ (চারণভূমি) সব কিছুই শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। পঞ্চবিধ নীবরণ (১)-দোষবর্জিত সমাহিত চিত্ত সেই মহান পুরুষ অষ্টবিধ গুণসম্পন্ন অভিজ্ঞা শক্তি অর্জন করিবার ইচ্ছায় সেই আশ্রম-সীমায় নববিধ দোষযুক্ত গৃহীবস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দ্বাদশ গুণ সংযুক্ত বল্কলনির্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া তিনি পুনরায় অষ্টদোষে পরিপূর্ণ সেই পর্ণশালা পরিহার পূর্বক দশবিধ গুণসংযুক্ত বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে সেই মহান পুরুষ সর্ববিধ শস্যজাত খাদ্য পরিহার করিয়া স্বয়ংপতিত ফলভোজী (২) হইলেন এবং উপবেশন, স্থিতি ও চংক্রমণ এই ত্রিবিধ ঈর্যা-পথে সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকিয়া সপ্তাহকালের মধ্যেই অষ্ট সমাপত্তি (৩) এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা (৪) সম্পদের অধিকারী হইলেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞা সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাই বলা হইয়াছে :—

এত ভাবি শতকোটি ঐশ্বর্য রতন
দীনদুঃখী সবারে করিনু বিতরণ

১। নীবরণ—যে সব অশুভ বৃত্তি চিত্তে কুশল উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা কুশল চিত্তের আগমন নিবারণ করে। তাহা পাঁচ প্রকার ঃ যথা—কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা।

২। স্বয়ংপতিত—স্বাভাবিক নিয়মে পরিপক্ব হইয়া যে সব ফল বৃক্ষতলে পতিত হয়, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।

৩। অষ্ট সমাপত্তি—অষ্টবিধ লৌকিক ধ্যান।

৪। পঞ্চ অভিজ্ঞা—ঋদ্ধিশক্তি, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত, পরচিত্ত জ্ঞান ও প্রাণীসমূহের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান।

দায়মুক্ত আপনারে করিয়া নিঃশেষে
প্রয়াণ করিনু পরে হিমবন্তদেশে,
ধর্মক পর্বতোপরি হিমাদ্রির পাশে
মনোরম পর্ণাশ্রম গড়ি অনায়াসে,
অষ্টসুখ-বিমণ্ডিত রম্য তপোবন,
পঞ্চদোষ-বিমুক্ত নির্জন নিকেতন।
তথায় লভিনু আমি অপার্থিব জ্ঞান
অন্তরে আনিল যাহা আনন্দ সন্ধান।
নবদোষে কলুষিত গৃহীর বসন
ত্যজিয়া করিনু তাই বল্কল ধারণ।
বৃক্ষ-ছাল পরিচ্ছদ করি পরিধান,
দ্বাদশ প্রকার সুখে করি অবস্থান।
আশ্রম কুটিরে হেরি অষ্ট অন্তরায়
বৃক্ষমূল আশ্রয়ে যাপিনু পুনরায়,
কর্ষিত জমিতে উপ্ত শস্যাহার ছাড়ি,
দিবস যাপিনু আমি হয়ে ফলাহারী—
আসনে, ভ্রমণে আর পদ চারণায়,
নিজেরে রাখিনু মগ্ন দৃঢ় সাধনায়
সপ্ত দিন মাঝে হল অভিজ্ঞা উদয়—
তাহারি আলোকে চিত্ত হল জ্যোতির্ময়।

যদিও এই শ্লোক পাঠে মন হয়—আশ্রম, পর্ণশালা ও চংক্রমণ-গৃহ সুমেধ তাপস স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তী অনুসারে ইহার বর্ণনা হইল এইরূপ—সেই মহান পুরুষ হিমালয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ধর্মক নামক পর্বতে উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'সৌম্য' সুমেধ পণ্ডিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প লইয়া অদ্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তুমি গিয়া সত্বর তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দাও।' দেবপুত্র ইন্দ্রের কথায় সম্মতি জানাইয়া সুরক্ষিত পর্ণশালা ও মনোরম চংক্রমণযুক্ত এক রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের 'ধর্মক' পর্বতোপরি স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে নির্মিত সেই আশ্রম

সম্বন্ধে এক সময় ভগবান বুদ্ধ তাঁহাব প্রিয় শিষ্য শাবীপুত্রকে (১) বলিয়াছিলেন—

সুগঠিত পর্ণশালা সুষম আশ্রম,
পঞ্চদোষ মুক্ত চংক্রমণ মনোবম।

পঞ্চ দোষযুক্ত চংক্রমণ যথা—রুক্ষ ও অসমতল ভূমি, অন্তর্বৃক্ষ, গহনাচ্ছন্ন, অতি সংকীর্ণ ও অতি প্রশস্ত চংক্রমণ।

রুক্ষ ও অসমতল ভূমিবিশিষ্ট চংক্রমণ গৃহে পাযচাবি করিলে চংক্রমণকাবী পায়েব তলায বেদনা অনুভব কবে, পাযে ফোস্কা উঠে, চিত্তে একাগ্রতা আসে না এবং ফলে ভাবনা পবিক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু মৃদু সমতলভূমিতে আবামেব সহিত চংক্রমণহেতু চিত্ত সহজেই একাগ্র হইযা ধ্যানস্থ হয। তদ্ধেতু রুক্ষ অসমতলভূমি চংক্রমণেব একটি দোষ বলিয়া গণ্য হইযাছে।

চংক্রমণগৃহেব অন্তে, মধ্যে অথবা উভয পার্শ্বে বৃক্ষ থাকিলে ভুলক্রমে চংক্রমণকাবীব ললাটে কিম্বা শিবে তাহাব আঘাত লাগিতে পাবে। তাই অন্তর্বৃক্ষ চংক্রমণেব দ্বিতীয দোষ।

তৃণ-লতা গুল্মাদি সমাচ্ছন্ন চংক্রমণগৃহে অন্ধকাব বেলায় পায়চারি কবিবাব সময সর্প-সবীসৃপ জাতীয প্রাণীসমূহ চংক্রমণকাবীব চবণাঘাতে প্রাণ হাবাইতে পাবে, অথবা তাহাদেব দ্বাবা চংক্রমণকাবী আক্রান্ত হইয়া বিপন্নও হইতে পাবে। তাই গহনাচ্ছন্ন চংক্রমণের তৃতীয দোষ।

প্রস্থে এক বতন (২) বা অর্দ্ধ বতন পবিমিত অতি সঙ্কীর্ণ চংক্রমণেব বেষ্টনীতে চংক্রমণকাবীব নখে বা আঙ্গুলে চোট লাগিতে পাবে। তাই অতি সংকীর্ণতা ইহাব চতুর্থ দোষ।

আবাব অতি প্রশস্ত চংক্রমণগৃহে বিচবণকাবীব চিত্তবিক্ষিপ্ত হেতু চিত্তে একাগ্রতা আসে না। তাই অতি প্রশস্ততা চংক্রমণেব পঞ্চম দোষ বলা হইযাছে। প্রস্থে দেড বতন, উভয পার্শ্বে আবাব এক বতন কবিয়া অনু-চংক্রমণযুক্ত এবং দৈর্ঘ ষাট হস্ত পবিমিত সুমসৃণ সমতল ভূমিতে বালুকা বিকীর্ণ কবিযা চংক্রমণগৃহ প্রস্তুত কবা উচিত। সিংহলেব 'চৈত্যগিবি'

১। শাবীপুত্র—ভগবান বুদ্ধেব প্রধান শিষ্য।

২। বতন—হস্তের কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলিব অগ্রভাগ পর্যন্ত।

পর্বতে দ্বীপপ্রসাদক মহিন্দ (৩) স্থবিরের চংক্রমণ গৃহ এইরূপই ছিল।

অষ্টবিধ শ্রমণ-সুখ—

১। শ্রমণগণের পক্ষে ধনসম্পদ বা শস্যাদি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

২। নির্দোষ ভিক্ষান্ন (আহার) সংগ্রহ করা।

৩। ঝঞ্ঝাটমুক্ত ভিক্ষান্ন ভোজন করা।

৪। রাষ্ট্রকর আদান-প্রদানের দায় হইতে মুক্ত।

৫। ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে আসক্তির অভাব।

৬। চোর ডাকাতের ভয়হীনতা।

৭। রাজা বা রাজকর্মচারীদের সহিত সংস্রব মুক্ত।

৮। চতুর্দিকে বাধাহীন স্বাধীন মনোভাব।

যাহাতে তথায় অবস্থানকারী ব্যক্তি এই অষ্টবিধ শ্রামণ্যসুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয—সেই আশ্রম এমনভাবেই নির্মাণ করা হইয়াছিল। আমি সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া কৃৎস্ন (৪) ও পরিকর্ম (৫) ভাবনা দ্বারা অভিজ্ঞা এবং সমাপত্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অনিত্য ও দুঃখ অনুসারে বিদর্শন (৬) ভাবনা আরম্ভ করতঃ অবিনশ্বর বিদর্শন শক্তি লাভ করিয়াছিলাম। যাহাতে তথায় অবস্থান করিয়া এই শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হই তেমন ভাবেই আশ্রমটি নির্মিত হইয়াছিল।

নবদোষযুক্ত বস্ত্র ত্যাগের ইহাই হইল আনুপূর্বিক ঘটনা—দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দেবপুত্র বিশ্বকর্মা হিমালয়ের ধর্মক পর্বতে চংক্রমণাদি বিমণ্ডিত বিবিধ পুষ্প ও ফলভারে অবনত অসংখ্য বিটপিঘেরা রমনীয় নির্মল জলাশয় বিশিষ্ট এক বিবেকপ্রদ আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অরণ্য-আশ্রমে শ্বাপদসঙ্কুল হিংস্র পশুপক্ষীর কোন প্রকার উপদ্রব ছিল না। আশ্রম-সীমায় নির্মিত চংক্রমণের উভয় প্রান্তে সুসজ্জিত ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া

৩। মহিন্দ স্থবির—সম্রাট ধর্মাশোকের পুত্র, যিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য লঙ্কাদ্বীপে গিয়াছিলেন।

৪। কৃৎস্ন—ভাবনার অবলম্বন। পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু হিসাবে ইহা চতুর্বিধ।

৫। পরিকর্ম—ধ্যানের প্রাথমিক কর্তব্য।

৬। বিদর্শন—জগৎকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবশে দর্শন করিয়া ভাবনা করাকে বিদর্শন ভাবনা বলে।

৫। ছিন্ন হইলে সেলাই করা ও জোড়া দেওয়া এবং পুন প্রযোজন হইলে কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়।

৬। তপস্বীদের পক্ষে অশোভন বস্ত্র।

৭। অন্য সম্প্রদাযের পরিধেয় বস্ত্রের সহিত বিসদৃশ হওযা।

৮। অন্য সম্প্রদাযের বিরূপ সমালোচনা হইতে আত্মরক্ষায অক্ষম বা বস্ত্র পরিধান কালে গৌরববোধ করা।

৯। বিচরণশীল সন্ন্যাসীদের অতিরিক্ত বস্ত্রের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি।

'হে শারীপুত্র তখন আমি গৃহীবস্ত্রে এই নয প্রকার দোষ দেখিযা বল্কল চীবর ধারণ করিযাছিলাম। অর্থাৎ ভাঁজে ভাঁজে গ্রন্থনকরা মুঞ্জ তৃণে প্রস্তুত অন্তর্বাস ও বহির্বাস চীবর পরিধান করিতাম। ইহাতে দ্বাদশ প্রকার সুফল লাভ করা যায। যথা—

১। বল্কল চীবর দামে সুলভ, দেখিতে সুন্দর ও সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে উপযোগী।

২। ইহা স্বহস্তে যে কেহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম।

৩। পরিধানে সহজে মলিন হয না এবং পরিষ্কার করিতে হইলেও বেশীক্ষণ সময় লাগে না।

৪। ব্যবহারে জীর্ণ হইলেও রং করার প্রযোজন হয না।

৫। পুনরায প্রয়োজন হইলে অল্পাযাসে প্রস্তুত করা যায়।

৬। তাপস ও প্রব্রজিতগণের উপযোগী বস্ত্র।

৭। অন্য সম্প্রদাযের পরিধেয বস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য বজায থাকা।

৮। পরিধানে চিত্তে সৌখীনতা বোধের অভাব।

৯। ধারণ করিলেও চিত্তে নিরাসক্তি ভাব।

১০। অতিরিক্ত বল্কল চীবর লাভের অনিচ্ছা।

১১। তৃণ সংগ্রহ করিতে কোন প্রকার পাপ বা অধর্ম কার্যের সম্মুখীন হইতে হয না।

১২। প্রনষ্ট বল্কল চীবরের প্রতি আসক্তিহীনতা।

'হে শারীপুত্র, পরে আমি কিভাবে অষ্টদোষযুক্ত পর্ণশালা ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহাও শ্রবণ কর।' তখন সেই সুমেধ তাপস স্বীয অঙ্গে পরিহিত শ্রেষ্ঠ বস্ত্রযুগল খুলিয়া চীবর-বংশে (চীবরের আলনায) স্থাপিত রক্তজবাপুষ্প-দাম সদৃশ বল্কল চীবর সমূহ গ্রহণ করিযা পরিধান করিলেন। তদুপরি সোনার মত বর্ণ বিশিষ্ট অন্য একখানি বল্কল চীবর পরিধান করিয়া

নাগেশ্বর পুষ্পের আস্তরণ সদৃশ মৃগচর্ম একাংশে ধারণ করতঃ জটামণ্ডলটি শিরচূড়ার সহিত সুদৃঢ় থাকিবার জন্য মাঝে মাঝে কাষ্ঠখিল প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তৎপর মুক্তাজাল সদৃশ সিকায় প্রবালবর্ণ কমণ্ডলু (১) স্থাপন করিয়া ত্রিবঙ্ক-ভাবের একপ্রান্তে কমণ্ডলুর সিকা ও অপরপ্রান্তে ত্রিশূলাদিপূর্ণ ঝুড়ি-বিলম্বিত ভার স্কন্ধে লইয়া দক্ষিণ হস্তে যষ্টি গ্রহণ করিয়া পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি ষাটহস্ত দৈর্ঘ্য মহাচংক্রমণে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় এদিক ওদিক পদচারণা করিতে করিতে স্বীয় বেশভূষার দিকে অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। প্রব্রজ্যা আমাকে পরিশোভিত করিয়াছে। বুদ্ধাদি বীরপুরুষগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও স্তুতিকৃত এই প্রব্রজ্যা। এখন আমার গৃহীবন্ধন প্রহীন হইয়াছে। আমি বৈরাগ্যের উদগ্র প্রেরণায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তম প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াছি। অতএব এখন আমি পবিশুদ্ধভাবে শ্রামণ্যধর্ম পালন করিয়া ধ্যানফল জনিত সুখ আয়ত্ব করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সেই মহান পুরুষ পরম উৎসাহের সহিত স্কন্ধ হইতে ভার নামাইয়া চংক্রমণ-গৃহের অভ্যন্তরে মৃগবর্ণ শিলাপৃষ্ঠে সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া দিবা-ভাগ অতিবাহিত করিলেন। সায়াহ্নে পুনরায় পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাস্তরণে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরদিবস প্রত্যুষ সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সুমেধ তাপস এইরূপে স্বীয় আগমন বিষয় প্রত্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 'আমি গৃহবাসে বহুবিধ অন্তরায় দর্শন করিয়া অপরিমিত ভোগসম্পদ ও অনন্ত যশোরাশির প্রতিও কোনরূপ আকর্ষণ না রাখিয়া বৈরাগ্যের অদম্য অনুপ্রেরণায় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছি। অতএব এই হইতে অসংযত আচরণ আমার পক্ষে অনুচিত। প্রবিবেকহীন ভবঘুরে ব্যক্তিকে মিথ্যা বিতর্ক (২) রূপ মক্ষিকা গ্রাস করিয়া থাকে। সুতরাং এখন বিবেকের সন্ধানই আমার একান্ত কর্তব্য। গৃহবাসকে প্রতিবন্ধক হিসাবে দর্শন করিয়াই আমি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। কিন্তু এই পর্ণশালা বড়ই বাহুল্যপূর্ণ ও বেণুর মত বর্ণবিশিষ্ট ইহার প্রাকারবেষ্টনী, রজতবর্ণ শ্বেত ভিত্তিচয়, কপোতপাদবর্ণ ইহার পত্রাচ্ছাদন এবং বিচিত্র আস্তরবর্ণ সদৃশ তক্তপোষ ইত্যাদি মিলিয়া ইহা যেন বড়ই

১। কমণ্ডলু—মুনি ঋষিদের ব্যবহার্য পাত্র।

২। বিতর্ক—মিথ্যা বিতর্ক ত্রিবিধ। কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্ক।

আরামদায়ক ও সুখবর্দ্ধনশীল নিবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মনে হয় আমার পরিত্যক্ত গৃহেও ইহা হইতে অতিরিক্ত সম্পদ বিশেষ কিছু ছিল না।' এইরূপে পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তিনি পর্ণশালার অষ্টবিধ দোষ দেখিতে পাইলেন। যথা—

১। অত্যধিক আড়ম্বর সহকারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ ও সেগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করা।

২। ধূলি-বালি বা শুষ্ক পত্রাদি পতিত হইলে প্রত্যহ পরিষ্কারের প্রয়োজন।

৩। প্রবীণ সন্ন্যাসী আসন পাইলেন কিনা সময়ে অসময়ে চিত্তের উৎকণ্ঠা হেতু একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি। অর্থাৎ অসময়ে ধ্যান ভঙ্গে বাধ্য হওয়া।

৪। কায়িক আরামপ্রিয় হওয়া বা শীতোষ্ণ সহ্য করিতে কায়ের অক্ষমতা।

৫। গর্হিত কর্ম আচ্ছাদনের যোগ্য স্থান, অর্থাৎ গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি যে কোন পাপকর্ম করিতে সমর্থ।

৬। আমার বলিয়া গ্রহণ বা মমত্ববোধ।

৭। গৃহের অস্তিত্ব সহধর্মিনী থাকারই সামিল।

৮। উকুণ, ছারপোকা এবং টিকটিকি আদি সকল শ্রেণীর প্রাণীসমূহের আশ্রয়স্থল হওয়া।

সুমেধ তাপস পর্ণশালায় এই অষ্টবিধ অন্তরায় দর্শন করিয়াই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ "হে শারীপুত্র অতঃপর আমি আচ্ছাদিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দশ প্রকার সুফলদায়ক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছিলাম।" যথা—

১। অনাড়ম্বর বাসস্থান।

২। উপনীত হওয়া মাত্র সামান্য পরিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী করা যায়।

৩। বৃক্ষমূল সমতল হউক বা না হউক অনায়াসে অবস্থান করা যায়, সরিয়া পড়িতে হয় না।

৪। গর্হিত কাজ চাপা দেওয়ার অযোগ্য স্থান। অর্থাৎ খোলা জায়গায় পাপ কাজ করিতে সকলেই লজ্জাবোধ করে। তাই গর্হিত কর্ম হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়।

৫। উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থানের ন্যায় কায় কম্পিত হয় না। অর্থাৎ কায়ের নিষ্কম্প ভাব বজায় থাকে।

৬। স্বকীয় ভাবে গ্রহণের অভাব।

৭। গৃহ বা আলয়ের প্রতি উদাসীনভাব।

৮। স্বাভাবিক গৃহের ন্যায় পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে কাহাকেও 'বাহিরে আস' এই অনুরোধের প্রয়োজন না থাকা।

৯। অবস্থানকারীর অন্তর সর্বদাই প্রীতিপূর্ণ থাকা।

১০। বৃক্ষমূলশয্যা সর্বত্র সহজলভ্য হেতু তৎপ্রতি আসক্তিহীনতা।

উপরি উক্ত কারণসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া সেই মহান পুরুষ ভিক্ষার জন্য বাহির হইলেন। তিনি যে সব গ্রামে উপস্থিত হইলেন গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে আশ্রমে উপবেশন করিয়া তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। 'আমি আহার লাভের আশায় প্রব্রজিত হই নাই। পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের মান ও মত্ততাই বর্দ্ধিত করে। অধিকন্তু মানবজাতির আহারমূলক দুঃখের অন্ত নাই। অতএব যাহাই হউক আমি কর্ষণ-করা ভূমিতে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যজাত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে স্বয়ংপতিত নির্দোষ ফল-ভোজী হইয়া কালাতিপাত করিব।' সেই হইতে সুমেধ তাপস তাঁহার অব্যাহ সাধনায় সপ্তাহকালের মধ্যেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তাই উক্ত হইয়াছে ঃ—

কর্ষিত জমিতে উপ্ত শস্যাহার ছাড়ি,
দিবস যাপিনু আমি হয়ে ফলাহারী—
আসনে, ভ্রমণে, আর পদচারণায়,
নিজেরে রাখিনু মগ্ন দৃঢ় সাধনায়—
সপ্তদিন মাঝে হল অভিজ্ঞা উদয়
তাহারি আলোকে চিত্ত হল জ্যোতির্ময়।



দীপঙ্কর বুদ্ধের দর্শন

সুমেধ তাপস অভিজ্ঞাশক্তি অর্জন কবিয়া হিমালয়ে সমাপত্তি সুখে অবস্থান কালে জগতে দীপঙ্কব নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাছিলেন। তাঁহাব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, জন্ম, সম্বোধিলাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তনেব সময দশ সহস্র চক্রবাল কম্পিত, প্রকম্পিত ও আন্দোলিত হইযা মহাশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং বত্রিশ প্রকাব পূর্বনিমিত্ত সমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু সুমেধ তাপস গভীব সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত থাকায় সেই মহাশব্দ শ্রবণ কবেন নাই, আব সেই সব নিমিত্তও (লক্ষণ) লক্ষ্য কবেন নাই। তাই বলা হইয়াছে—

এইভাবে সিদ্ধিলাভ কবিযা যখন,
শাসন বিনয়মাঝে বহিনু মগন,
সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জিন দীপঙ্কব নামে,
সে সময আবির্ভাব হন ধবাধামে।
জন্মলগ্নে কিংবা তাঁব প্রতিসন্ধিক্ষণে,
বুদ্ধত্ব সময কিংবা ধর্মপ্রচাবণে,
চতুর্নিমিত্ত কভু হেবিনি নযনে।
ধ্যানসুখে নিমগ্ন বহিনু সর্বক্ষণ,
বাহ্যজ্ঞান-বিবহিত সমাহিত মন।

সেই সময দীপঙ্কব বুদ্ধ চাবি লক্ষ আস্রবমুক্ত শিষ্যবৃন্দ সহ বিচবণ কবিতে কবিতে 'বম্যক' নামক নগবেব উপকণ্ঠে সুদর্শন মহাবিহাবে অবস্থান কবিতেছিলেন। শ্রমণশ্রেষ্ঠ দীপঙ্কব পবম সম্বোধি লাভ কবিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনেব পব ক্রমান্বযে দেশভ্রমণ কবিতে কবিতে তাহাদেবই নগবসমীপে সুদর্শন মহাবিহাবে বাস কবিতেছেন—এই সংবাদ শ্রবণ কবিয়া বম্যনগববাসিগণ ঘৃত, নবনীত আদি ভৈষজ্য এবং সুন্দব আচ্ছাদন, সুগন্ধ দ্রব্য, পুষ্প-প্রদীপ ইত্যাদি যাবতীয় পূজাব সামগ্রী সঙ্গে লইয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্তঃকবণে তৎপবায়ণ, তদভিমুখী ও তৎপ্রবণ হইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনা ও পূজা করিযা সকলে একপ্রান্তে উপবেশন কবিলেন। শাস্তা তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দানে তৃপ্ত কবিলে সকলে

আসন হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধকে আগামী দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন।

পরদিবস তাহারা এক মহাদান যজ্ঞের আয়োজন করিয়া নগরীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করিয়া সকল নাগরিক তথাগতের আগমন-পথ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিলেন। বর্ষাকালীন জলস্রোতে রাস্তার ভগ্ন অংশ, অসমতল কিম্বা কাদাময় স্থান সমূহ নূতন মৃত্তিকায় সমতল করিয়া তাহাতে রজতবর্ণ বালুকা বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তদুপরি লাজ-পুষ্প ছড়াইয়া দিয়া বিচিত্র বস্ত্রের ধ্বজা পতাকা উত্তোলন করিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষ রোপণ ও মঙ্গলকলস স্থাপন করিলেন। সেই সময় সুমেধ তাপস স্বীয় আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আকাশপথে যাইবার সময় নিম্নে কর্মব্যস্ত উল্লসিত জনতা দেখিয়া তিনি সহসা আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া জনগনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধুগণ, কোন্ ভাগ্যবান পুরুষের আগমন উপলক্ষে তোমাদের এই বিরাট আয়োজন?' তাই বলা হইয়াছে—

প্রত্যন্ত প্রদেশবাসী নরনারী যত—
আমন্ত্রিয়া দীপঙ্কর প্রভু তথাগত,
প্রসন্ন অন্তরে সবে করে সম্মার্জন,
যেই পথে আসিবেন বুদ্ধ ভগবন।
আশ্রম ত্যজিয়া আমি সেই অবসরে—
শূন্যমার্গে চলিয়াছি বল্কল চীবরে
হেরিয়া আনন্দপূর্ণ জনকোলাহল
শূন্যমার্গ ছাড়িয়া নামিনু ধরাতল,
শুধাইনু তাহাদের হরষ কারণ,
কিবা হেতু এত উল্লসিত জনগণ;
কার আগমনে আজি যত পথঘাট,—
সকলে মিলিয়া দেয় অবিরাম ঝাট।

প্রত্যুত্তরে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কহিল—'প্রভু সুমেধ, আপনি কি জানেন না যে দশবল দীপঙ্কর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দেশ পর্যটন করিতে করিতে আমাদের নগর-সীমায় সুদর্শন মহাবিহারে বাস করিতেছেন। অদ্য আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই রাস্তাঘাট সংস্কার ও সজ্জিত করা হইতেছে।' এই

কথা শুনিয়া তাপস ভাবিলেন—'বুদ্ধ উৎপন্নের কথা দূরে থাকুক, 'বুদ্ধ' এই শব্দ-মাত্র শ্রবণ করাও জগতে অতি দুর্লভ। সুতরাং এই জনগণের সহিত সংস্কার-কার্যে আমারও অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তিনি জনগণকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন—'মহাশয়গণ, আপনারা যদি সম্যক্ সম্বুদ্ধের আগমন উপলক্ষেই এই সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও সেই পুণ্যের একজন অংশীদার করুন। আপনাদের সঙ্গে আমিও এই সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করিব।'

তাহারা আনন্দের সহিত সেই প্রস্তাবে সম্মত হইল। সুমেধ তাপস ঋদ্ধিমান জানিয়া জনগণ তাঁহাকে এক কাদাযুক্ত স্থান দেখাইয়া বলিলেন—'প্রভু, আপনি এই স্থানটি সমতল ও সুসংস্কৃত করুন।' সুমেধ তাপস 'বুদ্ধারম্মণ' (১) প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভাবিলেন— আমি রাস্তার এই ভগ্ন-অংশ স্বীয় ঋদ্ধিবলে স্বল্প সময়ে অনায়াসে সংস্কার করিতে সমর্থ। কিন্তু তাহাতে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব না। অতএব অদ্য আমি কায়িক শ্রমের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধের সেবা করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি মৃত্তিকা আহরণ পূর্বক সেই অংশটি সংস্কার করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সংস্কারকার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তথাগত দীপঙ্কর বুদ্ধ চারি লক্ষ ষড়ভিজ্ঞাসম্পন্ন মহানুভব ক্ষীণাস্রব শিষ্য পশ্চাতে লইয়া মনশিলাতলে পরিপূর্ণ বিকশিত শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশীল সিংহ সদৃশ অনন্ত বুদ্ধলীলা ধারণ করিয়া সেই সমলঙ্কৃত পথ অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে দেবতারা দিব্য কুসুম ও সুগন্ধি বর্ষণ করিতেছিল, দিব্য সংগীতে চতুর্দিক মুখরিত হইতে লাগিল এবং মানুষেরা মানবোচিত সুগন্ধি ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিতেছিল।

অতঃপর কর্মব্যস্ত সুমেধ তাপস দেখিতে পাইলেন—বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণমণ্ডিত, অশীতি অনুব্যঞ্জনাভিষিক্ত ও ব্যামপ্রভায় জ্যোতির্মণ্ডিত দীপঙ্কর বুদ্ধ আসিতেছেন। তখন ইন্দ্রনীল মণিবর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে বিচিত্র রঙের বিদ্যুচ্ছটা ও তাঁহার দেহ হইতে ষড়বর্ণবিশিষ্ট যমকরশ্মি নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। রূপশ্রেষ্ঠ সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া তাপস সুমেধ এই সঙ্কল্প করিলেন—'আজ বুদ্ধের পরিচর্যায় আমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ভগবানের চরণ-যুগল যেন কিছুতেই কর্দমে লিপ্ত না হয়। মণিফলক নির্মিত সেতু অতিক্রম করার ন্যায় তথাগত তাঁহার চারিলক্ষ আস্রবমুক্ত শিষ্যসঙ্ঘ সহ আমার পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া এই কাদা অতি-ক্রম করুন—তাহা দীর্ঘদিন আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে।' এই সঙ্কল্প

১। বুদ্ধকে চিত্তের একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা।

করিয়া তিনি আপনার শিরজটা খুলিয়া অজিনচর্ম ও বাকচীর সমূহ পঙ্কের উপর প্রসারিত করিয়া তদুপরি নিজে মণিফলকনির্মিত সেতুর মত হইয়া শয়ন করিলেন। তাই উক্ত হইয়াছে—

জিজ্ঞাসা শুনিয়া মম কহে সর্বজন,
অপ্রমেয় বুদ্ধ জন্ম লভেছে এখন.
দীপঙ্কর নাম তাঁর, সর্বলোকেশ্বর
যাঁর আগমন তরে সবাই তৎপর।
পথ ঘাট সম্মার্জনে ব্যস্ত সর্বজন,
আসিবেন এই পথে বুদ্ধ ভগবন।
বুদ্ধ নাম শুনি মোর নাচিল হৃদয়,
হর্ষ-উত্তেজিত হয়ে হইনু তন্ময়।
পুণ্যবীজ সঞ্চয়ে আগ্রহযুত মন,
আর না লভিব এই কুশল লগন।
এত ভাবি কহিলাম মম অভিলাষ,
মোর লাগি ছাড়হ খানিক পথপাশ,
নিজহাতে সে স্থান করিব পরিষ্কার
এ সুযোগ জীবনে কি আসিবে আবার!
মোর তরে পথ-ভাগ ছাড়িল সবাই,
নির্মল করিতে যাতে পারি সেই ঠাঁই।
অংশমাত্র পরিষ্কার করিয়াছি তার,
হেনকালে ভগবান আসেন তথায়।
চারলক্ষ অর্হত ভিক্ষু সঙ্গে তাঁর,
ষড়ঋদ্ধিসম্পন্ন অশেষ পুণ্যাধার,
উল্লসিত সর্বজন বন্দনা তৎপর
বুদ্ধ গুণে চারিদিক হইল মুখর।
দেবতা মনুষ্য যত হেরে পরস্পরে—
করজোড় হয়ে স্তুতি দেবগণ করে,
নরবাদ্য দেববাদ্য জিনি পরস্পরে,
নানারূপে বন্দনা করিল দীপঙ্করে।
শূন্যলোকে থাকি করে যত দেবগণ.
স্বর্গপদ্মপারিজাত পুষ্প বরিষণ।

ভূমে থাকি যত নব ছোঁড়ে উর্ধ্বলোক,
সুগন্ধ চম্পক পুষ্প সলল-স্তবক,
কদম্ব-কেতকীগুচ্ছ কিংশুক মন্দাব
আমোদিত কবিয়া ববিষে বাববাব।
নিজ কেশবাশি আমি বিস্তাব কবিযা
পথেব কর্দম পবে, দিনু বিছাইযা—
বল্কল-চীবব আব চর্ম-অঙ্গবাখা
পথেব জঞ্জাল মাটি দিনু তাতে ঢাকা।
উপুড় হইযা নিজে হইনু শযান—
মম দেহে পদ রাখি বুদ্ধ ভগবান,
শিষ্যসহ যাহাতে কবেন অতিক্রম
পথেব জঞ্জাল আব মলিন কর্দম।
এইরূপে পুণ্যফল কবিল অর্জন,
বহুজন্ম আকাঙ্খিত বুদ্ধ দবশন।

বুদ্ধত্ব প্রার্থনা

তিনি সেই কর্দমাক্ত বাস্তায় শায়িতাবস্থায় নযন উন্মীলিত কবিযা আব একবাব দীপঙ্কব তথাগতেব বুদ্ধরূপ দর্শন কবিযা ভাবিলেন—'যদি আমি চেষ্টা করি আজই সর্ববিধ চিত্তকালিমা নিঃশেষে ধ্বংস কবিয়া সংঘভুক্ত হইয়া ইহাদের সঙ্গেই রম্যনগবে প্রবেশ কবিতে সক্ষম; কিন্তু অজ্ঞাতবেশে চিত্তেব কালিমা ধ্বংস কবিয়া নির্বাণপ্রাপ্তিতে আমি তৃপ্তিলাভ কবিতে পাবিব না। আমি দীপঙ্কর দশবলের ন্যায় পবম সম্বোধি লাভ করিয়া ধর্মতবণীতে আবোহণ পূর্বক অসংখ্য জনগণকে উত্তীর্ণ কবাব পবই পবিনির্বাণ লাভ কবিতে ইচ্ছা কবি। ইহাই আমাব পক্ষে সমীচিন হইবে।' এই সিদ্ধান্ত কবিয়া অষ্টবিধ বুদ্ধগুণেব অধিকাবী সুমেধ তাপস সম্যক সম্বোধি লাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া কর্দমে শায়িত অবস্থাতেই বুদ্ধের আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। তাই উক্ত হইযাছে—

ধরাতলে শায়িত হইয়া ভাবি মনে,
ইচ্ছামাত্র নাশিতে সক্ষম এইক্ষণে,
যত মম মোহতৃষ্ণা আসব সঞ্চয়,
পার্থিব বাসনা পাবি কবিবারে ক্ষয়।

পুনঃ আমি ভাবি মনে হবে এ কেমন,
ছদ্মবেশে কিবা সুখ সত্য দরশন!
হইব সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেব-নর ত্রাতা,
ভবদুঃখ হতে সবাকার মুক্তিদাতা
কেন একা এদুঃখ হইব উত্তরণ,
আমার আশ্রয়ে পার হবে বহুজন।
এই মম দৃঢ়পণ সংকল্প অটল।
সর্বজ্ঞতা লাভ মম হবে না বিফল
নামরূপ ক্ষয় করি কমি' জন্মান্তর
সত্য ধর্মাশ্রয়ে উদ্ধারিব দেব নর।

বুদ্ধত্ব প্রার্থনাকারী ব্যক্তি আটটি গুণের অধিকারী হইতে হইবে।

মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব, শাস্তাদরশন,
প্রব্রজ্যা, অর্হত্ব-প্রাপ্তি-হেতুরূপ ধন,
ঋদ্ধিবল-অধিকার, ছন্দ-সমাবেশ,
জীবন উৎসর্গ যাঁর বুদ্ধের উদ্দেশ,
এই অষ্ট গুণ যেবা করে অধিগম,
সার্থক প্রার্থনা তার, সফল জনম।

১। মানবজন্মলাভী প্রার্থনাকারীর বুদ্ধত্ব প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। নাগ, সুপর্ণ কিম্বা দেবতারূপে প্রার্থনা করিলে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয় না।

২। মানবজন্ম লাভ করিলেও পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রী, নপুংসক কিম্বা উভয়-ব্যঞ্জকের বুদ্ধত্ব প্রার্থনা পূর্ণ হয় না।

৩। পুরুষত্ব লাভ করিলেও অর্হত্ব প্রাপ্তির হেতুসম্পন্ন পুদ্গলের প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়া থাকে, অন্যথায় হয় না।

৪। অর্হত্ব লাভের হেতুসম্পন্ন পুরুষ হইলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ জীবন্ত বুদ্ধের সম্মুখেই বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করিতে হয়। পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের চৈত্যে কিম্বা বোধিবৃক্ষাদির মূলে প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ হয় না।

৫। সাক্ষাৎ জীবন্ত বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিলেও তাঁহাকে সংসারত্যাগী প্রব্রজিত হইতে হইবে। গৃহী অবস্থায় প্রার্থনাকারীর বুদ্ধত্ব প্রার্থনা পূর্ণ হয় না।

৬। আবার প্রব্রজিত পুরুষ হইলেও তাঁহাকে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি-লাভী হইতে হইবে। অন্যথায় প্রার্থনা ফলবতী হয় না।

৭। পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি আদি গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যিনি নিজেব জীবন বুদ্ধেব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কবিযাছেন—এই অধিকাব বলে (ত্যাগ-বল) তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইযা থাকে, অপবেব হয় না।

৮। অধিকাব সম্পন্ন পুদ্গল হইলেও বুদ্ধকাবক ধর্ম দশপাবমী পূবণেব জন্য যাঁহাব তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রবল উৎসাহ, দৃঢ বীর্য ও মহান প্রচেষ্টা বিদ্যমান তাঁহাব প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাকেই বলা হইয়াছে ছন্দ।

এখানে ছন্দেব (প্রবল ইচ্ছাশক্তি) এইরূপ উপমা দেওয়া হইযাছে—যিনি মহা জলপ্লাবনে একাকাব চক্রবালেব একপ্রান্ত হইতে অপব প্রান্তে বাহুবলে সাঁতাব কাটিযা পাডি দিতে সক্ষম, বংশলতায় সমাচ্ছন্ন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেব দুশ্ছেদ্য বংশজটা অপসাবিত ও পদদলিত কবিয়া যিনি আপনাব গমন-পথ কবিয়া চলিযা যাইতে সক্ষম, যিনি সুতীক্ষ্ণ ধাবযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে পবিপূর্ণ বিশাল ধবণীবক্ষেব উপব দিয়া নগ্নপদে গমন করিতে সমর্থ এবং যিনি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গাবপূর্ণ চক্রবালেব উপব দিয়া পদব্রজে চলিয়া যাইতে সমর্থ—একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব লাভ কবিতে সক্ষম। অর্থাৎ যিনি উপবোক্ত কোনটিকে দুঃসাধ্য মনে না কবিয়া এই সব দুবতিক্রম্য বাধাকেও অতিক্রম কবিযা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেব পবপাডে পৌছিবাব জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসীম উৎসাহ, দৃঢ বীর্য ও অমানুষিক চেষ্টা প্রভৃতি গুণেব অধিকাবী একমাত্র তাঁহাব বুদ্ধত্ব প্রার্থনাই সফল হইয়া থাকে।

অতঃপব এই অষ্টবিধ গুণে পবিপূর্ণ ভূতলশায়ী সুমেধ তাপস বুদ্ধত্ব লাভের দৃঢ সংকল্প লইয়া অধীব আগ্রহে দীপঙ্কব বুদ্ধেব আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। ক্রমে তথাগত দীপঙ্কব তথায উপনীত হইযা তাপসেব শিবদেশে দাঁডাইয়া মণি-সংযুক্ত বাতায়ন উন্মুক্ত কবাব মত তাঁহাব পঞ্চপ্রসাদপূর্ণ আঁখিযুগল উন্মীলিত কবিতেই কর্দমে অবলুণ্ঠিত সুমেধ তাপসকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'এই জটাধাবী তাপস পবম সম্বোধি লাভেব মহান সংকল্প লইযা এই পঙ্কশয্যা গ্রহণ কবিয়াছেন।' তাপসের সংকল্প পূর্ণ হইবে কিনা তিনি সীমাহীন অনাগত কালেব পানে দিব্যদৃষ্টি প্রসাবিত কবিযা দেখিতে পাইলেন—এই হইতে চাবি অসংখ্যেয় এবং এক লক্ষ কল্পেবও কিঞ্চিদধিক কাল অতিবাহিত হইবাব পব ইনি জগতে গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন। তখন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ্য কবিযা কহিলেন—

'ভিক্ষুগণ, তোমবা সম্মুখে পঙ্কের উপব শায়িত ঐ কঠোব তপস্বীকে দেখিতেছ কি?'

'হাঁ ভন্তে, দেখিতে পাইতেছি।'

'এই তপস্বী বুদ্ধত্ব লাভের মহান সংকল্প লইয়া কাদায় শয়ন করিয়াছেন। দেখিতেছি—তাঁহার সংকল্প পূর্ণ হইবে। এই হইতে চারি অসংখ্যেয় ও এক লক্ষ কল্প পরে ইনি গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন। কপিলবাস্তু নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন। মায়াদেবী নাম্নী তাঁহার মাতা, শুদ্ধোদন নামক পিতা, অগ্রশ্রাবক উপতিষ্য স্থবির, দ্বিতীয় শ্রাবক কোলিত, আনন্দ নামক উপস্থাপক, অগ্রশ্রাবিকা ক্ষেমা ও দ্বিতীয়া শ্রাবিকা হইবেন উৎপলবর্ণা নাম্নী থেরী। তিনি পরিণত বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া কঠোর তপস্যান্তে ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ এবং নিরঞ্জনা নদীতীরে তাহা ভোজন করিবেন। অতঃপর অশ্বত্থ বোধি বৃক্ষমূলে অটল সংকল্পে ধ্যানমগ্ন হইয়া অভিসম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। তাই বলা হইয়াছে—

দীপঙ্কর সর্বজ্ঞানী বুদ্ধ ভগবন,
সর্বলোক-অর্ঘ্য যেবা করেন গ্রহণ।
দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর—ভাষে অতঃপর,
হের এই জটাধারী, যত দেব নর—
সংখ্যাতীত কল্প পরে এ তাপস বর
ত্যজিয়া সুরম্য ধাম কপিল নগর,
কঠোর তপস্যা ব্রত করি আচরণ,
অজপাল তরুমূলে করিয়া আসন,
উত্তম পায়স-অন্ন গ্রহণের পর—
নিরঞ্জনা নদীতটে হয়ে অগ্রসর—
অন্নপাত্র নদীজলে করি পরিহার
সুবিন্যস্ত পথ ধরি চলি পুনর্বার
ক্রমে বোধিতরুতলে হবে উপনীত—
অনুত্তর বোধিমঞ্চ যেমন বিহিত—
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যোগাসন
লভিবেন পূর্ণজ্ঞান সম্বোধি-চেতন।
পিতা তার শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন-জায়া
জননী তাঁহার, যাঁর নাম মহামায়া।
হইবে গৌতম-গোত্র তাঁর পরিচয়—
উপতিষ্য কোলিত প্রধান শিষ্যদ্বয়,

শান্ত সৌম্য নির্ভীক নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয়
অন্তরঙ্গ শ্রাবক আনন্দ অতিপ্রিয়।
প্রধান শ্রাবিকা তাঁর হবে দুইজনা
বীতরাগ শান্তশীলা নিষ্ঠাপরায়ণা
ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা। সেই শিষ্যাদ্বয়
অগ্রশিষ্যা বলিয়া হইবে পরিচয়,
বোধিজ্ঞান লাভ হবে যেই বৃক্ষতলে
অশ্বত্থ সে তরু খ্যাত হবে ভূমণ্ডলে।

তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুমেধ তাপস অতি মাত্রায় উৎফুল্ল হইলেন। তথাগত দীপঙ্করের ভবিষ্যদ্বাণীতে সুমেধ তাপস বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্ত্ব—এই কথা অবগত হইয়া সমাগত জনগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহাদের মানসপটে তখন এই চিন্তার উদয় হইল—'নদী উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি পর পাড়ের প্রকৃত ঘাটে তরী লাগাইতে অসমর্থ হইলে সে নিম্নতীর্থে তরী লাগাইয়া হইলেও যেমন নদী উত্তীর্ণ হইয়া যায়—তদ্রূপ আমরাও দীপঙ্কর বুদ্ধের শাসনে মুক্তিলাভে অসমর্থ হইলে, অনাগত কালে যখন ইনি বুদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া যেন ভবদুঃখের অবসান করিতে সক্ষম হই।' সকলেই এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইল।

অতঃপর দীপঙ্কর বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের বহুবিধ গুণকীর্তনের পর আটমুষ্টি পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে আশীর্বাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই চারিলক্ষ তৃষ্ণাবিমুক্ত ভিক্ষুগণও নানাবিধ সুগন্ধি এবং মাল্য-দ্বারা বোধিসত্ত্বকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া বুদ্ধের অনুসরণ করিলেন। দেব-মনুষ্যগণ একই নিয়মে পূজা ও বন্দনা করিয়া একে একে চলিয়া গেল। তথা হইতে সকলে সরিয়া পড়িলে সেই মহান পুরুষ ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পারমীগুণ চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে সম্পূজিত কুসুমরাশির উপর আসন করিয়া উপবেশন করিলেন। বোধিসত্ত্ব এইরূপে পুষ্পাসনে উপবিষ্ট হইলে দশসহস্র চক্র-বালের সমস্ত দেবগণ তথায় সম্মীলিত হইয়া সাধুবাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন—'প্রভু সুমেধ, পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্বগণ পারমীগুণ চয়ন করার উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলে যে সব পূর্বনিমিত্ত প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা আজও প্রকাশ পাইতেছে। এ বিষয় আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি যে, যাঁহার বুদ্ধত্ব প্রার্থনাকালে এই নিমিত্ত সমূহ দৃষ্ট হয়, তিনি নিঃসংশয়ে বুদ্ধ

হইবেন। অতএব আপনি দৃঢ়ভাব সহিত উদ্যমশীল হওন।' এইভাবে দেবতারা বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিয়াছিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

অদ্বিতীয় ঋষিমুখে শুনি এই কথা,
করিল বন্দনাধ্বনি মানব দেবতা;
'বুদ্ধাঙ্কুর' বলিয়া মাতিল সমস্বরে,
সে মহানিনাদ উঠি' গগন বিদরে,
উল্লসিত করতালি বন্দনা সঙ্গীত
সর্বলোক তাহাতে করিল মুখরিত:
দেবতা মনুষ্য যত একে অন্যে বলে,
যদি এই বুদ্ধকল্প যায় বা বিফলে
অনাগত বুদ্ধকালে লভিব জনম
তাঁর ধর্মাশ্রয়ে হবে তৃষ্ণা উপশম,
সর্বপূজ্য দীপঙ্কর জ্ঞানী অনুত্তর
সাধুবাদ দিয়া পথে হন অগ্রসর।
তাঁহার সকল শিষ্য বন্দিল আমায়
দেবনাগ গন্ধর্ব নমিল মম পায়।
সশিষ্য সুগত হলে দৃষ্টি-অগোচর
হৃষ্টচিত্তে আসনে বসিনু অতঃপর,
দিব্য এক মনানন্দে ভরিল অন্তর
অপূর্ব হরষে রোমাঞ্চিত কলেবর।
যোগাসনে বসিয়া ভাবিনু অবিরত
ধ্যান মোর লব্ধ আজ, ঋদ্ধি অধিগত।
সহস্র ভুবনমাঝে হেন নাহি কেহ
আমা হতে যে জন হইতে পারে শ্রেষ্ঠ;
অলৌকিক ঋদ্ধিবলে মোর চিত্ততল,
অনাবিল প্রশান্তি-ধারায় সমুজ্জ্বল।
সহস্র ভুবনবাসী মোরে হেরি কহে,
সম্বোধি লভিয়া বুদ্ধ হবে নিঃসংশয়ে।
পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্ব জনম-সময়
যত সব নিমিত্ত হয়েছে সমুদয়

আজিও সে অনুরূপ সমূহ লক্ষণ,
চারিদিকে সবাই করিল নিরীক্ষণ।
শীত গ্রীষ্ম সমভাবে জাগে নিয়মিত,
বুদ্ধত্ব-লক্ষণ ইহা—একান্ত নিশ্চিত,
নীরব নিথর দশ সহস্র ভুবন
স্তব্ধ যেন মহাকাল, মৌন মহাক্ষণ,
নাহি বহে মহাবায়ু, নদী নাহি বয়,
জলে স্থলে প্রস্ফুটিত কুসুম নিচয় ,
তরুলতা চারিপাশে ফলভারে নত,
সমুজ্জ্বল রতন মাণিক্য আছে যত ,
মর্ত্যলোক দেবলোক-বাদ্য মুখরিত,
উভয়ে উভয় লোকে জাগায় সঙ্গীত ,
পুষ্পবৃষ্টি নীলাম্বর হতে বরিষণ
হেরি আজ বিপুল জলধি আন্দোলন,
প্রকম্পিত হয় দশ সহস্র ভুবন,
শ্রুত হয় চারিপাশে সে মহা নিস্বন।
নির্বাপিত নিরয়াগ্নি, নাহি শিখামাত্র,
প্রকটিত সূর্য তারা স্বচ্ছ দিবারাত্র।
বৃষ্টিধারা উঠে ঊর্ধ্বে ভেদ করি ধরা,
অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ আলোকেতে ভরা।
বিশাখা নক্ষত্রযুত শশাঙ্ক নির্মল
তারাপুঞ্জ সহ নীলাম্বরে ঝলমল ;
গুহাশায়ী গর্তশায়ী যত প্রাণিগণ
কন্দর-আবাস ত্যজি করে বিচরণ।
দুঃখ তাপ অশান্তি নাহিক লেশমাত্র,
সন্তোষে সকলে জাগে তুষ্ট অহোরাত্র ,
রোগচিহ্ন নাহি আর ক্ষুধার তাড়না,
হিংসা-মোহ দূরীভূত বাসনা কামনা,
সর্বভয় অপগত, ত্রাস চিহ্ন হীন
মর্ত্যবাসী নির্ভয়ে বিচরে রাত্রিদিন।

বাতাস পবিত্র, নাহি উড়ে ধূলিকণা,
পথ-ঘাট মার্জিত, নাহিক আবর্জনা,
কোনদিকে দুর্গন্ধের নাহি অবশেষ,
স্বর্গীয় সুবাসে আমোদিত দিগ্‌দেশ।
রূপলোক-দেবতা সকল সশরীরে,
নামি আসি ভীড় করিয়াছে মর্ত্যতীরে
অরূপ ভুবনবাসী দেব ব্যতিরেকে
যতেক ত্রিদিববাসী দৃষ্ট একে একে,
সমগ্র নিরয়ভূমি রয়েছে প্রকাশ
চারিদিকে মুক্তপথ, মুক্ত অবকাশ।
গৃহদ্বার প্রাচীর পর্বত অন্তরায়,
কোনদিকে কিছুতে বন্ধন না জাগায়;
জন্মমৃত্যু-স্রোত যেন রুদ্ধ হল আজ,
অনাবিল প্রশান্তি জেগেছে মর্ত্যমাঝ,
বুদ্ধত্ব-লক্ষণ সব জানি সুনিশ্চিত,
বুদ্ধ-আবির্ভাব-হেতু সবই প্রকটিত।
সাধনায় হও রত, কঠোর দুর্জয়,
বুদ্ধরূপে জনমিবে, না হবে ব্যত্যয়;
কুশল লগন ইহা, পরম মুহূর্ত,
তব ধর্মালোকে সর্বলোক হবে মূর্ত।

দীপঙ্কর বুদ্ধ এবং চক্রবালবিহারী দেবগণের উৎসাহোদ্দীপক বাক্য শ্রবণে বোধিসত্ত্ব আরো অধিকতর উৎসাহ সহকারে ভাবিতে লাগিলেন—'বুদ্ধগণ অমোঘবাক্, তাঁহাদের বাক্যের ব্যতিক্রম নাই—যেমন অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের পতন, জাত সত্ত্বের মরণ, অস্তমিত সূর্যের উদয়, গুহানিক্রান্ত সিংহের গর্জন ও গর্ভিণী রমণীর ভারমোচন ধ্রুব এবং অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ বুদ্ধগণের বচনও অমোঘ এবং ধ্রুব। অতএব আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবই।' তাই উক্ত হইয়াছে—

বুদ্ধ বাক্য দেববাক্য শুনিয়া অন্তর,
হর্ষ-পুলকিত, রোমাঞ্চিত কলেবর।
বুদ্ধবাণী কভুও অন্যথা নাহি হয়,
যাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ড মেনেছে পরাজয়।

উর্ধ্বে উৎক্ষেপিত লোষ্ট্র পড়ে বসুধায়,
ব্যতিক্রম কভু যার দেখা নাহি যায়,
তেমতি সুগতবাক্য ব্যর্থ নাহি হয়,
সতত ভাস্বর তাহা, সত্য প্রভাময় ,
জনমিলে মরণ যেমন সুনিশ্চিত,
বুদ্ধবাণী চিরন্তন নহে বিপরীত ,
রাত্রিশেষে নিশ্চিত যেমন সূর্যোদয়,
বুদ্ধবাক্য সেইরূপ ব্যর্থ নাহি হয়,
কেশরী গর্জন ধ্রুব কন্দর ত্যজিলে
বুদ্ধবাক্যে তেমনি সংশয় নাহি মিলে।
অন্তঃসত্ত্বা রমণীর প্রসব নিশ্চিত,
তেমনি সুগতবাণী নহে বিপরীত ;
ভগবদ্বাণী সদা সত্যে সমুজ্জ্বল
সতত অমোঘ তাহা হয় না বিফল ।

পারমী-গুণ পর্যবেক্ষণ

'আমি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইতে পারিব' ইহাতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সুমেধ তাপস বুদ্ধকারক ধর্মসমূহ সঞ্চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোন্গুলি বুদ্ধকারক ধর্ম ? তিনি উর্ধ্ব, অধঃ, দিক-বিদিক এবং ক্রম সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পর্যবেক্ষণ করত পূর্বতন বোধিসত্ত্বগণের পরিপূরিত প্রথম দানপারমী দেখিতে পাইয়া নিজকে এইরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 'সুমেধ, এই হইতে তুমি দানপারমী পূর্ণ কর। অধোমুখীকৃত জলকুম্ভ যেমন নিঃশেষে জল পরিত্যাগ করে, কিছুতেই প্রত্যাহরণ করে না—এইরূপ তুমিও ধন, যশ, পুত্র-দার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কি জীবনের প্রতিও কোন প্রকার মমতা না রাখিয়া সমাগত ভিখারীগণকে সর্ববিধ প্রার্থিত বস্তু নিঃশেষে দান করিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ বুদ্ধ হইতে পারিবে।' এইরূপে তিনি দৃঢ়তার সহিত দানপারমী অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

বুদ্ধত্বর গুণরাজি করেছি সন্ধান,
চারিদিকে আছে যাহা যেমন রাখান
উচ্চনীচ সর্বদিক করি অন্বেষণ
পারমী-প্রধান দান করিতে সাধন

পূর্ব পূর্ব ঋষিব চিহ্নিত পথ ধবে
হইযাছি অগ্রসব বুদ্ধত্বেব তবে,
পূর্ণকুম্ভ উপুড কবিলে যাহা হয়
ভূমি-পবে গডায উদক সমুদয,
সেইরূপ সবকিছু যাহা তব আছে
নিঃস্ব হযে বিতবিবে যদি কেহ যাচে।

তিনি শুধু এই একটি মাত্র বুদ্ধকাবক ধর্মে সন্তুষ্ট না থাকিযা পর্যবেক্ষণ কবিতে কবিতে দ্বিতীয শীলপাবমী দেখিযা নিজকে উপদেশ দিলেন—'সুমেধ, এই হইতে তুমি শীলপাবমী পূর্ণ কব। চমবী মৃগ যেমন জীবনেব মাযা তুচ্ছজ্ঞান কবিযাও কণ্টকাবদ্ধ স্বীয লাঙ্গুল বক্ষা কবিযা থাকে—তদ্রূপ তুমিও এই হইতে জীবনেব প্রতিও মমতা না বাখিযা শীলপাবমী পূর্ণ কবিযা বুদ্ধ হইতে পাবিবে।' এইরূপে তিনি দৃঢতাব সহিত শীলপাবমী অধিষ্ঠান কবিলেন। তাই বলা হইযাছে—

এই এক গুণে কভু নাহি হয শেষ
আবো যাহা আছে গুণ জানিব বিশেষ,
চিত্তে মোব এইরূপ কবিনু চিন্তন,
অন্য গুণ আব কিবা আছে প্রযোজন,
দ্বিতীয় পাবমীশীল জাগিল অন্তবে
দৃঢমনে সেই গুণ পূবণেব তবে
পূবোগামী ঋষিমার্গে কবিযা প্রযান,
শীলগুণে আপনি কবিনু অধিষ্ঠান,
লাঙ্গুলে আবদ্ধ হলে চমবী যেমন
অনাহত বাখে তাহা ববিযা মবণ,
শীলগুণ সর্বভাবে বক্ষিনু যতনে
চমবী যেমন পুচ্ছ বক্ষে সর্বক্ষণে।

অতঃপব তিনি 'বুদ্ধকাবক ধর্ম আবো থাকিবে' এই চিন্তা কবিযা পর্যবেক্ষণ কবিতে কবিতে তৃতীয নৈষ্ক্রম্য পাবমী দেখিযা নিজকে এইরূপে উপদেশ দিলেন—'সুমেধ, তুমি এই হইতে নৈষ্ক্রম্য পাবমীও পূর্ণ কব। যেমন কোনও অপবাধী লোক কাবাগাবে দীর্ঘকাল অবস্থান কবিতে থাকিলেও তৎ-প্রতি তাহাব বিন্দুমাত্রও আসক্তি জন্মে না, ববং প্রবল মানসিক উৎকণ্ঠা হেতু তথায় অবস্থানে অনিচ্ছুক হয়—এইরূপ তুমিও সমগ্র জগতকে বন্দীশালা মনে

করিয়া উৎকন্ঠিত চিত্তে ভবদুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হও। তবেই তুমি বুদ্ধ হইতে পারিবে।' এইরূপে তিনি দৃঢ়ভাবে নৈষ্ক্রম্য পারমী অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

এত ন্যূন বুদ্ধগুণ কভু নাহি হয়
অধিক কি আছে আর জানির নিশ্চয়,
এইরূপে তৃতীয় পারমী মনে জাগে
নৈষ্ক্রম্য সাধনে বাঁধি চিত্ত অনুরাগে।
পূর্বগামী ঋষির চিহ্নিত পথ পর
আপনারে নিয়োজি' হইনু অগ্রসর,
দণ্ডশালা হতে নর যথা মুক্তি মাগে
সেইরূপ সতত নৈষ্ক্রম্য-অনুরাগে,
জন্মান্তর চক্র হইতে মুক্তির লাগিয়া
কারারুদ্ধ নরসম ছিলাম জাগিয়া।

অতঃপর তিনি বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে আরো পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে চতুর্থ প্রজ্ঞাপারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিলেন—'সুমেধ, তুমি এই হইতে প্রজ্ঞাপারমীও পূর্ণ কর। হীন, মধ্যম ও উত্তম কাহাকেও বাদ না দিয়া সকল পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ভিক্ষাচারী ভিক্ষু যেমন হীনোৎকৃষ্ট, ধনী-দরিদ্র কোন গৃহ ত্যাগ না করিয়া ক্রমান্বয়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অনতিবিলম্বে পরিমিত আহার্য বস্তু লাভে সক্ষম হয়, তদ্রূপ তুমিও ক্রমান্বয়ে সকল পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হইতে পারিবে।' এইরূপে দৃঢ়তার সহিত প্রজ্ঞাপারমী অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

এত অল্প বুদ্ধগুণ হতে নাহি পারে
অন্যগুণ অন্তরে চিন্তিনু বারে বারে,
চতুর্থ পারমী প্রজ্ঞা জাগে অতঃপর
তারই তরে চিত্ত মোর বাঁধি দৃঢ়তর,
পূর্ব পূর্ব ঋষিমার্গ করিয়া বরণ
করিনু পারমী প্রজ্ঞা-পূর্ণতা—সাধন,
পিণ্ডপাত আহরণে শ্রমণ যেমন
সর্বগৃহদ্বারে যায় ধনী ও নির্ধন।

সেরূপ সবার কাছে করিয়া সন্ধান,
আহরণ করি যেথা যাহা লভি জ্ঞান
জ্ঞানভাণ্ড পূর্ণতা সাধনে রহি রত
বুদ্ধত্বের গুণ ক্রমে করি অধিগত।

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্য-বেক্ষণ করিতে করিতে পঞ্চম বীর্যপারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—'সুমেধ, তুমি এই হইতে বীর্য পারমীও পূর্ণ কর। পশুরাজ সিংহ যেমন সকল ঈর্যাপথে (চলনে, স্থিতে, শয়নে ও উপবেশনে) দৃঢ়বীর্য হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ তুমিও ত্রিভবের (১) সকল ঈর্যাপথে সুদৃঢ় বীর্য-পরায়ণ ও অক্ষত-পরাক্রম হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে'। এইরূপে বীর্যপারমী দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে।

এত ন্যূন বুদ্ধগুণ কভু নাহি হয়
আছে আরো এই চিন্তা হইল উদয়,
পঞ্চম পারমী বীর্য জাগিল হৃদয়ে
সাধিতে লাগিনু তাহা একাগ্রতা লয়ে,
পূর্ব পূর্ব ঋষিমার্গে হয়ে অগ্রসর
ইহার পূর্ণতা লাগি হইনু তৎপর;
বীর্যরূপ বুদ্ধগুণ করি অধিগত
করিনু আপনি চিত্ত দৃঢ় অধিগত,
কেশরী যেমন জাগে দৃপ্ত দৃঢ়ভায়
শয়ানে চলনে সদা-সর্ব অবস্থায়
বীর্যবান সেরূপ রহিনু জাগরূক
বুদ্ধত্ব-লাভের তরে সতত উৎসুক।

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ষষ্ঠ ক্ষান্তি পারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগি-লেন—'সুমেধ, এই হইতে তুমি ক্ষান্তি পারমীও পূর্ণ কর। তুমি সম্মানে কিম্বা অপমানে সর্বাবস্থায় ক্ষমাশীল হও। যেমন পৃথিবীতে শুচি বা অশুচি পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হইলেও তদ্ধেতু পৃথিবী তৎপ্রতি স্নেহ কিম্বা ঘৃণা ভাব কোনটাই পোষণ করে না, সবকিছু সমান ভাবে গ্রহণ করিয়া সহ্য ও ক্ষমা

১। কামভব, রূপভব, অরূপভব।

করে—এইরূপ তুমিও মানে কিম্বা অপমানে ক্ষমাশীল হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবে।" এইরূপে তিনি ক্ষান্তি পারমী দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

বুদ্ধগুণ এত অল্পে কভু নহে শেষ
আর কিবা আছে তাহা জানিব বিশেষ,
এইরূপে ষষ্ঠগুণ করি অন্বেষণ
উদিল মনের মাঝে ক্ষান্তির সাধন,
পূর্ব পূর্ব ঋষি-অনুসৃত পথ-পর
ক্ষান্তির পূর্ণতা লাগি হই অগ্রসর
বুদ্ধত্বলাভের হেতু ক্ষান্তিরূপ ধন
করি তার ক্রমান্বয় পূর্ণতা সাধন,
সর্বংসহা ধরিত্রী যেমন সব সহে
ভাল মন্দ সর্বক্ষেত্রে অবিচল রহে,
সেইরূপ নিন্দা ও প্রশংসা যাহা আসে
ক্ষান্তিবশে সয়েছি সকলি অনায়াসে

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে সপ্তম সত্যপারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন— "সুমেধ, এই হইতে তুমি সত্যপারমীও পূর্ণ কর। মস্তকে অশনিপাতের ভয় প্রদর্শনেও ধনলাভের হেতু সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কখনও মিথ্যা ভাষণ করিবে না। ধ্রুব তারা যেমন কোনোও ঋতুতে আপনার গমন-বীথি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বীথি অবলম্বন করে না, স্বীয় বীথি দিয়াই গমনাগমন করিয়া থাকে—তদ্রূপ তুমিও কোন অবস্থাতে সত্য বর্জন করিও না। এইরূপে তুমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তবেই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" এইভাবে তিনি সত্যপারমী দৃঢ়তার সহিত অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে—

নহে শুধু এই সব বুদ্ধগুণ ভার—
সন্ধান করিব আমি কিবা আছে আর,
সত্যরূপ সপ্তম পারমী মনে জাগে
তারই সাধনায় রত হই অনুরাগে,
বুদ্ধত্ব লাভের তরে সত্য আচরণ
নিঃসংশয়ে ইহার পূর্ণতা প্রয়োজন;

পূর্ব পূর্ব ঋষি-অনুসৃত পথ-পর
সত্যের পূর্ণতা তরে হই অগ্রসর,
সর্বঋতু সর্বকালে শুক্রগ্রহ যথা
নিজ-গতি-পথে বহে, না করে অন্যথা,
স্বর্গে মর্ত্যে সর্বত্র নিশ্চিত আবর্তন
সত্যপথে সেরূপ বহিনু সর্বক্ষণ।
বুদ্ধপদ লভিতে হইব অগ্রসর
পূর্ণ করি সপ্তম পারমী অনুত্তর।

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে অষ্টম অধিষ্ঠান পারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—"সুমেধ, এই হইতে তুমি অধিষ্ঠান পারমীও পূর্ণ কর। যাহা অধিষ্ঠান করিবে, তাহাতে সর্বদা অটল অচল হইয়া অবস্থান করিবে। পর্বত যেমন চতুর্দিকের বায়ুদ্বারা আহত হইলেও কম্পিত বা চালিত হয় না, স্বস্থানেই স্থিত থাকে—তদ্রূপ তুমিও স্বীয় অধিষ্ঠানে নিঃশ্চল থাকিয়াই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবে।" এইরূপে তিনি অধিষ্ঠান পারমীতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তাই বলা হইয়াছে :—

এত অল্পে বুদ্ধগুণ শেষ হতে নারে
অন্য কিবা আছে তাই ভাবি বারে বারে;
অধিষ্ঠান-সঙ্কল্প-সাধন মনে জাগে
চিত্ত প্রতিষ্ঠিত করি তারই অনুরাগে,
পূর্ব পূর্ব ঋষি-অনুসৃত পথ-পর
অষ্টম পারমী লাগি হই অগ্রসর,
বুদ্ধত্বলাভের হেতু পূর্ণ অধিষ্ঠান
একান্ত একাগ্র হয়ে করি সমাধান,
ঝঞ্ঝাবাতে অবিক্ষুব্ধ শৈল যথা রয়
আপনার স্থান নাহি করে বিনিময়,
সেইরূপ অধিষ্ঠানে করি দৃঢ় চিত
বুদ্ধপদ লভিতে হইনু সুনিশ্চিত।

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে নবম মৈত্রী পারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—"সুমেধ, এই হইতে তুমি মৈত্রী পারমীও পূর্ণ কর। কল্যাণে অকল্যাণে তুমি

সমচিত্ত হইয়া অবস্থান করিবে। বারি যেমন পাপী কিম্বা পুণ্যাত্মাকে সমভাবে শৈত্য প্রদান করিয়া থাকে—তদ্রূপ তুমিও সর্বসত্ত্বের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হইয়াই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে।" এইরূপে তিনি মৈত্রী পারমী দৃঢভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে :—

এত অল্পে নহে শেষ বুদ্ধগুণ ভাব,
আর কিবা আছে তাহা করিনু বিচার,
মৈত্রীরূপ নবম পারমী মনে জাগে
অন্তর নমিত করি সেই অনুরাগে,
বুদ্ধত্বলাভের হেতু মৈত্রী আচরণ
তাহারই পূর্ণতা লাগি দৃঢ করি মন।
উদক যেমন করে তৃষ্ণা নিবারণ
ভালমন্দ যাহার যেমন প্রয়োজন
প্রক্ষালিয়া করে শুচি যেথা যত গ্লানি
পূর্ণ মৈত্রীপরায়ণ সেরূপ বাখানি
এইরূপে পূরিলাম পারমী নবম
বুদ্ধত্বের হেতু যাহা, নহে ব্যতিক্রম।
এইরূপে মৈত্রীমাঝে দৃঢ করি চিত
বুদ্ধপদ লভিতে হইনু সুনিশ্চিত।

অতঃপর তিনি আরো বুদ্ধকারক ধর্মের অনুসন্ধানে উত্তরোত্তর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দশম উপেক্ষা পারমী দেখিয়া নিজকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—"সুমেধ, এই হইতে তুমি উপেক্ষা পারমীও পূর্ণ করিতে থাক। সুখে-দুঃখে সর্বদাই তুমি মধ্যস্থ (উপেক্ষাবিহারী) হইয়া অবস্থান করিবে। পৃথিবী যেমন শুচি কিম্বা অশুচি পদার্থ প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে মধ্যস্থ থাকে—এইরূপ তুমিও সুখে-দুঃখে মধ্যস্থ থাকিয়াই বুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে তিনি দশম উপেক্ষা পারমী দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে :—

বুদ্ধগুণ কভু নাহি হয় এতে শেষ
আর কিবা আছে তাহা জানিব বিশেষ,
এইরূপে উপেক্ষা পারমী মনে জাগে
হইনু একাগ্র চিত্ত সেই অনুরাগে,
বুদ্ধত্ব-লাভের হেতু উপেক্ষা সাধন
তাহারই পূর্ণতা লাগি নিয়োজিনু মন,

পূর্ব পূর্ব ঋষি-আচরিত পথ-পর
উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করি অতঃপর,
ধরণী যেমন সহে সবাকার ভার
পবিত্র- অশুচি কিছু না করি বিচার,
সেইরূপে উপেক্ষা সম্পদে হয়ে রত
দৃঢ়চিত্তে সকলি সয়েছি অবিরত
এইরূপে পূর্ণতা লভেছি উপেক্ষার
বুদ্ধপদ লভিবার নিশ্চিত সহায়।

অতঃপর সুমেধ তাপস আরো চিন্তা করিতে লাগিলেন। "এই জগতে বোধিসত্ত্বগণের পূরণীয় বোধিপরিপক্ককর বুদ্ধকারক ধর্ম বলিতে দশবিধ পারমী ব্যতীত অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। এই দশটি পারমীর অস্তিত্ব ঊর্দ্ধাকাশেও নাই, নিম্নে ধরণীতলে কিম্বা পূর্ব-পশ্চিম আদি দিক্ সমূহেও এইগুলি বিরাজ করে না, একমাত্র আমার হৃদয়াভ্যন্তরেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে তিনি পারমীগুণ সমূহ আপন-হৃদয়ের মর্মকোষে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহা দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ ও অনুলোম-প্রতিলোমবশে অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্ত হইতে সুরু করিয়া তিনি আদিতে ফিরিয়া আসিলেন আদি হইতে সুরু করিয়া অন্তে চলিয়া গেলেন মধ্যভাগ হইতে সুরু করিয়া উভয়ান্তে পৌছিলেন, আবার উভয়-অন্ত হইতে সুরু করিয়া মধ্যস্থলে মিলিত হইয়া সমাপ্ত করিলেন।

শরীরের অঙ্গ পরিত্যাগ করাকে পারমী বলা হয়, বাহিক বস্তু ত্যাগ করাকে উপপারমী ও জীবন-ত্যাগ করাকে পরমার্থ পারমী বলা হয়। অতএব দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী—এই ত্রি-দশ পারমীগুণ-সমূহ তিনি এমন ওতপ্রোতভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যেন মিশ্রিতভাবে দ্বিবিধ তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে বা পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরু মন্থন করিয়া আসমুদ্র চক্রবাল আলোড়িত হইতেছে। এইরূপে তাঁহার পারমীগুণ পর্যবেক্ষণ কালে ধর্মতেজে বিযাল্লিশ লক্ষ যোজন গভীর মহাপৃথিবী হস্তী-মর্দিত কচি নল-কলাপ (স্তূপ) ও ইক্ষুযন্ত্রের ন্যায় মহাশব্দে নিনাদিত হইয়া কম্পিত ও সঞ্চালিত হইল এবং কুম্ভকার-চক্র ও তৈল-যন্ত্রের ন্যায় ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তাই বলা হইয়াছে :—

একে একে দশ বুদ্ধগুণে গুণান্বিত
যাহার অধিক কিছু নাহিক নিশ্চিত

পূর্ণতা সাধনে জাগে স্থির মনোবল,
বুদ্ধপদলাভ কভু হবে না বিফল,
জানিলাম সব কিছু অন্তর বাহির,
যার তেজে কম্পন জাগায় ধরিত্রীর,
ঘূর্ণ্যযন্ত্র মহাচক্রপাকে যেন ঘুরে
তেমনি কম্পন জাগে সর্বলোক জুড়ে।

মহাপৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলে রম্যনগরবাসিগণ যুগান্তকারী ঝঞ্ঝাহত মহাশাল বৃক্ষের মতই স্থির থাকিতে অসমর্থ হইল ও সংজ্ঞা হারাইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকার-নির্মিত মৃৎপাত্র, ঘট ও ভাজন সমূহ পরস্পর সংঘর্ষ খাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল। অতঃপর ভীত ও সন্ত্রস্ত জনগণ শাস্তার নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভন্তে, ইহা কি নাগাবর্ত অথবা ভূতযক্ষ-দেবতা বা অন্য কিছুর প্রকোপজনিত? সমগ্র বিশ্ব আজ উপদ্রুত, আমরা ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জগতের কি কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিবে অথবা কল্যাণ সাধিত হইবে? আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্বক ইহার প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করুন।" শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'কোন ভয় নাই, চিন্তা করিও না। ইহাতে তোমাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। 'সুমেধ তাপস বুদ্ধ হইবেন' বলিয়া আমি যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছি—তিনি এখন পারমীগুণ সমূহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। পারমীগুণ অধিষ্ঠান ও পর্যবেক্ষণ হেতু তাঁহার ধর্মতেজেই দশ সহস্র সৃষ্টিজগৎ একত্রে প্রকম্পিত হইতেছে ও গর্জন করিতেছে। তাই বলা হইয়াছে :—

যে মহা জনতা ছিল বুদ্ধের সেবায়
মূর্চ্ছান্বিত হয়ে ভূমে গড়াগড়ি যায়,
পূর্ণকুম্ভ ঘট আদি হাজার হাজার
পরস্পর আঘাতে হইল চুরমার,
দিশাহারা ভীত ত্রস্ত জনসমাগম
চৌদিকে হইল সবে ব্যাকুল বিষম,
দীপঙ্কর সন্নিধানে সকলে সুধায়
শুভাশুভ বল কিবা বুঝিবারে দায়,
উপদ্রুত মহা পৃথ্বী ত্রাস-ব্যাকুলিত
দূর করো ভগবান সকল অহিত ;
এত শুনি দীপঙ্কর সবাকার প্রতি

কহেন, নিশ্চিন্ত হও শান্ত কর মতি,
ভূকম্পনে শঙ্কিত হবার হেতু নাই
যাহা কহি, অবধান করহ সবাই,
যাঁর কথা বলেছি সবার কাছে আজ
বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবে বিশ্বমাঝ।
অতীতে সকল বুদ্ধ যেই পথ ধরি
অবতীর্ণ ধরাধামে, তাই অনুসরি
করেছেন বুদ্ধত্বের হেতু অনুভব
যাতে প্রকম্পিত আজ স্বর্গ মর্ত্য সব।

জনগণ তথাগতের আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে পুষ্পমালা, সুগন্ধদ্রব্য ও বিলেপনাদি সহ রম্যনগর হইতে বাহির হইয়া যথোপযুক্ত ভাবে পূজা, বন্দনা ও প্রদক্ষিণের পর বোধিসত্ত্বের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুন রম্যনগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব দশবিধ পারমীগুণ পর্যবেক্ষণ করতঃ প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে তাহা অধিষ্ঠান করিয়া আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাই বলা হইয়াছ :—

বুদ্ধের বচনে সবে প্রশান্ত অন্তর
আসিয়া আমারে সবে বন্দে অতঃপর,
সর্ব-বুদ্ধ-পারমীতে দৃঢ় করি মন
অভিবন্দি' দীপঙ্করে ত্যজিনু আসন।

অতঃপর দশসহস্র চক্রবালবিহারী দেবগণ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দিব্যমাল্য ও সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিয়া বলিলেন 'হে আর্য সুমেধ তাপস, আজ তুমি দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে যে মহতী প্রার্থনা স্থাপন করিয়াছ, তাহা নির্বিঘ্নে পূর্ণ হউক, ইহাতে তোমার কোন প্রকার ভয় বা অন্তরায় উপস্থিত না হউক, দেহে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাধিও উৎপন্ন না হউক এবং যথাসময়ে পারমী পূর্ণ করিয়া তুমি সম্যক সম্বোধি অধিগত হও। পুষ্প এবং ফলবৃক্ষ সমূহ যেমন যথাকালে পুষ্পিত ও ফলিত হয়, সেইরূপ তুমিও সময় অতিক্রম না করিয়া যথাশীঘ্রই সম্বোধিরূপ উত্তম মার্গ অধিগত হও।" এইরূপে সকলে তাঁহার স্তুতি ও কল্যাণ কামনা করিয়া স্ব স্ব দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বোধিসত্ত্ব দশবিধ পারমী পূর্ণ করতঃ লক্ষাধিক চারি অসংখ্যেয় কল্প পরে বুদ্ধত্ব লাভের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাই বলা হইয়াছে :—

স্থমেধ তাপস যবে ত্যজিল আসন
স্বর্গে মর্ত্যে হল নানা পুষ্প ববিষণ,
দেব-নর মিলিয়া ববিষে আশীর্বাদ
বহুকল্প-বাঞ্ছিত পূবিবে মন-সাধ,
সর্ব বাধা বিঘ্ন তুমি কবি অতিক্রম
কবিবে বুদ্ধত্ব লাভ সম্পদ-উত্তম,
যেমন পুষ্পিত তরু বসন্ত আগমে
জ্ঞানকাণ্ড তোমাব স্ফুবিত হবে ক্রমে,
স্থমণ্ডিত হবে পূর্ণ দশ পাবমীতে
যেমন সকল বুদ্ধ হয়েছে অতীতে,
পবাবোধি-বোধনে বুদ্ধত্ব হবে লাভ
জন্মান্তব অবসানে বিলোপ সন্তাপ।
ধর্মচক্র প্রবর্তনে কবি বিশ্ব জয়—
মহাজ্ঞান-আলোকে কবিবে আলোময
প্রশান্ত পূর্ণিমা নিশি পবম লগন
এহেন তিথিতে জ্ঞান হইবে স্ফুবণ।
বাহুমুক্ত চন্দ্রমা যেমন নভোতলে
সেইরূপ উদ্ভাষিত হবে ভূমণ্ডলে।
সর্বপাপ-অন্ধকাব হতে মর্ত্যবাসী
মুক্ত হয়ে উঠিবে প্রভায় পবকাশি—
সর্ব-স্রোতস্বিনী-স্রোত বহে সিন্ধুপানে
দেবনব সেরূপ তোমাব মহাজ্ঞানে
তীর্থস্নান কবিয়া হইবে শুদ্ধচিত
যতেক অশুভ বৃত্তি হবে বিদূবিত।
দেবনব-স্তুতিতে প্রসন্ন হলে মন
বোধিসত্ত্ব প্রবেশিল অবণ্য গহন
পাবমী পূর্ণতা ব্রত কবিয়া গ্রহণ।

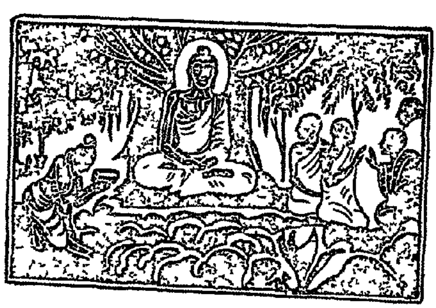
এদিকে বম্যনগববাসিগণ নগবে প্রবেশ কবিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। শাস্তা তাহাদেব সকলকে ধর্মোপদেশ দানে ত্রিশবণাদিতে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব পব নগববাসী হইতে বিদায় লইযা প্রস্থান কবিলেন। ক্রমে তিনি জীবনেব অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত সর্ববিধ বুদ্ধকর্তব্য সমাপন করিয়া

অনুপধিশেষ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এই সম্বন্ধে বুদ্ধবংশ নামক পালি গ্রন্থে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে—

অতঃপর সর্বজন বন্দি লোকনাথে—
দীপঙ্করে শরণ লইল একসাথে,
ত্রিশরণে অধিষ্ঠান লভে কতিপয়
পঞ্চশীল, দশশীল কারো লাভ হয়।
চারি মার্গফল কারো হইল উদয়,
চারি প্রতিসম্ভিদা কাহারো উপজয়,
অষ্টবিধ সমাপত্তি কিংবা ত্রিবিদ্যায়
প্রতিষ্ঠা লভিল কেহ ষড় অভিজ্ঞায়—
মহামুনি দীপঙ্কর মহা জনতায়
জ্ঞান-মার্গে প্রশান্ত করেন দেশনায়—
দূরদেশে ক্রমে ক্রমে হইল প্রচার—
জাগিল মনুষ্য যত ধর্মালোকে তাঁর
বৃষস্কন্ধ মহাবাহু বুদ্ধ দীপঙ্কর
অকল্যাণ পাপ-মুক্ত করে বহু নর
সত্যধর্ম লভিতে সুযোগ্য বহুজন
দিব্যচক্ষে সম্বুদ্ধ হেরেন সেইক্ষণ
লক্ষ যোজনের পথ মুহূর্ত সময়ে
অতিক্রমি প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মাশ্রয়ে
প্রথম দেশনাক্ষণে শতকোটি নর
ধর্মবোধে জাগ্রত করেন দীপঙ্কর
জাগিল নব্বই কোটি দ্বিতীয় সভায়—
এরূপে প্রচার ধর্ম হল বসুধায়
তৃতীয় দেশনা যবে হয় দেবলোকে
নব্বই সহস্রকোটি জাগে ধর্মালোকে
তিনবার ধর্মসভা হয় তাঁর ঠাঁই
কোটি লক্ষ ভিক্ষু ছিল প্রথম সভায়,
নারদ পর্বতে যবে বুদ্ধ দীপঙ্কর
আপন প্রশান্তি মাঝে যাপে অবসর

ক্ষীণাস্রব শতকোটি হয় সমাবেশ
দেশনা করেন তিনি তাঁদের উদ্দেশ,
বীর্যবান মহামুনি যখন বিহরে
একবার সুদর্শন পর্বত-উপরে,
নব্বই সহস্রকোটি পরিষদ সাথ
প্রবারণা করেন তথায় লোকনাথ,
কৃচ্ছ্রব্রতে রত আমি ছিলাম তখন
পঞ্চ-অভিজ্ঞায় ছিনু দৃঢ় পারঙ্গম
যাপি আমি জটাধারী তাপস জীবন
শূন্যমার্গে ইচ্ছামত করি বিচরণ,
প্রতিবারে দশ বিশ সহস্রেক লোক
দীপঙ্কর সন্নিধানে লভে ধর্মালোক,
একজন, দুইজন, হেন বহুজন
ধর্মবোধ লভিয়াছে—সংখ্যা অগণন।
শীলস্মৃতি সমন্বিত সদ্ধর্ম-শাসন
সবিশদ সুবিন্যস্ত বিশুদ্ধ রতন—
দূরে দূরান্তরে তাহা হয়েছে প্রচার—
যার ফলে বহুজন লভে মুক্তিপার।
ষড় অভিজ্ঞা সমন্বিত মহা ঋদ্ধিমান—
চারিলক্ষ ভিক্ষু সদা রহে তাঁর স্থান।
অর্হত্ব না লভি যে জন গত হয়—
অপযশ হইত তাঁহার সে সময়,
লোকধর্মে অবিচল যত ক্ষীণাস্রব,
সদ্ধর্ম-শাসনে রত হয়ে নর সব,
আপন জীবন যাপে নির্মল নিষ্পাপ,
যার ফলে সহজে অর্হত্ব হয় লাভ,
রম্যবতী নগরীতে ক্ষত্রিয়ের ঘরে,
সুদেব-ঔরসে আর সুমেধা জঠরে
লভে জন্ম লোকনাথ বুদ্ধ দীপঙ্কর,
সুমঙ্গল তিষ্য যাঁর অগ্র শিষ্যবর,

নিত্য সহচর ছিল সাগত রাখান,
নারী শিষ্যা মাঝে নন্দা সুনন্দা প্রধান ;
বোধিতরু পিপ্পলী নামেতে সুবিদিত,
দীপঙ্কর দেহ আশী হস্ত পরিমিত,
মহাশাল তরু আর দেবদারু প্রায়
দীপঙ্কর-অবয়ব সদা শোভা পায়।
লক্ষবর্ষ পরমায়ু লভি মুনিবর,
সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অবনী ভিতর ;
মুক্তিপথে অসংখ্য জীবেরে করি ত্রাণ
লোকহিতে বিতরি পরম মার্গজ্ঞান,
প্রজ্জ্বলিত শিখাসম করিয়া বিরাজ
হয়েছে নির্বাণগত শিষ্যসহ আজ।
সেই সব তেজে ঋদ্ধি, প্রভাব, প্রহীন
পাদ-চক্র-রত্ন তাঁর অতীতে বিলীন,
যাহা কিছু সবই হায়, অসার অনিত্য
স্বপ্ন-সম হয় গত ক্ষণিক নিমিত্ত,
যখন নির্বাণগত বুদ্ধ দীপঙ্কর,
কোণ্ডিন্যের আবির্ভাব হয় অতঃপর,
মহাতেজ সমন্বিত নায়ক প্রধান
অপ্রমেয় যশের আলোকে দীপ্তিমান।



বুদ্ধগণের সাক্ষাৎ

ভগবান দীপঙ্করের পর এক অসংখ্যেয় কল্প অতিক্রান্ত হইলে জগতে কোণ্ডণ্য নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে সহস্রকোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বিজিতাবী নামক রাজচক্রবর্তী হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষকোটি ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। শাস্তা বোধিসত্ত্বকে "ভবিষ্যতে তুমি বুদ্ধ হইতে পারিবে" এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করতঃ ধর্মদেশনা দান করিলেন। শাস্তার মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া তিনি রাজ্যত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা উৎপাদন করিয়া অপরিক্ষীণ ধ্যানেই ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন।

কোণ্ডণ্য বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল রম্যবতী নামক নগরী। সুনন্দ নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার পিতা, সুজাতা নাম্নী মাতা, ভদ্র ও সুভদ্র নামক দুই অগ্রশ্রাবক, অনুরুদ্ধ নামক উপস্থাপক এবং তিষ্যা ও উপতিষ্যা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল শালকল্যাণী নামক বৃক্ষ, দৈহিক উচ্চতায় তিনি অষ্টাশী হস্ত এবং তাঁহার আয়ুষ্কাল ছিল এক লক্ষ বৎসর।

তাঁহার পরিনির্বাণের পরে এক অসংখ্যেয় কল্প অতিক্রান্ত হইলে একই কল্পের মধ্যে যথাক্রমে মঙ্গল, সুমন, রেবত ও শোভিত এই চারিজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মঙ্গল বুদ্ধের সময়ে তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে সহস্রকোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ কুমার নব্বই কোটি অনুচর সহ ধর্মশ্রবণের উদ্দেশ্যে শাস্তার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে ধর্মের আনুপূর্বিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি সপারিষদ প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। শাস্তা সেই কুলপুত্রগণের পূর্বচরিত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভের হেতুসম্পদ দর্শন করতঃ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক "এস ভিক্ষুগণ" বলিয়া সকলকে সম্বোধন করিলে তন্মুহূর্তে সকলেই ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী ষষ্ঠীবর্ষী সদাচার সম্পন্ন স্থবিরের ন্যায় শাস্তাকে অভিবাদন ও পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তৃতীয় শ্রাবক-সম্মেলন।

অন্যান্য বুদ্ধগণের শরীর প্রভা যদিও চতুর্দিকে মাত্র অশীতি হস্ত পরিমিত স্থান প্রকাশের শক্তি ধারণ করিত, কিন্তু এই মহাপুরুষের শরীর প্রভা দশসহস্র চক্রবাল সর্বদাই আলোকিত থাকিত। তরুলতা, ভূপৃষ্ঠ, সাগর, গিরি প্রভৃতি এমন কি ঘট-মৃৎপাত্র আদি পর্যন্ত বুদ্ধ-প্রভায় সুবর্ণ বস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীয়মান হইত। মঙ্গল বুদ্ধের পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর। এতকাল পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য আদি কিছুই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া প্রকাশিত হইতে পারে নাই—সেজন্য লোকের পক্ষে দিবারাত্রির নির্দিষ্ট কালসীমা নিরূপণ করা সম্ভব হইত না। দিবসের সূর্যালোকে বিচরণ করার ন্যায় জীবগণ বুদ্ধালোকে সঞ্চরণ করিত। তাহারা সায়াহ্নে কুসুম সমূহের বৃন্তচ্যুতি এবং প্রাতঃকালে কূজনশীল পক্ষীসমূহের ভোরের কলতান অনুধাবন করিয়া দিবারাত্রির সীমা নির্দ্ধারণ করিত। তবে অন্য বুদ্ধগণের কি এই ক্ষমতা নাই? না, তাহা নয়। সকল বুদ্ধ ইচ্ছা করিলে দশ সহস্র চক্রবাল ততোধিক সমুজ্জ্বল জ্যোতিতেও উদ্ভাসিত করিতে পারেন। তবে অন্যান্য বুদ্ধগণের ব্যাম পরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক জ্যোতির ন্যায় মঙ্গল বুদ্ধের শারীরিক প্রভা দশ সহস্র চক্রবালে নিত্যকাল আলোক বিতরণ করিত। পূর্ব প্রার্থনানুসারেই তাঁহার এইরূপ হইয়াছিল।

ইহাই হইল সেই পূর্ব কাহিনী—বোধিচর্যা পূরণ করিবার সময় মঙ্গল বুদ্ধ রাজা বিশ্বন্তর সদৃশ পরম ধার্মিক নরপতিরূপে জন্মলাভ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ তিনি বঙ্ক পর্বতের ন্যায় কোনো পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্বের দানধর্ম-কাহিনী শ্রবণ করিয়া খরদাঠিক নামক এক যক্ষ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মহাসত্ত্বের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার দুই শিশু পুত্রকে যাচ্ঞা করিল। বোধিসত্ত্ব কোনপ্রকার ইতস্ততঃ না করিয়া 'আমি ব্রাহ্মণকে পুত্রদান করিতেছি' এই ঘোষণার দ্বারা আসমুদ্র বিশাল ধরণী কম্পিত করিয়া সানন্দ চিত্তে উভয় পুত্র সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণরূপী যক্ষ চংক্রমণ গৃহসীমায় কাষ্ঠাসনের পাশে দণ্ডায়মান হইয়া কচি মৃণাল আঁটি ভক্ষণ করার ন্যায় বোধিসত্ত্বের সম্মুখেই তাঁহার সুকোমল শিশুপুত্রদের ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। মুখ ব্যাদান করিলে যক্ষের মুখগহ্বরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত রক্তস্রোত দেখিয়াও বোধিসত্ত্বের অন্তরে লেশমাত্র ক্রোধও উৎপন্ন হইল না। বরং তিনি তখন ভাবিতেছিলেন—'আমার দান উপযুক্ত পাত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে।' এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ মন্থন করিয়া এক অভূতপূর্ব প্রীতির উদ্রেক হইল। সেই মুহূর্তেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'এই পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আমার দেহ হইতে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক।' এই পূর্ব প্রার্থনার ফলেই বুদ্ধত্ব লাভের

পব তাঁহাব দেহ হইতে সমুজ্জল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইযা সর্বদাই দশ সহস্র চক্রবাল উদ্ভাসিত থাকিত।

ইহাব মূলে তাঁহাব পূর্বকৃত আব একটি সুকর্মেব ফল বিদ্যমান ছিল। মঙ্গল বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায কোনও এক তথাগতেব ধাতুচৈত্য দর্শন কবিযা—"এই বুদ্ধেব উদ্দেশ্যে আজ আমাব জীবন উৎসর্গ কবিতে হইবে।" এবম্বিধ দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ কবিয়া তিনি সলিতা বেষ্টনে দণ্ডপ্রদীপ প্রস্তুত কবাব ন্যায় সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত কবিয়া লক্ষ টাকা মূল্যেব একহস্ত গভীব একটি ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণ পাত্রে সহস্র বর্তিকা জ্বালাইযা তাহা শিবোপবি স্থাপনেব সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহাব সর্বশবীবে আগুন ধবিয়া গেল—সেই অবস্থায় তিনি চৈত্য প্রদক্ষিণ কবিতে কবিতে সাবাবাত্রি অতিবাহিত কবিলেন। এইভাবে অরুণোদয কাল পর্যন্ত চেষ্টা কবিতে থাকিলেও তাঁহাব লোমকূপ মাত্র উষ্ণতা প্রাপ্তও হইল না, পদ্মগর্ভে প্রবিষ্ট থাকাব মত তিনি নিবাপদেই বহিলেন। ধর্মবক্ষাকাবীকে ধর্মই বক্ষা কবিয়া থাকে। ত ভগবান বলিযাছেন :—

> যে জন আচবে ধর্ম হয়ে নিষ্ঠাবান
> অপ্রমেয পুণ্যলাভ, শান্তি অধিষ্ঠান,
> ধর্ম-পথে শুদ্ধ যাব অন্তব বাহিব
> তাব তবে নাহি কোন হেতু অশান্তিব।

এই সুকর্মেব ফলেও মঙ্গল বুদ্ধেব শবীব-প্রভা দশ সহস্র চক্রবাল আলোকিত কবিত। তখন আমাদেব বোধিসত্ত্ব সুরুচি নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কবিবাব মানসে উপস্থিত হইযা শাস্তাব মুখনিঃসৃত সুমধুর ধর্মোপদেশ শ্রবণ কবিযা বলিলেন—

"প্রভু আগামী কল্যেব জন্য আমাব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

"ব্রাহ্মণ, তোমাব কতজন ভিক্ষুব প্রয়োজন ?"

"ভন্তে, আপনাব পবিষদে সম্প্রতি কতজন ভিক্ষু আছেন ?"

তখন মঙ্গল বুদ্ধের ভিক্ষু-সম্মেলন চলিতেছিল। তাই তিনি বলিলেন—"লক্ষ কোটি ভিক্ষু।"

"প্রভু, তাঁহাদেব সকলেব সহিত আপনি আগামীকল্য আমাব গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন।" শাস্তা সম্মতি জানাইলেন। সুরুচি ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রমুখ সমস্ত ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ কবিযা গৃহে ফিবিবার পথে চিন্তা কবিতে লাগিলেন—"আমি এতগুলি ভিক্ষুকে আহার্য্য, যাগু ও চীববাদি দান কবিতে যে অক্ষম তাহা নহে।

তবে বসিবার আসন কি উপায়ে ব্যবস্থা করা যাইবে।" তাঁহার চিত্তে এই দুশ্চিন্তা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চুরাশী হাজার যোজন উর্দ্ধস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডু-কম্বল বর্ণ শিলাসন উষ্ণ হইয়া উঠিল। 'কে আমাকে এই আসন হইতে চ্যুত করিতে চায়'—দেবরাজ ইন্দ্র দিব্যচক্ষে ইহার কারণ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে—মহামানব সুরুচি ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবার স্থানের নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইয়াছেন। অতএব আমার তথায় উপনীত হইয়া পুণ্যাংশ গ্রহণ করা উচিত। এই সঙ্কল্প করতঃ বাসি, কুঠার ইত্যাদি হস্তে কাষ্ঠশিল্পীর ছদ্মবেশে তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাহারো কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য মজুরের প্রয়োজন আছে কি?' তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি কি কাজ করিতে সক্ষম?'

'কোনরূপ শিল্পই আমার অজানা নাই—গৃহ হউক, মণ্ডপ হউক, যে যাহা করাইতে ইচ্ছুক, সব রকম কর্মই আমি সম্পাদন করিতে সক্ষম।'

'তাহা হইলে তোমাকে আমার একটি কাজ সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।'

'কি কাজ প্রভু?'

'আগামীকাল আমি বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ কোটি ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি তাঁহাদের বসিবার মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে পারিবেন কি?'

'যদি আপনি আমার পারিশ্রমিক প্রদান করিতে সম্মত থাকেন আমি প্রস্তুত করিয়া দিব।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'হাঁ, নিশ্চয় আপনার পারিশ্রমিক প্রদান করিব।

ধন্যবাদের সহিত কাজ করিতে সম্মত হইয়া তিনি যোগ্য স্থান সন্ধান করিতে করিতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বার তের যোজন বিস্তৃত কৃষি-মণ্ডলের ন্যায় সমতল বিশিষ্ট একটি উপযুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া—'এই স্থানে সপ্তরত্নময় মণ্ডপ উত্থিত হউক' বলিয়া চিত্ত উৎপাদন মাত্রই দেখিতে পাইলেন—ঘন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া এক বিরাট মণ্ডপ সমুত্থিত হইয়াছে। সেই মণ্ডপের সুবর্ণস্তম্ভ সমূহে রৌপ্যময় কলস শোভা পাইতেছিল, রৌপ্যস্তম্ভ সমূহে স্বর্ণময় কলস, মণিস্তম্ভে প্রবালময় কলস, প্রবালস্তম্ভে মণিময় কলস এবং সপ্তরত্নময় স্তম্ভসমূহে সপ্তরত্নময় কলস শোভা পাইতেছিল। মণ্ডপের মাঝে মাঝে "কিঙ্কিণী জাল ঝুলিয়া পড়ুক' বলিয়া সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গে বহু কিঙ্কিণী জাল ঝুলিতে লাগিল। মৃদুমন্দ

সমীরণে তাহা হইতে পঞ্চাঙ্গ তূর্য্যের বাদ্যধ্বনির মত সুমধুর শব্দ নিঃসৃত হইতে-ছিল। সেই শব্দ দিব্য সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মাঝে মাঝে 'সুগন্ধ কুসুমদাম ঝুলিয়া পড়ুক" বলিয়া চিত্ত উৎপাদন করিলে বহুবিধ মাল্যদাম ঝুলিতে লাগিল। তারপর "ধরণীতল বিদীর্ণ করিয়া লক্ষকোটি ভিক্ষুর বসিবার আসন উত্থিত হউক" বলিয়া সঙ্কল্প করিলে তাহাই হইল এবং "মণ্ডপের প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া জলকুম্ভ উত্থিত হউক" এই সঙ্কল্প করিলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সমুত্থিত হইল। শিল্পীবেশী দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্যন্ত সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন—"প্রভু, আপনার মণ্ডপ দেখিয়া এখন আমার পারিশ্রমিক প্রদান করুন।" মহাসত্ত্ব তথায় উপস্থিত হইয়া মণ্ডপ অবলোকন করিলেন। মণ্ডপ দেখিয়াই পঞ্চপ্রীতিতে তাঁহার সর্বশরীর বারম্বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি মণ্ডপ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন—কিছুতেই এই মণ্ডপ মনুষ্যকৃত হইতে পারে না। আমার মহান সঙ্কল্প এবং ত্যাগ-মহিমা হেতু শক্রভবন অবশ্যই উষ্ণ হইয়াছিল। সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক এই মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাই হইবে। এতাদৃশ (দিব্য) মণ্ডপে শুধু একদিন মাত্র দান দিয়া বিরত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না—যাহাই হউক তিনি সপ্তাহকাল যাবৎ দান দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। বাহ্যিক বস্তু দান যত পরিমাণই হউক না কেন তাহাতে বোধিসত্ত্বগণ কোনদিনই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা অলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া, চক্ষুযুগল উৎপাটন ও হৃদয়-মাংস ছিন্ন করিয়া দান দিতে পারিলেই দান-কার্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।

আমাদের বোধিসত্ত্ব শিবিরাজরূপে জন্মগ্রহণ করিলে নগরীর চতুর্দ্বারে দিনে পঞ্চমণ স্বর্ণ কর্ষাপণ ব্যয়ে প্রত্যহ দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তিনি দানকার্যে তৃপ্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হন নাই। যখন দেবরাজ শক্র (বোধিসত্ত্বের দানচেতনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে) অন্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চক্ষুযুগল যাচ্ঞা করিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চক্ষু উৎপাটন করতঃ অন্ধ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দান দেওয়ার সময় তাঁহার চিত্ত ক্ষণিকের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই। এইরূপই দানকার্য্যে বোধিসত্ত্ব-গণের তৃপ্তির শেষ নাই। অতএব সেই মহানপুরুষ লক্ষকোটি ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল যাবৎ দান দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া সকলকে সেই সুসজ্জিত মণ্ডপে উপবেশন করাইয়া সপ্তাহব্যাপী গব্যপান নামক আহার্য দান করিলেন। সাধারণতঃ ক্ষীরপূর্ণ বড় বড় পাত্র উনুনে স্থাপন করিয়া পরিপক্ক ঘনীভূত দুগ্ধের মধ্যে সামান্য তণ্ডুল নিক্ষেপ পূর্বক মধু, শর্করা চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রণে প্রস্তুত এক জাতীয় ভোজ্যকে

গব্যপান বলা হইযা থাকে। এই দান-কার্য্যে শুধু মনুষ্যগণ পরিবেশন করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে নাই। দেবতারাও পরিবেশন কার্যে সমানভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বার-তের যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড স্থানেও যখন ভিক্ষুদের বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইল না—তখন ভিক্ষুগণ সকলেই স্ব-স্ব ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে উপবেশন করিযাছিলেন। পরিসমাপ্তি দিবসে মহাসত্ত্ব সকল ভিক্ষুর পাত্র ধৌত করাইয়া প্রত্যেক ভিক্ষুকে ত্রিচীবর সহ পাত্রপূর্ণ সর্পি, নবনীত, গুড ও মধু দান করিলেন। সঙ্ঘপ্রধানকে প্রদত্ত চীবরখানার মূল্য ছিল লক্ষ কর্ষাপণ।

শাস্তা দানানুমোদন প্রসঙ্গে 'এই মহাদানের ফল কিরূপ হইবে' সুদূর অনাগত পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিযা দেখিতে পাইলেন—দুই অসংখ্যেয ও এক লক্ষ কল্প পরে এই মহাপুরুষ জগতে গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিযা তিনি বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করতঃ ভবিষ্যৎবাণী করিলেন—সুদীর্ঘকাল পরে তুমি গৌতম নামক বুদ্ধ হইতে পারিবে। বোধিসত্ত্ব শাস্তার মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিযা ভাবিলেন—'আমি যদি বুদ্ধ হইব, তবে গৃহবাসে আমার প্রয়োজন কি?' অতএব তিনি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিযা বিপুল সম্পদ রাশি থুথুপিণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্বক শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইযা বুদ্ধবচন শিক্ষা ও অভিজ্ঞা সম্পদ উৎপাদন করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইযাছিলেন।

মঙ্গল বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল উত্তর নামক নগর, উত্তর নামক ক্ষত্রিয় পিতা ও তাঁহার মাতা ছিলেন উত্তরা। সুদেব ও ধর্মসেন নামক দুই অগ্রশ্রাবক, পালিত নামক উপস্থাপক এবং সীবলী ও অশোকা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল নাগেশ্বর বৃক্ষ এবং দেহের উচ্চতা ছিল অষ্টাশীতি হস্ত। নব্বই সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া তিনি পরিনির্বান লাভ করিলে একই সঙ্গে দশ সহস্র চক্রবাল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সমস্ত চক্রবাল ব্যাপী মানবের বুকফাটা ক্রন্দনের কলরোলে এক হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল।

সুমঙ্গল নামে বুদ্ধ কোণ্ডিণ্যের পরে
আবির্ভাব হয এই অবনী ভিতরে,
ধর্মের আলোকে তাঁর হইল উজ্জ্বল
অন্ধকার-মুক্ত হল এই মহীতল।

এইরূপে দশ সহস্র ভুবন অন্ধকার করিযা পরিনিবৃত সেই ভগবানের পর জগতে সুমন নামক শাস্তা উৎপন্ন হইযাছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন, কাঞ্চন পর্বতে

অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই সহস্র কোটি এবং তৃতীয় সম্মেলনে অশীতি সহস্র কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অতুল নামক মহা ঋদ্ধিমান ও প্রচুর ক্ষমতাশালী নাগরাজ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতে 'বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আত্মীয় স্বজনের সহিত নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষকোটি শ্রাবক পরিবৃত সেই ভগবানকে দিব্যতূর্যে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া প্রত্যেককে একজোড়া করিয়া চীবর সহ মহাদান যজ্ঞের প্রবর্তন করতঃ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই ভগবানও তাঁহাকে 'অনাগতকালে তুমি বুদ্ধ হইতে পারিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

সুমন বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল ক্ষেমা নামক নগরী, পিতা সুদত্ত নামক নরপতি ও মাতা ছিলেন শ্রীমা। শরণ ও ভাবিতত্ব নামক তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবক, উদেন নামক উপস্থাপক এবং শোনা ও উপশোনা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। নাগেশ্বর ছিল তাঁহার বোধিবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা নব্বই হস্ত এবং পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর। 13554

মঙ্গল বুদ্ধের পর সুমন নামেতে
বুদ্ধরূপে আবির্ভাব হয় এ জগতে,
সর্ববিদ্যা পারঙ্গম তুলনাবিহীন
সর্বজীব মাঝে শ্রেষ্ঠরূপে সমাসীন।

তাঁহার পর জগতে রেবত নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে অসংখ্য ভিক্ষু এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলন প্রত্যেকটিতে লক্ষ কোটি ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অতিদেব নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ শিরে সেই তথাগতের কলুষ-পরিক্ষীণের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে উত্তরাসঙ্গ চীবর-দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন।

ধন্যবতী নামক নগরী ভগবান রেবতের জন্মভূমি, বিপুল নামক ক্ষত্রিয় পিতা, বিপুলা নাম্নী মাতা, বরুণ ও ব্রহ্মদেব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সম্ভব নামক উপস্থাপক এবং ভদ্রা ও সুভদ্রা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। বোধিতরু নাগেশ্বর বৃক্ষ, তাঁহার দেহের উচ্চতা অশীতি হস্ত ও পরমায়ু ছিল ষাট হাজার বৎসর।

রেবত নামেতে বুদ্ধ সুমনের পরে
আবির্ভাব হন এই অবনী ভিতরে,

অসীম অতুল সেই জিন লোকোত্তর
যাঁহার প্রভায় বিশ্ব উজ্জ্বল ভাস্বর।

তাঁহার পরে জগতে শোভিত নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে শতকোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অজিত নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক শাস্তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে তুমি 'বুদ্ধ হইবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

ভগবান শোভিতের জন্মস্থান ছিল সুধর্ম নামক নগর। তাঁহার পিতার নাম সুধর্ম ও মাতার নাম সুধর্মা। অসম ও সুনেত্র নামক তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবক, অনোম নামক উপস্থাপক এবং নকুলা ও সুজাতা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। বোধিতরু নাগেশ্বর বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা আটান্ন হস্ত এবং তাঁহার পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর।

শোভিত নামেতে বুদ্ধ রেবতের পরে
আবির্ভাব হন আসি অবনী ভিতরে,
সুবিনীত চিত্ত যাঁর প্রশান্তি-মগন
তুলনা যাঁহার নাহি হেরে ত্রিভুবন।

তাঁহার পর এক অসংখ্যেয় কল্প অতিক্রান্ত হইলে একই কল্পের মধ্যে যথাক্রমে তিনজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন—অনোমদর্শী, পদুম ও নারদ। অনোমদর্শী বুদ্ধের তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে আট লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে সাত লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে ছয় লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বহু লক্ষ কোটি যক্ষের অধিপতি রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 'জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তথায় গমন করত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। সেই শাস্তাও তাঁহাকে 'তুমি বুদ্ধ হইবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবতী নামক নগরী ভগবান অনোমদর্শীর জন্মস্থান ছিল। যশবান নামক তাঁহার পিতা, যশোধরা নাম্নী মাতা, নিসভ ও অনোম নামক দুই অগ্রশ্রাবক, বরুণ নামক উপস্থাপক এবং সুন্দরী ও সুমনা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। অর্জুনবৃক্ষ তাঁহার বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা আটান্ন হস্ত এবং পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর।

শোভিত বুদ্ধের পরে বুদ্ধ নরোত্তম
নামেতে অনোমদর্শী যেবা অনুপম,
মণ্ডিত সতত রহে অনন্ত গৌরবে
জিনিবারে পারে হেন নাহি কেহ ভবে।

তাঁহার পরে জগতে পদুম নামক শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু দ্বিতীয় সম্মেলনে তিন লক্ষ ভিক্ষু এবং গভীর অরণ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে দুই লক্ষ বনবাসী ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবান পদুমের সেই গহন বনসণ্ডে অবস্থান-কালে সিংহজন্মধারী বোধিসত্ত্ব নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানাবিষ্ট শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বন্দনা ও চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতঃ অতুলনীয় প্রীতি ও পরমানন্দে তিনবার সিংহনাদ করিয়াছিল। অতঃপর সপ্তাহব্যাপী বুদ্ধানুস্মৃতিজনিত প্রীতি পরিত্যাগ না করিয়া—এমন কি আহারান্বেষণের কথাও বিস্মৃত হইয়া, জীবনের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিপুল আনন্দে বুদ্ধপূজা করিয়াছিল। সপ্তাহ-শেষে শাস্তা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করতঃ 'সিংহটি ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিও প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিবে' জানিতে পারিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের উপস্থিতি কামনা করিলে সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুগণ তথায় আগমন করিলেন। অতঃপর সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিও পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল। শাস্তা সিংহের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—'তুমি অনাগতে বুদ্ধ হইতে পারিবে।'

চম্পক নামক নগরী ভগবান পদুমের জন্মভূমি ছিল। তাঁহার পিতার নাম পদুম ও মাতার নাম ছিল অসমা। শাল ও উপশাল নামক তাঁহার দুই অগ্র-শ্রাবক, বরুণ নামক উপস্থাপক এবং রামা ও সুরামা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। শোণবৃক্ষ ছিল তাঁহার বোধিতরু, দেহের উচ্চতা আটান্ন হস্ত ও পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর।

অনোমদর্শীর পর পদুম নামেতে
অদ্বিতীয় বুদ্ধ জন্ম লভে এ জগতে।

তাঁহার পর জগতে নারদ নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই সহস্র কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে অশীতি সহস্রকোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ব ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি আয়ত্ব করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিয়া রক্তচন্দন দ্বারা পূজা নিবেদন করিয়াছিলেন।

ভগবান নারদের জন্মভূমি ছিল ধন্যবতী নামক নগরী। পিতা সুমেধ নামক ক্ষত্রিয়, অনোমা নাম্নী মাতা, ভদ্রশাল ও জিনমিত্র নামক দুই অগ্রশ্রাবক, বাশেষ্ট নামক উপস্থাপক এবং উত্তরা ও ফাল্গুনী নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। মহাশোণবৃক্ষ ছিল তাঁহার বোধিতরু, দেহের উচ্চতা অষ্টাশীতি হস্ত ও পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর।

পদুম বুদ্ধের পর হন আবির্ভাব
নারদ নামেতে বুদ্ধ উত্তম স্বভাব,
ধরাতলে নাহি মিলে যাঁহার তুলনা।
প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁহার নাহিক কোন জনা।

ভগবান নারদের পর অর্থাৎ—এখন হইতে লক্ষ কল্প পূর্বে এক কল্পের মধ্যে পদুমুত্তর নামক একজন মাত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু, বেভার পর্বতস্থ দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই সহস্র কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে অশীতি সহস্র কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ব জটিল নামক রাজপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে ত্রিচীবর দান দিয়াছিলেন। তিনিও বোধিসত্ত্বকে 'ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে' বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ভগবান পদুমুত্তরের সময়ে কোন প্রকার তীর্থিয় সম্প্রদায় (বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) ছিল না। দেব-মানব সকলেই বুদ্ধের শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মভূমি ছিল হংসবতী নামক নগরী। আনন্দ নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার পিতা, সুজাতা নাম্নী মাতা, দেবল ও সুজাত নামক তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবক, সুমন নামক উপস্থাপক এবং অমিতা ও অসমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। শালবৃক্ষ ছিল তাঁহার বোধিতরু, দৈহিক উচ্চতায় তিনি অষ্টাশী হস্ত এবং তাঁহার পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর।

পদুম-উত্তর বুদ্ধ নারদের পর
আবির্ভাব হন পুন অবনী ভিতর,
সর্বলোক-জেতা সেই জিন অবিচল
বারিধির তুল্য যাঁর প্রভাব মণ্ডল।

তাঁহার পরে ত্রিশ লক্ষ কল্প অতিক্রান্ত হইলে একই কল্পে যথাক্রমে সুমেধ ও

সুজাত নামক দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুমেধ বুদ্ধেরও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। সুদর্শন নগরে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে একশত কোটি ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বইকোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশীকোটি শ্রাবকের সমাগম হইয়াছিল।

তখন বোধিসত্ত্ব উত্তর নামক মানবরূপে জন্মলাভ করিয়া স্বীয় অশীতি কোটি পোঁতা ধন ব্যয়ে বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিয়া ধর্মশ্রবণ ও ত্রিশরণ গ্রহণ পূর্বক সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে 'ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে' বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

সুমেধ বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল সুদর্শন নামক নগর। সুদত্ত নামক রাজা পিতা, সুদত্তা নাম্নী মাতা, শরণ ও সর্বকাম নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সাগর নামক উপস্থাপক এবং রমা ও সুরমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। মহানীপ বৃক্ষ ছিল তাঁহার বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা অষ্টাশী হস্ত এবং পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর।

পদুমুত্তরের পর সুমেধ নায়ক
গুণে অদ্বিতীয় যিনি বিরল একক,
তুলনাবিহীন সেই মহামুনিবর
অশেষ সুখ্যাতি যাঁর ভুবন ভিতর।

তাঁহার পর জগতে সুজাত নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও ত্রিবিধ শ্রাবক সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে ষাট হাজার ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে পঞ্চাশ হাজার ও তৃতীয় সম্মেলনে চল্লিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব রাজচক্রবর্তীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধোৎপত্তির সংবাদে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করতঃ তাঁহার (কোষাগারস্থ) সপ্তবিধ রত্নাদি সহ চতুর্মহাদ্বীপের রাজত্ব বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিয়া স্বয়ং শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ বুদ্ধোৎপত্তির এই সুবর্ণ সুযোগ উপলব্ধি করিয়া চারি মহাদ্বীপব্যাপী সেই বিশাল সংঘারামে প্রত্যেকে সংঘসেবক সদৃশ যাবতীয় কর্ম সমাধান পূর্বক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নিত্যই মহাদান যজ্ঞের প্রবর্তন করিতেন। সেই শাস্তাও বোধিসত্ত্বকে 'বুদ্ধ হইতে পারিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

সুজাত বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল সুমঙ্গল নামক নগর। উগ্‌গত নামক রাজা তাঁহার পিতা, প্রভাবতী নাম্নী মাতা, সুদর্শন ও দেব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, নারদ নামক উপস্থাপক এবং নাগা ও নাগসমালা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা

ছিলেন। তাঁহাব বোধিতক ছিল মহাবেণু বৃক্ষ। অল্প ছিদ্রযুক্ত পত্র ও ঘন স্কন্ধবিশিষ্ট এই বৃক্ষেব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখাসমূহ ময়ুব-পঞ্জেব ন্যায় সুশোভিত হইত। সেই ভগবানেব দেহের উচ্চতা পঞ্চাশ হস্ত এবং পবমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর।

মণ্ডক কল্পেতে বুদ্ধ সুজাত বাখান
মহা অবয়বে যাঁব নাহিক সমান,
ধবায় না মিলে যাঁব অন্য সমতুল
সর্বদেহ দিব্য কান্তি পবিধি বিপুল।

তাঁহাব পব অর্থাৎ—এই হইতে আটাব শত কল্প পূর্বে একই কল্পেব মধ্যে যথাক্রমে প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্মদর্শী নামে তিনজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইযাছিলেন। প্রিয়দর্শী বুদ্ধেব ত্রিবিধ শ্রাবক-সম্মেলন হইযাছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষ কোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বেদত্রয়ে পাবদর্শী কশ্যপ নামক মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্তাব ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ কবতঃ ত্রিশবণ ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হইযা লক্ষ কোটি কর্ষাপণ ব্যয়ে এক সজ্ঘাবাম নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'এই হইতে আটাব শত কল্প পবে তুমি বুদ্ধ হইতে পাবিবে।'

ভগবান প্রিয়দর্শীর জন্মভূমি ছিল অনোম নামক নগব। সুদিন্ন নামক নবপতি তাঁহার পিতা, চন্দ্রা নাম্নী মাতা, পালিত ও সর্বদর্শী নামক দুই অগ্রশ্রাবক, শোভিত নামক উপস্থাপক এবং সুজাতা ও ধর্মদিন্না নাম্নী তাঁহাব দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতক ছিল প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, শবীবেব উচ্চতা আশী হস্ত ও পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসব।

সুজাতেব পবে আসে নাযক প্রধান
প্রিয়দর্শী নাম যাঁব জগতে বাখান,
অনন্ত গৌবব যাঁব তুলনাবিহীন
জ্ঞান লাগি হয় নাই কাহারো অধীন।

তাঁহাব পব জগতে অর্থদর্শী নামক শাস্তাব আবির্ভাব হইযাছিল। তাঁহাবও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে আটানব্বই লক্ষ শ্রাবক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনে প্রত্যেকটিতে অষ্টাশী লক্ষ করিয়া শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব সুষেণ নামক মহা ঋদ্ধিমান তাপস ছিলেন। তিনি দেবলোক হইতে মন্দাবব পুষ্পছত্র আনযনপূর্বক তদ্দ্বাবা ভগবানকে পূজা কবিয়াছিলেন। সেই শাস্তাও তাঁহাকে 'বুদ্ধ হইবে' বলিযা ভবিষ্যদ্বাণী করিযা-ছিলেন।

ভগবান অর্থদর্শীব জন্মস্থান ছিল শোভিত নামক নগব। সাগব নামক নবপতি পিতা, সুদর্শনা নাম্নী মাতা, শান্ত ও উপশান্ত নামক দুই অগ্রশ্রাবক, অভয় নামক উপস্থাপক এবং ধর্মা ও সুধর্মা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহাব বোধিতরু ছিল চম্পক বৃক্ষ, দেহেব উচ্চতা অশীতি হস্ত ও পবমাযু ছিল লক্ষ বৎসব। তাঁহাব শবীব-প্রভায চতুর্দিকে যোজন পবিমিত স্থান সর্বদাই উদ্ভাসিত থাকিত।

নবোত্তম অর্থদর্শী জন্মে সে সময
যাঁব প্রজ্ঞালোকে হয তমসা বিলয,
সম্যক সম্বোধি লভি সেই নবনাথ
অন্ধকাবে কবেছেন আলোক সম্পাত।

তাঁহাব পব জগতে ধর্মদর্শী নামক শাস্তা উৎপন্ন হইযাছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে এক কোটি শ্রাবক, দ্বিতীয় সম্মেলনে সত্তব কোটি ও তৃতীয সম্মেলনে আশী কোটি শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব স্বর্গবাজ্যে দেববাজ ইন্দ্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয কুসুম ও দিব্যতূর্যধ্বনি সহকাবে বুদ্ধকে পূজা নিবেদন কবিয়াছিলেন। সেই শাস্তাও তাঁহাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কবিয়াছিলেন।

ভগবান ধর্মদর্শীব জন্মস্থান ছিল শবণ নামক নগব। শবণ নামক নৃপতি পিতা, সুনন্দা নাম্নী মাতা, পদুম ও ফুস্সদেব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সুনেত্র নামক উপস্থাপক এবং ক্ষেমা ও সর্বনামা নাম্নী তাঁহাব দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহাব বোধিতরু ছিল রক্তকুববক বৃক্ষ। ইহা বিম্বিজালবৃক্ষ নামেও কথিত হয। দৈহিক উচ্চতায় তিনি অশীতি হস্ত ও তাঁহাব পবমাযু ছিল এক লক্ষ বৎসব।

সেই যুগে ধর্মদর্শী জন্মি অতঃপব
তমোময ত্রিভুবন কবেন ভাস্বব।

তাঁহাব পব অর্থাৎ এই হইতে চুবানব্বই কল্প পূর্বে এক কল্পেব মধ্যে সিদ্ধার্থ নামক একজন মাত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাবও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হইযাছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষ কোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব উগ্রতেজস্বী ও অভিজ্ঞা শক্তিসম্পন্ন মঙ্গল নামক তাপস ছিলেন। তিনি মহাজম্বু ফল আহরণ করিয়া তাহা বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। তাহা ভক্ষণ করিয়া দানানুমোদন প্রসঙ্গে তথাগত বোধিসত্ত্বকে এই কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন—'এখন হইতে চুরানব্বই কল্প পরে তুমি সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।'

সেই ভগবানের জন্মভূমি ছিল রেভার নামক নগর। জয়সেন নামক নরপতি তাঁহার পিতা, সুস্পর্শা নাম্নী মাতা, সম্বহুল ও সুমিত্র নামক দুই অগ্রশ্রাবক, রেবত নামক উপস্থাপক এবং সীবলী ও সুরমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। কর্ণিকার-পুষ্প বৃক্ষ তাঁহার বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা ষাট হস্ত ও পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর।

ধর্মদর্শী গত হলে সিদ্ধার্থ নামেতে
বুদ্ধরূপে আবির্ভাব হন এজগতে,
সমুজ্জ্বল সূর্যসম মহাতেজময়
অন্ধকার বিদূরিয়া হলেন উদয়।

তাঁহার পর অর্থাৎ এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে একই কল্পের মধ্যে তিষ্য ও ফুষ্য নামক দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান তিষ্যেরও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। তাঁহার প্রথম সম্মেলনে শত কোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বিপুল ঐশ্বর্যশালী ও মহান কীর্তিমান সুজাত নামক ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক প্রচুর ঋদ্ধিশক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন তিনি জগতে বুদ্ধোৎপত্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্দারব পুষ্প ও পারিজাত কুসুম আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা অন্তরীক্ষে পুষ্পবিতান রচনা ও চতুর্পরিষদে গমনশীল তথাগতকে পূজা নিবেদন করিয়া-ছিলেন। সেই শাস্তাও তাঁহাকে 'এখন হইতে বিরানব্বই কল্প পরে তুমি বুদ্ধ হইতে পারিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

তথাগত তিষ্যের জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নামক নগর। পিতা জনসন্ধ নামক ক্ষত্রিয়, পদুমা নাম্নী মাতা, ব্রহ্মদেব ও উদয় নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সম্ভব নামক উপস্থাপক এবং ফুস্সা ও সুদত্তা নাম্নী তাঁহার দুইজন অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। অশন বৃক্ষ তাঁহার বোধিতরু ছিল, দেহের উচ্চতা ষাট হস্ত এবং তাঁহার পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর।

সিদ্ধার্থের পরে আসে বুদ্ধ তিষ্য নামে
সর্বলোকমান্যরূপে এই ধরাধামে,
গৌরব প্রভাব যাঁর অসীম অপার
জগত-নায়ক সেই সর্বগুণাধার।

তাঁহার পরে ধরাধামে ফুষ্য নামক শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে ষাট লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে পঞ্চাশ লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে বত্রিশ লক্ষ ভিক্ষু সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব বিজিতাবী নামক ক্ষত্রিয় নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশাল রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্বক শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ জনগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই জন্মে শীলপারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। ফুষ্য বুদ্ধও তাঁহার সম্বোধি লাভের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কাশী নামক নগরী ভগবান ফুষ্যের জন্মভূমি ছিল। জয়সেন নামক নরপতি তাঁহার পিতা, শ্রীমা নাম্নী মাতা, সুরক্ষিত ও ধর্মসেন নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সভিয নামক উপস্থাপক এবং চালা ও উপচালা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল আমলকী বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা আটান্ন হস্ত ও পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর।

তিষ্য বুদ্ধ গত হলে ফুষ্য আবির্ভাব
সর্বলোক-শাস্তা যাঁর অতুল প্রভাব,
অদ্বিতীয় লোকগুরু একক বিরল
যাঁহার সমান নাহি হেরে ভূমণ্ডল।

তাঁহার পর এই হইতে একানব্বই কল্প পূর্বে জগতে বিপশ্বিৎ নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। প্রথম সম্মেলনে আটষট্টি লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে এক লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব অতুল নামক মহা ঋদ্ধিমান ও প্রবল ক্ষমতাশালী নাগরাজ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাগতকে সপ্তরত্নখচিত স্বর্ণময় আসন দান করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে 'এখন হইতে একানব্বই কল্প পরে তুমি বুদ্ধ হইবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

বিপশ্বিৎ বুদ্ধের জন্মভূমি ছিল বন্ধুমতী নামক নগরী। বন্ধুমান নামক নরপতি তাঁহার পিতা, বন্ধুমতী নাম্নী মাতা, খণ্ড ও তিষ্য নামক দুই অগ্রশ্রাবক, অশোক নামক উপস্থাপক এবং চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল পাটলী বৃক্ষ, শরীরের উচ্চতা আশী হস্ত এবং আশী হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল। তাঁহার দেহের জ্যোতিঃতে সপ্ত যোজন পরিমিত স্থান সর্বদাই আলোকিত থাকিত।

সম্যক সম্বুদ্ধ ফুষ্য পুরুষ-উত্তম
গত হলে বিপশ্চিৎ লভেন জনম,
দূরদর্শী প্রভাব যাঁহার সদা খ্যাত
অনাগত অতীত সহজে যেবা জ্ঞাত।

তাঁহার পর এই হইতে একত্রিশ কল্প পূর্বে জগতে যথাক্রমে শিখী ও বিশ্বভূ নামক দুইজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শিখী বুদ্ধেরও তিনটি শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে এক লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে আশী হাজার ও তৃতীয় সম্মেলনে সত্তর হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামক নরপতিরূপে জন্মধারণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে ত্রিচীবরাদি সহ মহাদান দিয়াছিলেন এবং সপ্তরত্নমণ্ডিত হস্তীরত্ন ও ভিক্ষুদের ব্যবহার্য্য বহুবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। শিখী বুদ্ধও তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—'এখন হইতে ত্রিশ কল্প পরে তুমি সম্বোধি লাভ করিবে।'

অরুণবতী নামক নগরী সেই ভগবানের জন্মস্থান ছিল। অরুণ নামক ক্ষত্রিয় পিতা, প্রভাবতী নাম্নী মাতা, অভিভূ ও সম্ভব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, ক্ষেমাঙ্কর নামক উপস্থাপক এবং মখিলা ও পদুমা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। পুণ্ডরিক বৃক্ষ ছিল তাঁহার বোধিতরু, দেহের উচ্চতা সপ্তত্রিংশ হস্ত ও পরমায়ু ছিল সাইত্রিশ সহস্র বৎসর। তাঁহার শরীরের জ্যোতিঃ তিন যোজন স্থানে আলো বিতরণ করিত।

বিপশ্চিৎ গত হলে বুদ্ধ শিখী নামে
অদ্বিতীয় জিনরূপে আসে ধরাধামে।

তাঁহার পর জগতে বিশ্বভূ নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও ত্রিবিধ শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম সম্মেলনে আশী লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে সত্তর লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে ষাট লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব সুদর্শন নামক নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে চীবরাদি সহ মহাদান দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। বিবিধ

সদাচার গুণমণ্ডিত হইয়া তিনি চিত্রদর্শনজনিত প্রীতি লাভের ন্যায় বুদ্ধরত্নের প্রতি সর্বদাই সুপ্রসন্ন থাকিতেন। সেই শাস্তাও তাঁহাকে 'এখন হইতে একত্রিশ কল্প পরে তুমি বুদ্ধত্ব লাভ করিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

ভগবান বিশ্বভূর জন্মস্থান ছিল অনোপম নামক নগর। সুপ্রতীত নামক ভূপতি পিতা যশবতী নাম্নী মাতা, শোণ এবং উত্তরা নামক দুই অগ্রশ্রাবক, উপসম্পন্ন নামক উপস্থাপক এবং দামা ও সমালা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিবৃক্ষ ছিল শালতরু, দেহের উচ্চতা ষাট হস্ত ও ষাট হাজার বৎসর তাঁহার পরমায়ু ছিল।

শিখী বুদ্ধ গত হলে আসে অতঃপর
বিশ্বভূ নামেতে বুদ্ধ অবনী ভিতর,
কোথাও নাহিক আর যাঁহার সমান
সর্বলোক-জয়ী যেবা নায়ক প্রধান।

তাঁহার পর এই ভদ্রকল্পেই যথাক্রমে চারিজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ককুসন্ধ, কোনাগমন, কশ্যপ ও আমাদের গৌতম বুদ্ধ। ভগবান ককুসন্ধের একটি মাত্র শ্রাবক সম্মেলন ছিল। তথায় চল্লিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব ক্ষেম নামক নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে পাত্রচীবর এবং অঞ্জন-ভৈষজ্যাদি সহ প্রচুর দান দিয়া শাস্তার মুখনিঃসৃত ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

ভগবান ককুসন্ধের জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নামক নগর। পিতা অগ্নিদত্ত নামক ব্রাহ্মণ, মাতা বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী, বিধুর ও সঞ্জীব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, বুদ্ধিজ নামক উপস্থাপক এবং শ্যামা ও চম্পকা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল মহাশিরীশ বৃক্ষ, শরীরের উচ্চতা চল্লিশ হস্ত ও পরমায়ু ছিল চল্লিশ হাজার বৎসর।

বিশ্বভূর পরে হয় ককুসন্ধ নামে
বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ এই ধরাধামে,
অতুল প্রভাব যাঁর সেই নরোত্তম
গুণ যাঁর কেহ নাহি করে অতিক্রম।

তাঁহার পর জগতে কোনাগমন নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র শ্রাবক-সম্মেলন ছিল। তথায় ত্রিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব পর্বত নামক নরপতিরূপে জন্মধারণ করিয়া অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া শাস্তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মহাদান যজ্ঞের প্রবর্তন

করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে রেশমী বস্ত্র, চীনাংশুক, কৌশেয়, কম্বল ও সুবর্ণ-জরীনির্মিত বস্ত্রাদি দান দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

সেই ভগবানের জন্মস্থান ছিল শোভাবতী নামক নগরী। যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা, মাতা ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী, ভিয়োসো ও উত্তর নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সোত্থিজ নামক উপস্থাপক এবং সমুদ্রা ও উত্তরা নাম্নী তাঁহার দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল উদুম্বর বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ত্রিশ হস্ত ও তাঁহার আয়ুষ্কাল ছিল হাজার বৎসর।

ককুসন্ধ গত হলে জন্মে অতঃপর
নামেতে কোনাগমন বুদ্ধ লোকোত্তর,
ভুবন-নায়ক সেই পুরুষ প্রধান
অতুল প্রভাব যাঁর অদ্বিতীয় স্থান।

তাঁহার পর জগতে কশ্যপ নামক শাস্তা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও একটি মাত্র শ্রাবক-সম্মেলন হইয়াছিল। তাহাতে বিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব ত্রিবেদজ্ঞ জ্যোতিপাল নামক মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরণীতলে ও ঊর্দ্ধগগনে সর্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঘটপ্রস্তুতকারক জনৈক কুম্ভকারের সহিত তখন তাঁহার গভীর মিত্রতা ছিল। তিনি একদিন সেই কুম্ভকার বন্ধুর সহিত শাস্তার নিকট গমন করতঃ ধর্মকথা শ্রবণের পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্বক দৃঢ় বীর্য সহকারে ত্রিপিটক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সদাচার গুণে বুদ্ধশাসনকে শোভিত করিয়াছিলেন। সেই শাস্তাও তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

কশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল বারাণসী নামক নগরী। ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা, ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী মাতা, তিষ্য ও ভারদ্বাজ নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সর্বমিত্র নামক উপস্থাপক এবং অতুলা ও উরুবেলা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁহার বোধিতরু ছিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা বিশ হস্ত ও পরমায়ু ছিল বিশ হাজার বৎসর। *

* পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জাতক-নিদানে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে কিছু কিছু রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা। দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধের মতেও তৎপ্রবর্ত্তিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ এই ধর্মমত বিজ্ঞব্যক্তিগণেরই বোধগম্য। সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট সেই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বসমূহ একেবারেই অর্থহীন এবং নীরস। সম্ভবতঃ এইসব কাহিনীর মাধ্যমে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানব সমাজকে সেই নীরস অথচ নৈর্বাণিক ধর্ম তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

কোনাগমনের পর কশ্যপ নামেতে
বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এ জগতে,
জ্ঞানের আলোক যাঁর সতত ভাস্বর
ধর্মরাজ রূপে যেবা খ্যাত ধরাপর।

যেই কল্পে মহামানব দীপঙ্কর বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেই কল্পে অপর আরো তিন জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রতি তাঁহাদের কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী নাই, তদ্ধেতু তাঁহাদের বিষয় এখানে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু অর্থকথায় সকল বুদ্ধের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে :—

তহ্নঙ্কর মেধঙ্কর আদি বুদ্ধ নাম
কৌণ্ডিণ্য শরণঙ্কর জ্ঞান-গুণ-ধাম,
বুদ্ধ দীপঙ্কর আর সুমন, মঙ্গল,
রেবত, সুমন ঋষি খ্যাত ধরাতল।
পদুম, অনোমদর্শী, নারদ রাখান
সুমেধ, পদুমুত্তর বুদ্ধ ভগবান,
লোকনাথ, প্রিয়দর্শী, সম্বুদ্ধ সুজাত,
অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী ধরাধামে খ্যাত
নায়ক, সিদ্ধার্থ, আর তিষ্য, ফুষ্য নামে
আর শিখী, বিপশ্চিৎ আসে ধরাধামে।
বিশ্বভূ, কোনাগমন, ককুসন্ধ আর
কশ্যপ নায়ক হয় জগতে আবার।
এই সব সম্যক সম্বুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক
হবে যত অন্ধকার মুছে পাপ-পঙ্ক,
দিবাকর সম জ্যোতি করি বিকিরণ,
শিষ্য সহ অস্তলোকে করেন গমন।

তথায় আমাদের বোধিসত্ত্ব দীপঙ্করাদি চব্বিশ জন বুদ্ধের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। চারি অসংখ্যেয় ও এক লক্ষ কল্পের মধ্যে কশ্যপ বুদ্ধের ঠিক পরে এই সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই। দীপঙ্করাদি চব্বিশজন বুদ্ধের নিকট প্রাপ্ত সেই সব ভবিষ্যৎ-বাণী অনুসারে—যেহেতু বোধিসত্ত্বগণ এই অষ্ট গুণের অধিকারী—

মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব, শাস্তাদরশন,
প্রব্রজ্যা, অর্হত্ব লাভ হেতুরূপ ধন,

ঋদ্ধিবল—অধিকার, ছন্দ সমাবেশ,
জীবন উৎসর্গ যাঁর বুদ্ধের উদ্দেশ
এই অষ্ট গুণ যেবা করে অধিগম,
সার্থক প্রার্থনা তাঁর সফল জনম।

বোধিসত্ত্ব সুমেধ এই অষ্টবিধ যোগ্যতার অধিকারী হইয়া দীপঙ্কর বুদ্ধের পদমূলেপ্রার্থনা করিয়া 'আমি সকল দিক্ হইতে বুদ্ধ হইবার গুণরাশি আহরণ করিব' এইরূপ বিপুল উৎসাহে বুদ্ধকারক ধর্ম চয়নকরিতে করিতে তিনি প্রথমেই দানপারমী দেখিতে পাইলেন। এইভাবে দানাদি পারমী সমূহ সঞ্চয়ন ও পূর্ণ করিয়া বিশ্বন্তর জন্মে অবতীর্ণ হইলেন। এই সুদীর্ঘ চলার পথে সঞ্চরণশীল বুদ্ধত্ব প্রার্থনাকারী বোধিসত্ত্বদের সুফল এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবে যে মানব
সর্বগুণাধার সেই পূর্ণ অবয়ব,
যুগ যুগ জন্ম লভি সেই মহাজন
পরিক্রমা করে পথ অসংখ্য যোজন,
না হেরে নিরয় কভু কিংবা শূন্যমাঝ
কোন কালে সেই নর করে না বিরাজ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনটনে নহে বিচলিত—
ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে জন্ম না লভে ক্বচিৎ।
যদিও মনুষ্যরূপে জনমে সে জন
জন্মান্ধ বধির মূক না হয় কখন,
নারী নপুংসক কিম্বা ক্লীব যেই নর
বুদ্ধ-পদ নাহি লভে এই মর্ত্যপর।
পঞ্চ গুরুপাপ-মুক্ত পুরুষ-উত্তম
কর্মফল-ভাবনায় যেবা পারঙ্গম,
মিথ্যাদৃষ্টি যাঁহারে নাহিক করে বশ
সত্য-অনুরাগে চিত্ত নিয়ত সরস।
যদিও বা জন্ম কভু সুরধামে লভে
ভাবনাবিহীন চিত্ত কভু নাহি হবে;
জন্মচক্র-আবর্তনে নাহিক বন্ধন
সদা মুক্ত চিত্ত তাঁর ভাবনা-প্রবণ,

জন্মান্তব-চক্র হতে মুক্তিব লাগিয়া
চবম নৈষ্ক্রম্য মার্গে বহেন জাগিয়া,
পূর্ণ কবি সর্ববিধ পারমী সাধন
লোকহিতে সতত কবেন বিচবণ।

পরমার্থ পারমী

এবম্বিধ সুফল সম্বন্ধে পবিপূর্ণ অবহিত থাকিযা পাবমীগুণ সঞ্চয়নে তাঁহাব সেই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী অভিযানেব মধ্যে দানপাবমী পবিপূবণার্থে তিনি যাহা কবিয়াছেন তাহাব তুলনা নাই। যেমন—অকীর্তি ব্রাহ্মণকালে, শঙ্খ ব্রাহ্মণকালে, তদ্রূপ ধনঞ্জয বাজ, মহাসুদর্শন, মহাগোবিন্দ, নিমিবাজা, চন্দ্রকুমাব, বিসয়্হ শ্রেষ্ঠী, শিবিবাজা ও বিশ্বন্তব জন্মে তিনি দানেব যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন কবিয়াছেন—তাহাব পবিমাপ ঠিক কবা সম্ভব নয়। শশপণ্ডিত জাতকে বলা হইয়াছে—

কভু যদি কেহ আসে আহাব কাবণ,
নিজ দেহ তাহাবে কবিনু সমর্পণ,
দানে কাবো কাছে নাহি মানি পবাজয়
এহেন পূর্ণতা মোর হয়েছে উদয।

এই প্রকাবে বিভিন্ন জন্মে বহুবাব আত্মদানেব দ্বাবা তিনি দানেব পরমার্থ পারমী পূর্ণ কবিয়াছিলেন।

তদ্রূপ শীলবান, চম্পেয়্য ও ভূবিদত্ত নাগবাজরূপে এবং ছদ্দন্ত হস্তী ও জয়দ্দিশ বাজপুত্র অলীন শত্রুকুমার কালে শীলপাবমী পবিপূবণার্থে তিনি যে যন্ত্রণা সহ্য কবিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। শঙ্খপাল জাতকে বলা হইয়াছে ঃ—

শীলগুণে ছিল মম এরূপ দৃঢ়তা
কোনও কাবণে যাব কবিনি অন্যথা
ভোজেব তনয় মোবে বিঁধিযাছে শূলে
ক্রোধপববশ তবু হই নাই ভুলে।

এই প্রকাবে তিনি মৃত্যুসম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শীল সাধনাব পরমার্থপারমী পূর্ণ কবিযাছিলেন।

তদ্রূপ সৌমনস্য কুমাব, হস্তীপাল কুমার ও অয়োঘব পণ্ডিতকালে বিশাল বাজত্ব পবিত্যাগ পূর্বক নৈষ্ক্রম্য পাবমী পবিপূরণার্থে তিনি ত্যাগেব যে

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। চূল স্তুতসোম জাতকে বলা হইয়াছে—

নিষ্ঠীবন সম রাজ্য করিয়াছি ত্যাগ
চিত্তে মোর জেগেছিল এহেন বিরাগ।

এইরূপে তিনি জন্ম জন্মান্তরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বহুবার রাজ্যত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিয়াছেন।

তদ্রূপ বিধুরপণ্ডিত, কুদ্দাল পণ্ডিত, অরক পণ্ডিত বোধিপরিব্রাজক ও মহৌষধ পণ্ডিতরূপে প্রজ্ঞা পারমী পরিপূরণের জন্য যাহা করিয়াছেন জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। শত্রুভস্ত জাতকে সেন পণ্ডিত জন্মে উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণে করেছি আমি পার,
জ্ঞানে মোর সমতুল নাহি কেহ আর,
এহেন পূর্ণতা জ্ঞানে করেছি সাধন
মোর কাছে মুক্তিপথ লভেছে ব্রাহ্মণ।

ভস্ত্রাপ্রবিষ্ট সর্প দেখাইয়া যেমন তিনি প্রজ্ঞার পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ বীর্যপারমী ইত্যাদিও পরিপূরণার্থ যাহা করিয়াছেন—তাহার তুলনা নাই। মহাজনক জাতকে বলা হইয়াছে—

তীর হতে বহু দূরে মহাসিন্ধু জলে
হেরে সব যাত্রী গেছে মৃত্যুর কবলে
তবুও অনন্যচিত্ত চলেছি একাই
এক লক্ষ্যপথ মোর, অন্য চিন্তা নাই।

এইরূপে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বীর্যের পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্ষান্তিবাদী জাতকে বলা হইয়াছে—

প্রাণহীন জড় সম এদেহে আমার
কাশীরাজ কুঠার হেনেছে বার বার,
তবু তাঁর প্রতি আমি করি নাই ক্রোধ
হেন অবিচল মোর ছিল ক্ষান্তি বোধ।

এইরূপে তিনি চৈতন্যহীন জড় পদার্থবৎ মহাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া ক্ষান্তির পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহাস্তুতসোম জাতকে বলা হইয়াছে :—

শত যোদ্ধা মৃত্যু হতে করিয়াছি ত্রাণ
সত্যরক্ষা করিয়াছি দিয়া নিজ প্রাণ।

এইরূপে তিনি জীবনের বিনিময়ে সত্যরক্ষা করিয়া সত্যের পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিয়াছেন—

মূগপক্ষ জাতকে বলা হইয়াছে :—

কবি নাই অবহেলা জনক জননী,
যশ-খ্যাতি নিন্দনীয় কভু নাহি গণি,
শ্রেয়রূপে সম্যক্ সম্বোধি আমি মানি
বোধিলাভ চরম কর্তব্য বলে জানি।

এইরূপে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া তিনি ব্রত অধিষ্ঠানের দ্বারা পরমার্থ অধিষ্ঠান পারমী পূর্ণ করিয়াছেন।

একরাজ জাতকে উক্ত হইয়াছে :—

কাহারেও নাহি ডরি নাহি কারো ত্রাস
সর্বজীবে করুণা বিলাতে শুধু আশ।

এইরূপে তিনি জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সকলের প্রতি মৈত্রী-পরায়ণ থাকিয়া মৈত্রীর পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিয়াছেন।

লোমহংস জাতকে বলা হইয়াছে :—

করেছি শ্মশান শয্যা, শিথান কঙ্কাল,
উপহাস করিয়াছে গ্রামের রাখাল,
তবু আমি নির্বিকার ছিনু সর্বক্ষণ
বিচলিত কিছুতে হয়নি মম মন।

এইরূপে গ্রাম্য বালকগণ কর্তৃক তাঁহার দেহে মল মূত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে অথবা সুগন্ধ পুষ্প মাল্যাদি বর্ষিত হইলেও সুখে কিংবা দুঃখে তিনি উপেক্ষা (মধ্যস্থ) ভাবের ব্যতিক্রম না করিয়া পরমার্থ পারমী পূর্ণ করিয়াছেন।

এই গল্প সমূহ এখানে সংক্ষিপ্তভাবেই দেওয়া হইয়াছে। গল্পগুলি 'চরিয় পিটক' হইতে বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য। এইরূপে তিনি পারমী পূর্ণ করিতে করিতে বিশ্বান্তর জন্মে উপনীত হইয়া :—

নিঃসংজ্ঞ নির্বেদ এই বসুমতী বটে,
সুখে দুঃখে যাহার বিকার নাহি ঘটে,
হেন পৃথ্বী সপ্তবার হয়েছে কম্পন
মম মহাদান তেজে হয় আলোড়ন।

এইরূপে মহাপৃথিবী-কম্পনকারী পুণ্যকর্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া বোধিসত্ত্ব আয়ুশেষে তথা হইতে বিদায় লইয়া তুষিতস্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে বুদ্ধত্ব প্রার্থনার পর হইতে তুষিত স্বর্গে উৎপত্তি পর্যন্ত এই বিস্তৃত ঘটনাবলী দূর-নিদান নামে পরিচিত।

———

অবিদূর-নিদান

মহামায়ার স্বপ্ন

বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিবার সময়েই পৃথিবীতে "বুদ্ধ-কোলাহল" দেখা দিয়াছিল। সাধারণতঃ জগতে তিন প্রকারের কোলাহল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কল্প-কোলাহল, বুদ্ধ-কোলাহল ও চক্রবর্তী-কোলাহল। রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিত অতীব বিকৃত বেশধারী লোকব্যূহ নামক কামাবচর দেবগণ নগ্নশিরে আলুলায়িতকেশে মনুষ্যপথে বিচরণশীল ও রোরুদ্যমান অবস্থায় উভয় হস্তে অশ্রু মোচন করিতে করিতে জগতে ঘোষণা করে যে—'লক্ষবর্ষ পরে কল্প সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ এই হইতে এক লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নব কল্পের সৃষ্টি হইবে। অতএব এই জগৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মহাসমুদ্র শুকাইয়া যাইবে এবং পর্বতরাজ সুমেরু সহ মহাপৃথিবী দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ব্রহ্মলোক অবধি সব সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, সকলে মৈত্রী ভাবনা কর করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা কর এবং মাতাপিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা কর।' ইহাকে বলা হয় কল্পকোলাহল।

'এই হইতে সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে জগতে সর্বজ্ঞবুদ্ধের আবির্ভাব হইবে' লোকপাল দেবগণ ইহা অবগত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে ঘোষণা করে যে—'এই হইতে সহস্র বৎসর পর জগতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন' ইহাকে বুদ্ধ-কোলাহল বলা হয়।

'শতবর্ষ পর জগতে চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হইবেন' দেবগণ মনুষ্যলোকে বিচরণ করিতে করিতে এই সংবাদ ঘোষণা করে যে—'বন্ধুগণ, এই হইতে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে জগতে চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হইবেন।' ইহাকে চক্রবর্তী-কোলাহল বলা হয়।

এই ত্রিবিধ কোলাহল জগতের বৃহত্তর কোলাহল নামেই অভিহিত। তন্মধ্যে বুদ্ধ-কোলাহলের শব্দ শ্রবণ করিয়া দশ সহস্র চক্রবালের সকল দেবতা একস্থানে সম্মিলিত হইয়া 'অমুক সত্ত্ব বুদ্ধ হইবেন' জানিতে পারিয়া সকলে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া আযাচন করেন। দেবগণের আযাচন কালে পূর্বনিমিত্ত সমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন চতুর্মহারাজিক-শক্র-সুযাম-তুষিত-পরনির্মিত-বশবর্তী ও মহাব্রহ্মা সহ সমস্ত চক্রবালের দেবগণ এক চক্রবালে সম্মিলিত হইয়া তুষিতভবনে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন যে "বন্ধু, তুমি যে দশপারমী পূর্ণ করিয়াছ, তাহা শক্রসম্পদ, মারসম্পদ, ব্রহ্মসম্পদ কিম্বা চক্রবর্তী-

সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় পূর্ণ কর নাই। বিশ্বমুক্তির উদ্দেশ্যে সর্বজ্ঞতা প্রার্থনা করিয়াই পূর্ণ করিয়াছ। হে বন্ধু, বুদ্ধত্ব লাভের কাল এখন সমাগত এবং বুদ্ধত্বের সময় আজ তোমার নিকটবর্তী।'

অতঃপর মহাসত্ত্ব দেবগণকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বেই যথাক্রমে **কাল-দ্বীপ-দেশ-কুল** এবং জননীর **আয়ুষ্কাল** ইত্যাদি এই পঞ্চবিধ মহাবিলোকন অবলোকন করিলেন। তন্মধ্যে ইহা বুদ্ধ হইবার উপযুক্ত কাল কিনা, নাকি অকাল—এই ভাবিয়া প্রথমেই কাল অবলোকন করিলেন। তথায় মানুষের লক্ষ বছরের অধিক আয়ুকালকে যথার্থ কাল বলা যায় না। যেহেতু তখন প্রাণিগণের চিত্তে জন্মজরা-মৃত্যু ইত্যাদি অনিত্য বিষয়ে প্রতীতি জন্মে না। অথচ বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা কদাপি ত্রিলক্ষণমুক্ত হয় না। তাহাদিগকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে থাকিলে তাহারা এই সব কি বলিতেছেন—ভাবিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া কিম্বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য বলিয়াও মনে করে না। ফলে তখন মানুষের পক্ষে ধর্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তাহার অভাবে বুদ্ধশাসন নৈর্বানিক হয় না। তদ্ধেতু ইহা বুদ্ধোৎপত্তির পক্ষে অকাল বলা হইয়াছে।

শতবর্ষের কম আয়ুষ্কালও বুদ্ধাবির্ভাবের উপযুক্ত কাল নয়। যেহেতু, তখন প্রাণিগণ অত্যধিক কলুষপরায়ণ থাকে। সেই কলুষিত সত্ত্বদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশ কোন ফলপ্রসূ হয় না। জলোপরি অঙ্কিত রেখার মতই তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যায়। তদ্ধেতু তাহাও অকাল বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ লক্ষ বর্ষ হইতে নিম্ন এবং শতবর্ষ হইতে ঊর্ধ আয়ুকালকেই যথার্থ কাল বলা হয়। তখন মানবের আয়ুষ্কাল শতবর্ষ ছিল। অতএব সেই মহানপুরুষ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আবির্ভাবের সময় হইয়াছে।

অতঃপর তিনি দ্বীপ অবলোকন মানসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপ অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে একমাত্র জম্বুদ্বীপেই বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অন্য তিন দ্বীপে বুদ্ধের আবির্ভাব নাই। তৎপর তিনি দশ হাজার যোজন বিস্তৃত বিশাল জম্বুদ্বীপের কোন্ প্রদেশে বুদ্ধ উৎপন্ন হন, স্থান অবলোকন করিয়া মধ্যমদেশ দেখিতে পাইলেন।

মধ্যমদেশের সীমা—পূর্বদিকে কজঙ্গল নামক নগর, তার অপরদিকে মহাশাল, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, পূর্ব-দক্ষিণ (কোণে) দিকে সললবতী নদী, তার অপরদিকে প্রত্যন্ত জনপদ, দক্ষিণদিকে শ্বেতকর্ণিকা নামক নগরী, তৎপর

প্রত্যন্ত জনপদ ; পশ্চিমদিকে থুন নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম, তৎপব প্রত্যন্ত জনপদ, উত্তবদিকে উসীবধ্বজ নামক পর্বত, তৎপর প্রত্যন্ত জনপদ। উপবি বর্ণিত সীমাব মধ্যভাগেব স্থানটি মধ্যমদেশ নামে অভিহিত। বিনযপিটকে উল্লিখিত এই মধ্যমদেশ দৈর্ঘে তিনশত যোজন, বিস্তাবে আডাইশত যোজন এবং ইহাব পবিধি নযশত যোজন। এই প্রদেশে বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, চক্রবর্তী বাজা এবং অন্যান্য মহাক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয-ব্রাহ্মণ-গৃহপতি ও মহাশ্রেষ্ঠিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাব বর্তমান নাম কপিলবাস্তু নগব। 'আমাব তথায উৎপন্ন হওয়া উচিত' বোধিসত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিলেন।

অতঃপব তিনি কুল অবলোকন কবিতে কবিতে দেখিতে পাইলেন যে "বুদ্ধগণ কদাপি বৈশ্য কিম্বা শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ কবেন না। বিশ্ববিশ্রুত ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ এই দুই কুলেই জন্মগ্রহণ কবিয়া থাকেন। বর্তমান জগতে ক্ষত্রিয কুলই শ্রেষ্ঠ। সুতবাং তথায় জন্মগ্রহণ কবিব। শুদ্ধোদন নামক নবপতি আমাব পিতা হইবেন।"

তাবপব জনয়িত্রী পর্যবেক্ষণ কবিতে কবিতে দেখিলেন—'বুদ্ধমাতা কখনও লোভী, চবিত্রহীনা এবং মদ্যপাযিনী হন না। তাঁহাবা লক্ষ কল্পাবধি পাবমীপূর্ণ এবং জন্মাবধি অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল বক্ষা কবেন। মহামাযা নাম্নী দেবী এতাদৃশী নাবী। অতএব তিনিই আমাব জননী হইবেন।'

তাঁহাব আযুষ্কাল আব কতদিন অবশিষ্ট আছে—অবলোকন কবিযা দশমাস একসপ্তাহ মাত্র দেখিতে পাইলেন। এইভাবে পঞ্চ মহাবিলোকন অবলোকন কবিযা দেবগণেব প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিযা বলিলেন—"বন্ধুগণ, প্রকৃতই আমাব বুদ্ধ হইবাব সময আসন্ন। এখন তোমবা যাইতে পাব।" এই প্রকাবে দেবগণকে বিদায দিযা স্বযং তুষিত-দেবগণ কর্তৃক পবিবৃত হইয়া নন্দনবনে প্রবেশ কবিলেন। সব দেবলোকেই নন্দনবন আছে। দেবগণ তথায় তাঁহাকে "এখান হইতে চ্যুত হইয়া সুগতিতে যাও" এই বলিযা পূর্বকৃত কুশলকর্ম সমূহ স্মবণ করাইযা দিতে লাগিল। তিনি কুশলস্মারক দেবগণ কর্তৃক পবিবৃত হইয়া এইভাবে বিচরণ কবিতে কবিতে তথা হইতে চ্যুত হইযা মহামায়া দেবীব গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ কবিলেন। ইহাব বিস্তারিত আনুপূর্বিক বিববণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সেদিন কপিলবাস্তু নগবে আষাঢ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। অন্তবীক্ষে আষাঢ-নক্ষত্র বিবাজমান। সমস্ত নাগবিক নক্ষত্র-ক্রীডায় মত্ত। এই

উপলক্ষে মহামায়া দেবী পূর্ণিমার সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই মাদকজাত দ্রব্যাদি ভোজনে বিরত থাকিয়া বিবিধ সুগন্ধমাল্য ও বিচিত্র বিভূতি সম্পন্ন সেই রাজকীয় নক্ষত্রক্রীড়া উপভোগ করিতে করিতে সপ্তম দিবসের প্রত্যূষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া সুবাসিত জলধারায় অবগাহনান্তে চারিলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক মহাদান যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। অতঃপর সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা দেবী উত্তম ভোজন গ্রহণ করিয়া উপোসথ ব্রত অধিষ্ঠান পূর্বক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পালঙ্কোপরি নিদ্রিতা হইলেন। নিদ্রিতাবস্থায় দেবী রাত্রিতে এই স্বপ্ন দেখিলেন :—

চারিজন দিকপাল মহারাজা পালঙ্ক সহ দেবীকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া হিমালয়ের ষাট যোজন বিস্তৃত এক সমতল ভূমির উপর সপ্তযোজন উচ্চ এক মহাশালবৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় তাঁহারা একপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহাদের মহিষীগণ আগমন করিয়া দেবীকে পরিশুদ্ধও প্রসাধিত করার উদ্দেশ্যে অনবতপ্ত হ্রদে অবগাহন করাইয়া স্বর্গীয় বসন-ভূষণ, মাল্য-গন্ধ ও অনুলেপনে সমলঙ্কৃত করিলেন। তাহার অনতিদূরে একটি রজতপর্বত শোভা পাইতেছিল। সেই পর্বতোপরি এক সুবর্ণপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল। চারিদিকপাল রাজা সেই প্রাসাদ-মধ্যে পূর্বশীর্ষ এক দিব্যশয্যায় দেবীকে শয়ন করাইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব এক দিব্য ধবল হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া অদূরে এক স্বর্ণময় পর্বতে বিচরণ করিতে করিতে তথা হইতে অবতরণ করিলেন এবং পুন রজত-পর্বতে আরোহণ করিয়া উত্তরদিক হইতে আগমন করতঃ রজতশুভ্র শোণ্ডে একটি শ্বেত পদ্ম গ্রহণ করিলেন। তারপর মহাক্রৌঞ্চনাদে কণকপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তিনবার মাতৃশয্যা প্রদক্ষিণান্তে দক্ষিণ-পার্শ্ব ভেদ করিয়া কুক্ষি-প্রবেশের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই প্রকারে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রযোগে পূর্ণিমা তিথিতে বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষ সময়ে সুপ্তোত্থিতা দেবী সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলেন। তখন রাজা চৌষট্টিজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করাইয়া লাজ-পত্র-পুষ্পবিকীর্ণ হরিদবর্ণ ভূমিতে সুরচিত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রপূর্ণ ঘৃত, মধু, শর্করামিশ্রিত পায়স স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আবরণী দ্বারা আবৃত করিয়া দান দিলেন। ইহা ছাড়া নব-বস্ত্র এবং পিঙ্গলবর্ণ গাভী দানাদি দ্বারাও তাঁহাদিগকে

পরিতৃপ্ত করিলেন। যখন তাঁহাদের সর্বকামনা পরিপূর্ণ হইল, তখন তাঁহাদিগকে রাজা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার ফল কি হইবে?"

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন—'মহারাজ, চিন্তা করিবেন না। আপনার মহিষী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন। সে সন্তান পুত্র, কন্যা নহে। অতএব আপনার পুত্র সন্তানই জন্মগ্রহণ করিবে। যদি সে গৃহবাস করে চক্রবর্তী রাজা হইবে। আর যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে জগতে আসক্তিমুক্ত বুদ্ধ হইবে।'

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের কালে দশ হাজার চক্রবাল একসঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে কম্পিত, প্রকম্পিত এবং আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত প্রকাশ পাইল। দশহাজার চক্রবাল অপ্রমেয় আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনের নিমিত্তই যেন অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল, বধিরগণ শব্দ শ্রবণে সক্ষম হইল, যাহারা চির-মূক সকলে বাচাল হইয়া উঠিল, কুব্জগণ ঋজুদেহে চলিতে লাগিল এবং পঙ্গুগণ গমনশক্তি লাভ করিল। কারারুদ্ধ বন্দিগণের বন্ধনরজ্জু খসিয়া পড়িল। নরকাগ্নি নিবিয়া গেল, প্রেতলোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়ার্ত তির্যক জাতীর ভয় এবং সকল জীবের রোগ-ব্যাধি এক সঙ্গেই অপসৃত হইল। সকলেই প্রিয়ভাষী হইল, অশ্ব সমূহ সঙ্গে সঙ্গে হ্রেসা রব ও হস্তী বৃংহিৎ ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন সমস্ত তূর্য্য আপন স্বরে বাজিতে লাগিল এবং বিনা সংঘর্ষে মনুষ্য-অঙ্গে পরিহিত আভরণসমূহ ঝঙ্কারিত হইল। সর্বদিকে একটা প্রসন্নতা বিরাজ করিতে-ছিল। সকল প্রাণীর সুখ-উৎপাদনকারী মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। আকাশ হইতে অকাল বৃষ্টি বর্ষিত ও মাটী ভেদ করিয়া জলধারা উত্থিত হইল। খেচর পক্ষিসমূহ অন্তরীক্ষে বিচরণ বন্ধ করিল, নদীর প্রবহমান স্রোত স্তব্ধ এবং সমুদ্রের লবণাম্বু মধুরস্বাদে পরিণত হইল। পঞ্চবর্ণ পদ্মপুষ্পে সর্বদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল—যেমন স্থলের পদ্ম স্থলে, জলের পদ্ম জলে, বৃক্ষস্কন্ধে প্রস্ফুটিত হয় যে পদ্ম তাহা বৃক্ষস্কন্ধে, শাখার পদ্ম শাখায়, লতার পদ্ম লতায় এবং পাষাণ ভেদ করিয়া দণ্ডোপরি ফুটে যে পদ্ম তাহা উপর্যুপরি সপ্তদণ্ডে ফুটিয়া উঠিল। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান যে পদ্ম তাহাও ফুটিল। সর্বদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং আকাশে দিব্যতূর্য্য বাজিতেছিল। ফলে দশ সহস্র চক্রবাল একত্র রাশিকৃত পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় আবর্তিত ও আন্দোলিত হইতেছিল। সুসংবদ্ধ মাল্যপিণ্ডে প্রস্তুত সমলঙ্কৃত পুষ্পাসনের ন্যায়—মাল্যপতাকা সঞ্চালিত বীজনীর

ন্যায়—পুষ্প ধূপ ও সুগন্ধ আদিতে সমগ্র চক্রবাল পরম সৌন্দর্য্য-সম্পদে বিভূষিত হইল। প্রতিসন্ধি গ্রহণকালে বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার মাতার উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশ্যে অসি হস্তে চারিজন দেবপুত্র তাঁহাদের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত ছিল। সেই সময় বোধিসত্ত্ব-জননীর চিত্তে অন্য পুরুষের প্রতি কোনপ্রকার আসক্তি উৎপন্ন হয় নাই, তিনি পরমলাভ ও যশের অধিকারিণী, সুস্থ সবল এবং অনবসন্ন দেহেই ছিলেন। বোধিসত্ত্বও গর্ভকোষে প্রবেশ করিয়া সুপরিচ্ছন্ন মণিময় পাত্রে পরিদৃশ্যমান সূত্র-পিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। যেহেতু বোধিসত্ত্বের অবস্থিত গর্ভকোষ চৈত্যগর্ভ-সদৃশ, অন্য সত্ত্ব তথায় অবস্থানে কিম্বা তাহা পরিভোগে অক্ষম হয়, তদ্ধেতু বোধিসত্ত্ব-মাতা প্রসবের সপ্তাহকাল পরেই মৃত্যুবরণ করিয়া তুষিতস্বর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক দশ মাস অপূর্ণ থাকিতে কিম্বা অতিক্রম করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় বা শায়িতাবস্থায় সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব-মাতার এরূপ হয় না। তিনি বোধিসত্ত্বকে ঠিক দশমাসকাল গর্ভধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা অবস্থাতেই প্রসব করিয়া থাকেন। ইহা বোধিসত্ত্বজননীর বৈশিষ্ট্য।

বোধিসত্ত্বের জন্ম

দেবী মহামায়া দশমাসকাল পাত্রস্থ তৈলের ন্যায় গর্ভরক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার বাসনা জন্মিলে রাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন করিলেন—"দেব, আমার দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাইবার সাধ হইয়াছে।" রাজা সাধুবাদের সহিত অনুমতি দিয়া কপিলবাস্তু নগর হইতে দেবদহ নগর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাঘাট সমতল করাইয়া কদলীবৃক্ষ, পূর্ণ কলস ও ধ্বজা-পতাকাদি দ্বারা রাজপথ সুসজ্জিত করাইলেন এবং দেবীকে সহস্র অমাত্যবাহিত সুবর্ণ শিবিকায় বসাইয়া সদলবলে দেবদহের পথে প্রেরণ করিলেন।

দুই নগর-সীমার মধ্যভাগে রাজার লুম্বিনী উদ্যান নামে এক রমনীয় মঙ্গলশালবন বিদ্যমান ছিল। তখন শালবৃক্ষ সমূহ মূল হইতে শাখাগ্রভাগ পর্যন্ত আপাদমস্তক একই নিয়মে কুসুমিত হইয়াছিল। শাখা ও কুসুম সমূহের অন্তরালে পঞ্চবর্ণ ভ্রমর ও নানাবিধ পক্ষী সমূহ মধুর স্বরে কূজন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল। সমগ্র লুম্বিনী উদ্যানটি স্বর্গরাজ্যের চিত্রলতা বন অথবা কোন প্রভাবশালী নরপতির সুসজ্জিত পানশালার মতই শোভা পাইতেছিল। তাহা দর্শন করিয়া রাণীর শালবনে প্রমোদভ্রমণের

বাসনা জন্মিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে সহচরী ও অমাত্যগণ দেবীকে লইয়া সেই শালবনে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলশাল-বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলে দেবীর বৃক্ষশাখা ধারণের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটি শালশাখা বাষ্পে নমিত বেতসলতার ন্যায় অবনমিত হইয়া দেবীর হস্তপাশে আসিয়া ধরা দিল। যখন প্রসারিত কোমল হস্তে দেবী বৃক্ষশাখা ধারণ করিলেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রসববেদনা সুরু হইল। তখন রাণীর চতুর্দিকে যবনিকা-বেষ্টনী দিয়া অনুচরবৃন্দ একটু তফাতে সরিয়া পড়িল। বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেবী বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিলেন।

সেই সময় সুবর্ণজাল হস্তে চারিজন শুদ্ধচিত্ত মহাব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই সুবর্ণজালে বোধিসত্ত্বকে ধারণ করিয়া দেবী মহামায়াকে এই কথা বলিলেন—"তুষ্ট হউন দেবি! আপনার মহাশক্তিশালী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

অন্যান্য প্রাণিগণ যেমন মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় অশুচিলিপ্ত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু বোধিসত্ত্বের জন্ম তেমন ভাবে হয় না। ধর্মাসন হইতে অবরোহণশীল ধর্মকথিকের ন্যায় ও সোপান হইতে অবতরণশীল পুরুষের ন্যায় বোধিসত্ত্ব দুই হস্ত এবং পদযুগল প্রসারণ পূর্বক স্থিত অবস্থায়, মাতৃগর্ভের কোন প্রকার অশুচিলিপ্ত না হইয়া সূক্ষ্ম কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত মণিরত্নের ন্যায় আলো বিকীর্ণ করিতে করিতে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার জননীর সৎকারার্থে অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি নির্মল জলধারা পতিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার মাতৃ-দেহ বিধৌত করাইয়া দিল।

সুবর্ণজালে ধারণ করিয়া স্থিত মহাব্রহ্মাদের হস্ত হইতে বোধিসত্ত্বকে চারিদিকপাল মহারাজা স্বস্তিলাভের আশায় ও স্পর্শসুখ উপভোগের উদ্দেশ্যে অজিনচর্মে গ্রহণ করিলেন। পুনঃ তাঁহাদের হস্ত হইতে মনুষ্যগণ সূক্ষ্ম দুকূল-বস্ত্রে ধারণ করিলেন। মনুষ্য-হস্ত হইতে বোধিসত্ত্ব ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্বদিক অবলোকন করতঃ দেখিতে পাইলেন—অনেক সহস্র চক্রবাল এক প্রাঙ্গণে পরিণত হইয়াছে। তথায় দেবমনুষ্যগণ বিবিধ সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে এই বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন—'হে মহানপুরুষ, এখানে তোমার সদৃশ কেহই নাই—কোথায় আর শ্রেষ্ঠতর'। তিনি চারিদিক, চারি অনুদিক ও উর্ধ-অধঃ সকলদিক অবলোকন করিয়া

নিজের সমকক্ষ পুরুষ কোথাও দেখিতে না পাইয়া উত্তরদিকে ক্রমে সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন। মহাব্রহ্মা শ্বেতছত্র এবং সুযাম দেবপুত্র প্রকাণ্ড বিজনী ধারণ করিয়া ও অন্যান্য দেবগণ বহুবিধ রাজকীয় পাত্র হস্তে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি সপ্তম পদবিক্ষেপে স্থিত হইয়া জয়ধ্বনিসূচক গগনবিদারী সিংহনাদে ঘোষণা করিলেন—"জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ"।

মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র তিন জন্মে বোধিসত্ত্বের বাক্যস্ফুরণ হইয়াছিল। মহৌষধ জন্মে, বিশ্বন্তর জন্মে ও বর্তমান জন্মে। মহৌষধ জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে দেবরাজ শক্র আসিয়া তাঁহার হস্তে যে চন্দনসার ঔষধ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই তিনি মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "বৎস, তুমি হাতে কি লইয়া আগমন করিয়াছ?"

'মা আমি ঔষধ নিয়া আগমন করিয়াছি'। ঔষধ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া পরে তিনি ঔষুধিকুমার নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সেই ঔষধি তিনি বৃহৎ মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা সমাগত অন্ধবধিরগণের সর্বরোগহর ভৈষজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তারপর হইতে 'ইহা মহা ঔষধ, মহা ঔষধ' বলিয়া কথিত বচনকে ভিত্তি করিয়া ইহার 'মহৌষধ' নাম হইয়া গিয়াছিল।

বিশ্বন্তর জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন—"মা, দান দেওয়ার মত ঘরে কিছু আছে কি?"—এই কথা উচ্চারণ করিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন মাতা কহিলেন—"বৎস, তুমি ধনশালীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ" এই বলিয়া পুত্রের হাতখানি স্বীয় করতলে আনিয়া পুত্রকে সহস্র কর্ষাপণপূর্ণ একটি তোড়া উপহার দিয়াছিলেন।

বর্তমান জন্মেও তিনি জন্মমাত্র সিংহনাদ করিয়াছেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের তিন জন্মে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই বাক্যস্ফুরণ হইয়াছিল। প্রতিসন্ধি-ক্ষণের ন্যায় তাঁহার জন্মক্ষণেও বত্রিশপ্রকার পূর্বনিমিত্ত সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

যে সময় লুম্বিনী উদ্যানে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই একই মুহূর্তে দেবী রাহুলমাতা, সারথী ছন্ন, অমাত্য কালুদায়ী, হস্তীরাজ আজানীয় ও অশ্বরাজ কন্থকের জন্ম এবং মহাবোধিবৃক্ষ ও চারিটি নিধিকুম্ভ

উৎপন্ন হইযাছিল। নিধিকুম্ভ সমূহেব মধ্যে আয়তনে একটি কুম্ভ গব্যুতি প্রমাণ, একটি অর্দ্ধযোজন প্রমাণ, একটি ত্রিগব্যুতি প্রমাণ ও একটি যোজন প্রমাণ বৃহৎ ছিল। এইগুলিকে সপ্ত-সহজাত বলা হইযাছে।

অতঃপব দেবদহ ও কপিলবাস্তু এই উভয নগববাসিগণ বোধিসত্ত্বকে লইযা কপিলবাস্তু নগবে আগমন কবিল। ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গলোকেব দেবগণ—"কপিলবাস্তু নগবে মহাবাজ শুদ্ধোদনেব এক পুত্র-সন্তান জন্মলাভ কবিযাছে, এই কুমাব বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন কবিয়া অনন্তজ্ঞানী বুদ্ধ হইবেন।" এই বলিযা সমুৎফুল্ল হৃদযে তবঙ্গাকুল দিব্য উত্তবীয উড়াইয়া ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

সেই সময় মহাবাজ শুদ্ধোদনেব কুলপুরোহিত অষ্টসমাপত্তিলাভী কালদেবল নামক ঋষি ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে দিবাবিহাবের উদ্দেশ্যে ত্রযত্রিংশ দেবলোকে গিয়া দিবাবিশ্রামেব জন্য উপবিষ্ট হইলে উৎসবমত্ত দেবগণকে দেখিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন—

"কি কাবণ তোমবা এতই হৃষ্টচিত্তে আমোদ করিতেছ? আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ইহাব কাবণ ব্যক্ত কর।"

দেবগণ প্রত্যুত্তবে বলিলেন—"ভদন্ত, মহারাজ শুদ্ধোদনেব এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। তিনি বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ কবিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন কবিবেন। আমরা তাঁহাব অনন্ত বুদ্ধলীলা দেখিতে পাইব এবং ধর্মশ্রবণ কবিতে সক্ষম হইব। এই কারণেই আনন্দোৎসব করিতেছি।" তাহাদেব বাক্য শ্রবণ করিযা তাপস শীঘ্রই দেবলোক হইতে অবতবণ পূর্বক বাজবাড়ীতে প্রবেশ কবিযা নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইযা কহিলেন—

"মহাবাজ, আপনাব নাকি পুত্রলাভ হইযাছে। আমি তাহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক।"

তাপসের পদধূলি গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত বাজা অলঙ্কৃত কুমাবকে আনযন কবাইলেন বটে, কিন্তু বোধিসত্ত্বেব পদযুগল বরং তাপসেব জঠার উপব প্রতিষ্ঠিত হইল। যেহেতু সেই জন্মে বোধিসত্ত্বেব বন্দনীয পুরুষ কেহই ছিলেন না। যদি অনবধানতাযও বোধিসত্ত্বেব মস্তক তাপসের পাদমূলে স্থাপন কবা হইত, তাহা হইলে তাপসেব মস্তক সপ্তভাগে খণ্ডিত হইয়া যাইত। তদ্ধেতু তাপস 'নিজেব সর্বনাশ কবা আমাব অনুচিত' এই বলিযা আসন হইতে

উঠিযাই বোধিসত্ত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কবিলেন। বাজা সেই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ কবিযা নিজেও পুত্রকে বন্দনা জানাইলেন।

দেবল ঋষি অতীতেব চল্লিশ কল্প এবং অনাগতেব চল্লিশ কল্প এই আশী কল্পেব কথা স্মবণ কবিতে পাবিতেন। তিনি বোধিসত্ত্বেব লক্ষণ-সম্পদ দেখিযা—এই শিশু বুদ্ধ হইতে পাবিবেন কিনা চিন্তা করিযা অনুধাবন কবিতে করিতে "নিঃসংশযে বুদ্ধ হইবেন" জানিতে পাবিযা 'আশ্চর্য পুরুষ এই শিশু' ভাবিযা তিনি পবমানন্দে মৃদু হাসিলেন। তৎপব 'ইনি বুদ্ধ হইলে আমি তাঁহাব দর্শনলাভে সক্ষম হইব কিনা' অনুধাবন কবিযা দেখিতে পাইলেন 'সক্ষম হইব না, তৎপূর্বেই দেহত্যাগ কবিযা বুদ্ধ-দর্শন ও ধর্মশ্রবণেব উপায-বর্জিত অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইব।' তখন তিনি 'এই বকম আশ্চর্য পুরুষ বুদ্ধ হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, ইহা আমাব পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকব হইবে'—ভাবিযা দুঃখে অশ্রু বিসর্জন কবিলেন। তথায উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাহা লক্ষ্য কবিয়া ঋষিকে প্রশ্ন কবিলেন—

'গুরুদেব, আপনি এইমাত্র মৃদু হাসিযা পবক্ষণে অশ্রুবর্ষণ কবিতেছেন—ইহাব কাবণ কি? আপনি আমাদেব বাজপুত্রেব কোনরূপ অমঙ্গল দেখিলেন কি?'

'না, এই শিশুব কোন অমঙ্গল দেখিতেছি না, নিঃসংশযে এই শিশু বুদ্ধ হইবেন।'

'তবে কাঁদিলেন কেন?'

প্রত্যুত্তবে তাপস কহিলেন—"এইরূপ পুরুষকে বুদ্ধ অবস্থায় আমি দেখিতে পাইব না। তাহা আমাব পক্ষে মহাক্ষতিকব। সেই অনুতাপেই আমি অশ্রুবর্ষণ কবিতেছি।"

অতঃপব তিনি স্বীয আত্মীয়বর্গেব মধ্যে কেহ ইঁহাকে বুদ্ধ অবস্থায দেখিতে পাইবে কিনা অবলোকন কবিযা ভাগিনেয নালককে দেখিতে পাইলেন। তখনই তিনি তথা হইতে ভগ্নীগৃহে পদার্পণ কবতঃ সহোদবাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—বোন্, তোমাব পুত্র নালক কোথায?'

'দাদা, সে গৃহেই আছে।'

'তাকে ডাক।'

ভাগিনেয নালক সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঋষি তাহাকে বলিলেন—"বাজা শুদ্ধোদনেব গৃহে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। তিনি বুদ্ধাঙ্কুব

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বুদ্ধ হইবেন। তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবে। অতএব অদ্যই সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর"।

সপ্ত অশীতিকোটি ধনসম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও নালক কুমার ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল—"মামা আমাকে কোন দিন অসার বিষয়ে নিয়োজিত করিবেন না"। এই ভাবিয়া নালক তখনই দোকান হইতে কাষায় বসন ও মৃৎপাত্র সংগ্রহ করিয়া কেশচ্ছেদন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া—'জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহার উদ্দেশ্যেই আমার প্রব্রজ্যা' এই বলিয়া অঞ্জলীবদ্ধ-করে বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যে পঞ্চাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তারপর পাত্রের থলিযাটি স্কন্ধে বিলম্বিত করিয়া হিমালয়ে প্রবেশ পূর্বক শ্রমণধর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

পরবর্তীকালে তপস্বী নালক পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের মুখে নালকপ্রতিপদা নামক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনরায় হিমালয়ে প্রবেশ করতঃ অর্হত্ব ফল লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর উৎকৃষ্ট প্রতিপদা অবলম্বন করিয়া সাতমাস পর এক সুবর্ণ পর্বতোপরি দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি অনুপধিশেষ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন নামকরণের অভিপ্রায়ে বোধিসত্ত্বকে জন্মগ্রহণের পঞ্চম দিবসে শির ধৌত করাইয়া রাজভবনে চতুর্বিধ সুগন্ধি প্রলেপ দিয়া, লাজ-পত্র-পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া অবিচ্ছেদ্য নিরোদক পায়স প্রস্তুত করাইয়া একশত আট জন ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদিগকে রাজভবনে উপবেশন করাইয়া সসম্মানে উৎকৃষ্ট ভোজন দানে পরিতৃপ্ত করতঃ রাজা 'কুমারের ভবিষ্যৎ কি হইবে" জিজ্ঞাসা করিয়া লক্ষণ বিচারের বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—

বামদ্বিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কোণ্ডণ্য, লক্ষণ,
সুযাম, সুদান্ত, ভোজ এই অষ্টজন—
ষড় অঙ্গ পারদর্শী জ্যোতির্বিদগণ,
আরম্ভিল কুমারের ভবিষ্য গণন।

জ্যোতিষিগণের ভবিষ্যৎ বাণী

তখন জ্যোতির্বিদগণেব মধ্যে লক্ষণ বিচাবে এই অষ্ট-ব্রাহ্মণ বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন। বোধিসত্বেব প্রতিসন্ধি গ্রহণ-দিবসে মাযাদেবীর স্বপ্ন বৃত্তান্তও তাঁহাদেব দ্বাবাই বিচাব কবা হইয়াছিল। তাঁহাবা শিশুব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই প্রকাব ব্যাখ্যা প্রদান কবিলেন। তাঁহাদেব সাতজন ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই দুই দুইটি অঙ্গুলি উত্তোলন কবিযা কুমাবেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিলেন—"এই জাতীয় লক্ষণসম্পন্ন কুমাব যদি সংসাবে অবস্থান কবেন, চক্রবর্তী বাজা হইবেন। আব যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবেন, তবে বুদ্ধ হইবেন।" এই বলিযা তাঁহাবা বাজা চক্রবর্তীব সর্ববিধ শ্রীসম্পদেব বিষয ব্যক্ত করিলেন।

তাঁহাদেব মধ্যে বযসে যিনি সর্বকণিষ্ঠ ও গোত্র হিসাবে যিনি কোণ্ডণ্য নামে পবিচিত ছিলেন শুধু তিনি বোধিসত্বেব সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহ অবলোকন কবিয়া একটি মাত্র অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্বক দৃঢতাব সহিত এই এক কথাই বলিতে লাগিলেন—'এই কুমাব সংসাব-ধর্মে আবদ্ধ থাকিবাব কোন হেতুই আমি দেখিতেছি না—ইনি নিঃসংশয়ে আসক্তিশূন্য বুদ্ধ হইবেন।' এ বালক পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণেব নিকট বুদ্ধত্ব প্রার্থনা ও পাবমী পূর্ণ কবিয়া আসিয়াছেন এবং ইহাই এই সত্বের অন্তিম জন্ম।' তরুণ ব্রাহ্মণ কোণ্ডণ্য প্রজ্ঞাব দ্বাবা অপব সাতজনকে পবাভূত কবিযা কুমাবেব একটি মাত্র গতি প্রত্যক্ষ কবতঃ বলিলেন—'এই লক্ষণ সমূহেব অধিকাবী সত্ব গৃহবাসে অবস্থানেব কোন হেতুই থাকিতে পাবে না, অবশ্যই বুদ্ধ হইবেন।' তদ্ধেতু তিনি একটি অঙ্গুলি উত্তোলন কবিযা এই কথা বলিয়াছিলেন।

অতঃপব সেই ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তাঁহাদেব পুত্রগণকে সম্বোধন কবিযা বলিতে লাগিলেন—'বৎসগণ, আমবা বৃদ্ধ হইযাছি, মহাবাজ শুদ্ধোদনপুত্রেব সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইহলোকে জীবিত থাকিব কিনা সন্দেহ। অতএব যাহাই হউক, সেই কুমাব সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলে তোমবা তাঁহাব ধর্মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিও।'

অনুক্রমে সেই সপ্ত জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ স্ব-স্ব আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিয়া কর্মানুযাযী গতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদেব অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ কোণ্ডণ্য

ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ নিরোগী ছিলেন। যখন মহাসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া অবশেষে উরুবিল্বে উপনীত হইয়া 'বড়ই রমণীয় এই ভূমি-ভাগ, ধ্যানার্থী কুলপুত্রগণের ইহাই সাধনার যোগ্যস্থান' এই চিত্ত উৎপাদন পূর্বক তথায় অবস্থান করিতেছেন—এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখন সেই কোণ্ডণ্য ব্রাহ্মণ অপর সপ্ত ব্রাহ্মণ-তনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'কুমার সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবেন। তোমাদের পিতৃদেবগণ যদি বর্তমানে জীবিত থাকিতেন, অদ্যই গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন। যদি তোমাদেরও সম্মতি থাকে, আমিও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি।'

কিন্তু ইহাতে তাঁহারা সকলে কিছুতেই একমত হইতে পারিলেন না। তিনজন প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন, অবশিষ্ট চারিজন কোণ্ডণ্য ব্রাহ্মণকে প্রধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। এই পাঁচজনই পরবর্তী কালে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

অষ্ট জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ-বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দর্শন করিয়া আমার পুত্র প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে?

'চারি প্রকার 'পূর্বনিমিত্ত'।

রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহা কি কি?'

'জরাজীর্ণ পুরুষ, ব্যাধিগ্রস্ত লোক, জীবন - পরিত্যক্ত মানব ও প্রব্রজিত পুরুষ।'

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা অমাত্য-কর্মচারী প্রভৃতি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আজ হইতে এবম্বিধ নিমিত্ত সমূহ যেন আমার পুত্রের সম্মুখে পড়িতে না পারে। বুদ্ধ হইয়া আমার পুত্রের লাভ নাই। আমি আমার পুত্রকে দ্বিসহস্র দ্বীপ-মালা পরিবেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপের পরম ঐশ্বর্যাধিপতিরূপে এবং ছত্রিশ যোজন বিস্তৃত গগনতলে অসংখ্য অনুচর পরিবৃত হইয়া বিচরণশীল অবস্থায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক।" এই বলিয়া রাজা কুমারের দৃষ্টিপথে চতুর্বিধ পুরুষের আগমন নিবারণের নিমিত্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে ক্রোশ পরিমিত স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। সেদিন কুমারের নাম-করণ মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্মিলিত মহারাজ শুদ্ধোদনের অশীতি সহস্র জ্ঞাতিবৃন্দ বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকে এক একটি পুত্র-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিলেন—'ইনি বুদ্ধ হউন বা চক্রবর্তী রাজাই হউন, আমরা তাঁহাকে একটি করিয়া পুত্র দান

করিব। যদি ইনি বুদ্ধ হন, ক্ষত্রিয় শ্রমণ পরিবৃত হইয়া আর যদি চক্রবর্তী রাজা হন ক্ষত্রিয় কুমার পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবেন।

হলকর্ষণ উৎসব

রাজা বোধিসত্ত্বের পরিচর্যার নিমিত্ত রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী ও সর্বদোষবর্জিতা ধাত্রীদের নিযুক্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব অসংখ্য সহচরী ও মহান শ্রীসৌভাগ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন রাজার হলকর্ষণ নামক উৎসব উপস্থিত হইলে নগরবাসিগণ নগরীকে দেববিমানের মত সুসজ্জিত করিতে লাগিল। দাসদাসী থেকে সুরু করিয়া গৃহস্বামী পর্যন্ত নগরবাসী সকলেই নূতন বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া ও সুগন্ধ পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত হইয়া রাজবাড়ীতে সম্মিলিত হইতেছিল। সাধারণতঃ রাজার এই হলকর্ষণ-উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সহস্র লাঙ্গল যোগদান করে। আর সেইবার একুন অষ্টশত লাঙ্গল মাত্র উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য লাঙ্গল, বলীবর্দ সমূহের শৃঙ্গ, রজ্জু এবং জোয়াল সমূহ রোপ্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু রাজার ব্যবহৃত লাঙ্গলটি রক্ত-সুবর্ণ মণ্ডিত এবং বলীবর্দের শৃঙ্গ, রজ্জু ও বেত্রাদিও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল।

অসংখ্য পরিজনবর্গ সহ রাজা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। উৎসব-ক্ষেত্রে ঘন পত্র-পল্লব ও শীতল ছায়াযুক্ত একটি জম্বুবৃক্ষ ছিল। রাজা সেই বৃক্ষতলে কুমারের আসন রচনা করাইয়া তাহার উপরিভাগে স্বর্ণ তারকা-খচিত চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া ও চতুর্দিক যবনিকা-বেষ্টনী দ্বারা আচ্ছাদিত করাইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপর সর্বাভরণে সজ্জিত রাজা অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া হলকর্ষণ-স্থানে আগমন করিলেন।

উৎসব সুরু হইল। রাজা স্বর্ণখচিত লাঙ্গল ধারণ করিলেন, অমাত্যগণ একুন অষ্টশত রৌপ্যখচিত লাঙ্গল এবং কৃষকেরা অবশিষ্ট লাঙ্গল ধারণ করিয়া সকলে এদিক ওদিক ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, অপর প্রান্ত হইতে এই প্রান্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসব-ভূমি অত্যন্ত জাঁকজমক ও অপূর্ব সানন্দে মাতিয়া উঠিল।

এদিকে বোধিসত্ত্বের রক্ষণকার্যে নিযুক্তা ধাত্রীগণ হলকর্ষণ উৎসবে রাজার যশঃকীর্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যবনিকার অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বোধিসত্ত্ব এদিক ওদিক অবলোকন করতঃ নিকটে

কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্বক ধ্যানাসন গ্রহণ করিয়া 'নিশ্বাস প্রশ্বাস স্মৃতি' ভাবনায় প্রথম ধ্যান উৎপাদন করিলেন। আহার্য্য বস্তু আদি প্রস্তুত করিতে ধাত্রীদেরও বেশ বেলা হইয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে বৃক্ষ সমূহের ছায়া পরিবর্তিত হইয়া দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বোধিসত্ত্বের শিরোপরি সেই জম্বুবৃক্ষের ছায়া কুণ্ডলাকারে অপরিবর্তিত ও স্থির হইয়াই রহিল। প্রভুপুত্র একাকী রহিয়াছে—ধাত্রীগণ হঠাৎ এই ভাবিয়া অতি শীঘ্র তথায় উপনীত হইয়া যবনিকা অপসারণ পূর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বকে এবং কুমারের সেই অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি দর্শন করিয়া সহসা রাজাকে নিবেদন করিল—"দেব, কুমার এমনভাবে উপবিষ্ট আছেন যে, সূর্যের গতিশীলতায় সকল বৃক্ষ-ছায়া পরিবর্তিত হইয়া দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু জম্বুবৃক্ষের ছায়া কুণ্ডলাকারে কুমারের শিরোপরি একভাবেই স্থির রহিয়াছে।"

ধাত্রীর কথায় রাজা ক্ষিপ্রবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া কুমারের সেই অলৌকিক ঋদ্ধি দর্শন করিয়া কহিলেন—'বৎস, ইহা তোমার প্রতি আমার দ্বিতীয় প্রণিপাত' এই বলিয়া পুত্রকে বন্দনা করিলেন।

চারি নিমিত্ত দর্শন

অনুক্রমে বোধিসত্ত্ব ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের জন্য ঋতুত্রয়ের উপযোগী তিনখানি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তন্মধ্যে একখানি নয়তলা বিশিষ্ট, একখানি সপ্ততল ও আর একখানি পঞ্চতলবিশিষ্ট ছিল। তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র নর্তকী নিযুক্ত করিলেন। অপ্সরা-সঙ্ঘ পরিবৃত দেবপুত্রের ন্যায় অনন্যপুরুষ বোধিসত্ত্ব সুসজ্জিতা নর্তকী-বৃন্দের নৃত্য-গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে পরম ভোগসম্পদ উপভোগ করিতে করিতে ঋতু অনুযায়ী সেই প্রাসাদত্রয়ে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবী রাহুল-মাতা তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন।

এইভাবে তিনি মহাসম্পদের মধ্যে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে থাকিলে ক্রমে একদিন তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এই কথা উত্থাপিত হইল—কুমার সিদ্ধার্থ শুধু ক্রীড়ামোদের মধ্যেই নিমগ্ন আছেন, কোন প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন না। রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন? অতঃপর রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া কহিলেন—"বৎস, তোমার জ্ঞাতিগণ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে—কুমার

সিদ্ধার্থ কোন প্রকার শিল্প-শিক্ষা না করিয়া শুধু ক্রীড়ামোদেই মত্ত রহিয়াছে। ইহাতে তোমার অভিমত কি ?"

"দেব, আমার শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজন নাই। এই হইতে সপ্তম দিবসে আমি জ্ঞাতিগণকে আমার শিল্পবিদ্যা প্রদর্শন করিব। নগর-মধ্যে আপনি শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শনীর সংবাদ ভেরীশব্দে প্রচার করুন।" রাজা তাহাই করিলেন।

রাজ্য-মধ্যে যাহারা শর-চালনায় সিদ্ধহস্ত, সূক্ষ্মতম কেশখণ্ড পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করিতে যাহারা সমর্থ বা যাহারা বিদ্যুৎবেগে তীর ছুঁড়িতে সক্ষম, বোধিসত্ত্ব রাজ্যের সে সব ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী শিল্পীবৃন্দকে একত্রিত করিয়া অসংখ্য জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞাতিগণকে অন্যান্য ধনুর্ধর হইতেও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ দ্বাদশ প্রকার ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন করিলেন। তৎপর তাঁহার জ্ঞাতিগণের সন্দেহ দূরীভূত হইয়া গেল।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যান-ভ্রমণে যাইতে অভিলাষী হইয়া সারথীকে ডাকিয়া কহিলেন—'সৌম্য, আমার উদ্যান-ভ্রমণে যাইবার সাধ হইয়াছে। অতএব রথ প্রস্তুত কর।'

সাধু-বাদের সহিত সম্মতি জানাইয়া সারথী মহামূল্য শ্রেষ্ঠ রথখানি সর্বালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া তাহাতে কুমুদশুভ্র চারিটি সিন্ধুদেশ-জাত অশ্ব যোজনা করতঃ বোধিসত্ত্বকে নিবেদন করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব দিব্যযান সদৃশ রথোপরি আরোহণ পূর্বক উদ্যান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দেবতারা ভাবিলেন—কুমার সিদ্ধার্থের সম্বোধিলাভের কাল আসন্ন। সুতরাং এখন তাঁহাকে পূর্বনিমিত্ত প্রদর্শন করিব। দেবতারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া জনৈক দেবপুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া এমনভাবে বোধিসত্ত্বের সম্মুখবর্তী করাইলেন—যেন জরাজীর্ণ, গলিত-দন্ত, পলিতকেশ ও দেহভারে বক্রপৃষ্ঠ কোনও পুরুষ যষ্টিহস্তে কম্পিত দেহে সন্তর্পণে পথ দিয়া চলিয়াছে। বোধিসত্ত্ব ও সারথী উভয়েই সেই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, অন্য কেহ নয়। দেখিয়াই বোধিসত্ত্ব সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য, কে এই পুরুষ ? ইহার কেশরাশি অন্যের সদৃশ নয় কেন ?'

সারথীর মুখে জরাগ্রস্তের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—'যে জন্ম মানবের দেহে জীর্ণতা আনয়ন করে, সেই জন্মকে ধিক্।'

এই কথা বলিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাজ-প্রাসাদেই ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কারণে আমার পুত্র প্রমোদ-ভ্রমণ হইতে এত শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিল?

'দেব, রাজপথে জরাগ্রস্ত পুরুষ দেখিয়া।'

'জরাজীর্ণ পুরুষ দেখিয়া কুমার প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।' জ্যোতিষীরা এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আমার সর্বনাশ করিও না। শীঘ্রই কুমারের জন্য নর্তকীর ব্যবস্থা কর। বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন রাখিতে পারিলে প্রব্রজ্যার স্মৃতি আর জাগ্রত হইবে না। এই বলিয়া চতুর্দিকে অর্দ্ধযোজন পরিমিত স্থানে স্থানে প্রহরীঘাটি স্থাপন পূর্বক প্রহরীর সংখ্যা আরো বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন।

পুনরায় একদিন বোধিসত্ত্ব সেইরূপ উদ্যানভ্রমণে যাইবার সময় দৈবপ্রভাবে রুগ্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই পূর্বোক্ত নিয়মে সারথীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। রাজাও সারথীকে প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করতঃ পূর্বোক্ত নিয়মে পুনরায় আদেশনামা জারী করিয়া চতুর্দিকে ত্রিগব্যূতি পরিমিত ব্যবধানে প্রহরীর সংখ্যা আরো বর্দ্ধিত করাইলেন।

পরে আর একদিন বোধিসত্ত্ব সেইরূপ উদ্যান-ভ্রমণে বহির্গত হইলে একটি মৃতদেহ দর্শন করতঃ পূর্ববৎ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আরো অধিক সন্তাপযুক্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজাও প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আরো কঠোরভাবে আদেশ-নামা জারী করিয়া ঘোষণা করিলেন যে—চতুর্দিকে এক এক যোজন ব্যবধানের মধ্যে আরো অধিকতর প্রহরী নিযুক্ত করা হউক।

আবার অন্য একদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যানভ্রমণে যাত্রাকালে পথিমধ্যে সু-আচ্ছাদিত গৈরিক বসন-পরিহিত এক প্রব্রজিত পুরুষ দেখিয়া সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সৌম্য কে এই পুরুষ?'

তখন বুদ্ধোৎপত্তির অভাবহেতু সারথী প্রব্রজিত বা প্রব্রজ্যা-গুণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু দৈবশক্তির প্রভাবে—"প্রভু ইনি সংসারত্যাগী প্রব্রজিত পুরুষ" এই বলিয়া তিনি প্রব্রজ্যা-গুণও বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন। তাহা

শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপাদন করতঃ সেদিন উদ্যানভূমিতে আগমন করিলেন।*

তথায় সিদ্ধার্থ ক্রীড়ামোদে দিবাভাগ ক্ষেপন করিয়া মঙ্গল পুষ্করিণীতে অবগাহনকৃত্য সমাপনান্তে সূর্য অস্তমিত হইলে মঙ্গলশিলাপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজদেহ বিভূষিত করিতে অভিলাষী হইলে পরিচারিকাবৃন্দ বিচিত্র বসন ও পরিধানযোগ্য বিবিধ আভরণ, সুগন্ধ-মাল্য ও অনুলেপনাদি লইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উষ্ণভাব ধারণ করিলে—'কে আমাকে এই আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চায়'—অবলোকন করিতে করিতে তিনি বোধিসত্ত্বের প্রসাদনকাল আসন্ন দেখিয়া বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—'সৌম্য বিশ্বকর্মা, অদ্য নিশীত রাত্রে কুমার সিদ্ধার্থ মহাভিনিষ্ক্রমণ করিবেন। আজই তাঁহার অন্তিম প্রসাদনকৃত্য। তুমি এখনই উদ্যানভূমিতে উপনীত হইয়া সেই মহান পুরুষকে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত কর।' দেবপুত্র সাধুবাদের সহিত সম্মতি জানাইয়া দৈবশক্তি প্রভাবে তৎমুহূর্তে ছদ্মবেশে তথায় উপনীত হইয়া রাজ-ক্ষৌরিকের হস্ত হইতে শিরস্ত্রাণ বস্ত্র গ্রহণ করতঃ বোধিসত্ত্বের শিরপ্রসাদন-কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব হস্ত-সংস্পর্শেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে—ইনি মনুষ্য নয়, কোনও দেবপুত্র হইবেন।

ছদ্মবেশী দেবপুত্র বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বোধিসত্ত্বের শির প্রথমবার পরিবেষ্টন করিলে মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণি-রত্নের ন্যায় সহস্র ভাঁজ প্রতীয়মান হইতেছিল। দ্বিতীয়বার বেষ্টনে আরো সহস্র ভাঁজ এভাবে দশবার বেষ্টন করিলে দশ সহস্র ভাঁজ সমুত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র মস্তকে এত অধিক সংখ্যক ভাঁজ কি প্রকারে সম্ভব হইল, তাহা অচিন্ত্যনীয়। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ভাঁজটি প্রিয়ঙ্গু পুষ্পাকৃতি ও অবশিষ্টগুলি আকারে কুসুমপুষ্প প্রমাণ ছিল। তখন বোধিসত্ত্বের সম্পূর্ণ মস্তকটি দেখিতে পরিপূর্ণ বিকশিত একটি কুর্য্যক পুষ্পের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল।

অতঃপর সর্বালঙ্কারে বিভূষিত বোধিসত্ত্ব সর্ববিধ গীতিবাদ্য ও ব্রাহ্মণদের উল্লাসব্যঞ্জক জয়ধ্বনি আদি স্বস্তি বচনের দ্বারা স্ব-স্ব প্রতিভা-প্রদর্শনীর মধ্যে

---

* দীর্ঘ ভাণক অর্থকথাকারগণ চারিটি নিমিত্ত একদিনেই দেখিয়াছিলেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

এবং উৎসব-মত্ত সাধারণ মানবগণের স্তুতি-বাক্য ও হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তিনি সুসজ্জিত রথোপরি আরোহণ করিলেন। ঠিক্ এমনি সময়েই মহারাজ শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন যে—রাহুল-মাতা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। শুনিবা মাত্রই তিনি 'আমার পুত্রকে অবিলম্বে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন কর' এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'রাহুলের জন্ম হইয়াছে, বন্ধনেরই জন্ম হইয়াছে।'

রাজা—'আমার পুত্র কি বলিয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিয়া দূতের মুখে তাহা শ্রবণ করতঃ বলিয়া ফেলিলেন—'তাহা হইলে আজ হইতে আমার পৌত্রের নাম রাহুল কুমারই রাখা হউক।'

এদিকে অতি মনোরম শ্রীসৌভাগ্য ও কীর্তি-সম্পদে পরিপূর্ণ বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। এমন সময় কৃশা গৌতমী নাম্নী এক ক্ষত্রিয় দুহিতা প্রাসাদ-অলিন্দ হইতে নগর প্রদক্ষিণরত বোধিসত্ত্বের রূপসম্পদ দর্শন করতঃ প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন।

> অবশ্য নিবৃত্ত সেই জননী হৃদয়
> সর্বলোকে ধন্য সেই পিতৃ-পরিচয়,
> এহেন পুরুষ পতি যেই ললনার
> জীবন তাঁহার ধন্য ধরণী মাঝার।

তরুণীর সেই আনন্দগীতি শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন—'ইনি এই কথাই বলিতে চাহিলেন যে ঈদৃশ আপনজন দর্শনকারিনী মাতৃহৃদয় নির্বাপিত হয়, পিতৃহৃদয় নির্বাপিত হয় এবং সহধর্মিনী হৃদয়ও নির্বাপিত হয়। তবে কি নির্বাপিত হইলে হৃদয় নিবৃত্ত হয়?' তখন কলুষরাশির প্রতি বিরক্তচিত্ত সিদ্ধার্থের মনে এই প্রতীতিই আত্মপ্রকাশ করিল—চিত্ত হইতে লোভ নির্বাপিত হইলে হৃদয় নিবৃত্ত হয়, দ্বেষ ও মোহ নির্বাপিত হইলে হৃদয় নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ মান, অভিমান, মিথ্যাদৃষ্টি আদি সর্ববিধ কলুষ-যন্ত্রণা নির্বাপিত হইলে হৃদয়ের সকল জ্বালার অবসান হয়। অতএব এই মহিলা আমাকে আজ অতি মূল্যবান উপদেশ শুনাইলেন। অথচ আমিও নির্বাণের সন্ধানেই বিচরণ করিতেছিলাম। সুতরাং অদ্যই আমার গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তির সন্ধান করা উচিত হইবে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব স্বীয় কণ্ঠ হইতে লক্ষমুদ্রা মূল্যের মুক্তা-হারখানি খুলিয়া—'ইহা এই তরুণীর প্রতি আমার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ হউক' এই

বলিয়া কৃশাগৌতমীর জন্য মহামূল্য হারখানি পাঠাইয়া দিলেন। 'কুমার সিদ্ধার্থ সম্ভবতঃ আমার প্রতি আসক্ত হইয়াই এই পুরস্কার পাঠাইয়াছেন' ভাবিয়া সে মনে মনে অত্যধিক আনন্দিতা হইয়াছিল।

গৃহ ত্যাগ

যখন সেই মহান পুরুষ অপরিসীম জাঁকজমক সহকারে স্বীয় প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, তখন সর্বাভরণে প্রতিমণ্ডিতা নৃত্যগীতে সুনিপুণা দেব-ধীতা সদৃশ সুদর্শনা নর্তকীবৃন্দ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পালাক্রমে নৃত্য-গীত ও বাদ্যের দ্বারা বোধিসত্ত্বের মনোরঞ্জনে তৎপর হইল। কিন্তু কলুষবিমুখ বোধিসত্ত্ব কিছুতেই নৃত্যগীতে রমিত হইলেন ন। তিনি মুহূর্তকালের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই নর্তকীগণ ভাবিল—'আমরা যাঁহার উদ্দেশ্যে এই নৃত্যসঙ্গীতের আযোজন করিযাছি, তিনি ত নিদ্রিত হইযা পড়িলেন, অতএব এই পরিশ্রমের আর সার্থকতা কি?' এই বলিয়া তাহারাও স্বীয় স্বীয় বাদ্যযন্ত্রাদি ফেলিযা রাখিযা সকলেই নিদ্রাভিভূতা হইযা পড়িলেন।

কক্ষ-মধ্যে একটি সুগন্ধ তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। নিশীত রাত্রে হঠাৎ বোধিসত্ত্বের ঘুম ভাঙ্গিযা গেল। উঠিযাই তিনি পালঙ্কোপরি পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাদ্যযন্ত্র ও নিদ্রাগতা নর্তকীগণকে এই ভাবেই দেখিতে পাইলেন—তখন কাহারো মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল, কেহ কেহ দন্তঘর্ষণ, নাসিকা-গর্জন ও ঘুমঘোরে প্রলাপ করিতেছিল, কেহ বা মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, আবার কাহারো কাহারো পরিধেয় বস্ত্র সমূহ অপসৃত হওযায অঙ্গের বীভৎস গোপনীয় স্থান সমূহ প্রকাশ পাইতেছিল।

সেই সংবেগজনক বীভৎস দৃশ্য কুমারের মনকে কামনা বাসনার প্রতি আরো অধিকতর বিরক্ত করিয়া তুলিল। তখন দেবরাজ শক্রভবন সদৃশ সেই সুরম্য অট্টালিকা তাঁহার নিকট মানবের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহপূর্ণ আমক-শ্মশানের ন্যায় প্রতীযমান হইল এবং সমগ্র ত্রিলোক প্রজ্বলিত গৃহবৎ অনুভূত হইল। ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার মুখে এক বিরক্তিব্যঞ্জক মর্মবেদনার করুণ সুর উৎসারিত হইল—'এ সংসার বড়ই উপদ্রবপূর্ণ ও অসহ্য-যন্ত্রণাদায়ক।'

অতঃপর তিনি—'অদ্য রাত্রিতেই আমাকে মহাভিনিষ্ক্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে।' এই সিদ্ধান্ত করিযা আসন হইতে উত্থিত হইয়া দ্বার-সমীপে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে, এ?'

তখন দরজার চৌকাটে শির রাখিযা নিদ্রিত সারথী ছন্ন সাড়া দিল—

'প্রভু, আমি ছন্ন।'

সিদ্ধার্থ বলিলেন—'সৌম্য, অদ্য রাত্রে আমি মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতে ইচ্ছুক। আমার জন্য অশ্ব প্রস্তুত কর।'

সে সানন্দে স্বীকৃত হইয়া বর্মাদি অশ্ব-সজ্জা সমূহ সঙ্গে লইয়া অশ্বশালায় উপনীত হইয়া সুমন পুষ্পবর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে সুগন্ধ প্রদীপোজ্জল সুমসৃণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান তুরঙ্গরাজ কন্থককে দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিল—'আমাকে আজ এইটিই প্রস্তুত করিতে হইবে' ভাবিয়া—অশ্বরাজ কন্থককে সুসজ্জিত করিল। সাজ পরিধান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে কন্থক বুঝিতে পারিল যে—এই সজ্জা অন্যান্য দিনের উদ্যান-ভ্রমণাদিতে গমন-সজ্জার ন্যায় নয়। বরং অনেক বেশী দৃঢ়সংবদ্ধভাবে সাজানো হইতেছে। সম্ভবতঃ আমার প্রভু-পুত্র অদ্য রাত্রে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিবেন।' এই ভাবিয়া কন্থক আনন্দাতিশয্যে মহাশব্দে হ্রেসা-ধ্বনি করিয়া উঠিল। অশ্বরাজের সেই হ্রেসা-ধ্বনি ঘুমন্ত নগরীর সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বহুদূরে চলিয়া যাইত, কিন্তু দেবতারা ঐশীশক্তি প্রভাবে তাহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যেন অন্য কেহ সেই শব্দ শুনিতে না পায়।

ছন্নকে অশ্বশালায় প্রেরণ করিয়া এদিকে বোধিসত্ত্ব পুত্রের মুখদর্শন মানসে রাহুল মাতার শয়নকক্ষে উপনীত হইয়া কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তখন কক্ষমধ্যে একটি সুগন্ধ তৈলপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্ট দীপালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন—মল্লিকাকুসুমাকীর্ণ শয্যায় রাহুলমাতা পুত্রের শিরে হস্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। বোধিসত্ত্ব চৌকাটে পদযুগল স্থাপন পূর্বক দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভাবিলেন—'যদি আমি দেবীর হস্ত অপসারণ করিয়া পুত্রকে গ্রহণ করি, দেবী জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাতে আমার গমন-অন্তরায় উপস্থিত হইবে। অতএব বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর আসিয়া পুত্রকে দর্শন করিব।' এই চিন্তা করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।*

বোধিসত্ত্ব প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্বক অশ্বরাজ কন্থক-সমীপে গমন করিয়া বলিলেন—'প্রিয় কন্থক, তুমি শুধু অদ্য রাত্রে একবার মাত্র আমাকে

*জাতকার্থকথায় উল্লিখিত আছে যে তখন রাহুলের বয়স মাত্র এক সপ্তাহ হইয়াছিল। অন্যান্য অর্থকথার মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ না থাকায় এই মতই সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

বহন করিয়া নিয়া চল। আমি তোমার সাহায্যে গৃহত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়া দেব-মানবকে উদ্ধার করিব।' এই বলিয়া সিদ্ধার্থ ভূমি হইতে একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

দৈহিক আকৃতিতে অশ্বরাজ কন্থক গ্রীবাদেশ হইতে দৈর্ঘে আঠার হস্ত ছিল। তদনুসারে উচ্চতাসম্পন্ন, অসীম বলশালী, সুতীব্র বেগবান এবং সে পরিচ্ছন্ন শঙ্খ সদৃশ সুশুভ্র-দেহ ছিল। যদি সে হ্রেসা রব বা মৃত্তিকায় ক্ষুর-ধ্বনি করে সেই শব্দ সমগ্র নগরে প্রতিধ্বনিত হইবে—তদ্ধেতু দেবতারা দৈবশক্তি প্রভাবে সেই শব্দ যেন অন্য কেহ শুনিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে প্রতি হ্রেসাধ্বনিতে বাধা ও ক্ষুর-শব্দে করতালি দিতে লাগিল। ছন্নকে কন্থকের লাঙ্গুলাগ্রভাগ ধারণ করাইয়া বোধিসত্ত্ব অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করতঃ অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নগরের প্রধান তোরণ-সমীপে উপনীত হইলেন।

যে কোন বেলায় ইচ্ছা মাত্র বোধিসত্ত্ব যেন নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারে—এই চিন্তা করিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন দরজার দুইটি কপাটই এমনভাবে প্রস্তুত করাইযাছিলেন যেন প্রত্যেক কপাট খুলিতে সহস্র পুরুষের প্রযোজন হয়। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ছিলেন প্রবল শক্তিশালী। হস্তী-গণনায় তিনি সহস্র কোটি হস্তীর শক্তি ধারণ করিতেন আর মনুষ্য-গণনায় তাহা দশ সহস্রকোটি পুরুষ-শক্তি।

অতএব তিনি ভাবিলেন—'যদি আজ নগর-দ্বার উন্মুক্ত না হয় অশ্বপুচ্ছ-গৃহীত ছন্ন সহ কন্থকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি উভয় উরুদ্বারা অশ্বকে চাপিয়া রাখিয়া অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ এই প্রাচীর এক লম্ফেই অতিক্রম করিয়া যাইব।'

ছন্ন ভাবিল—'যদি দ্বার অবারিত না হয় তাহা হইলে আমি প্রভুপুত্রকে আমার স্কন্ধোপরি রাখিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের বেষ্টনী দ্বারা অশ্বরাজের উদর বগলদেশে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।'

আবার এদিকে কন্থকও ভাবিল—যদি নগরদ্বার খুলিয়া না যায়, তাহা হইলে আমার লাঙ্গুল-ধৃত ছন্নকে এবং পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট প্রভুকে লইয়া সেই অবস্থাতেই আমি তড়িৎগতিতে ঐ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইব।'

যদি সেদিন প্রকৃতই নগরদ্বার উন্মুক্ত না হইত, তাহা হইলে তিন সিদ্ধান্তের অন্যতম সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকরী হইত। কিন্তু দ্বার-রক্ষক দেবতা নগরের সিংহদ্বার খুলিয়া দিল। বোধিসত্ত্বকে অভিনিষ্ক্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করাইব—

এই উদ্দেশ্যে সেই মুহূর্তেই দুষ্ট মার তথায় আগমন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিল—'মহাশয়, নিষ্ক্রান্ত হইও না, সংসার ত্যাগ করিবে না, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তোমার চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে। তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বি-সহস্র দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপের অধীশ্বর হইবে। অতএব মহাশয়, ক্ষান্ত হও, গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুমি?'

'আমি মার।'

বোধিসত্ত্ব কহিলেন—'জানি আমি আমার চক্ররত্নের আবির্ভাবের কথা। কিন্তু রাজত্বের সন্ধানী আমি নই। দশ সহস্র চক্রবাল হর্ষধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিয়া আমি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হইব।'

তৎপর দুষ্ট মার কহিল—"ইহার পরে তোমার চিত্তে কামচিন্তা, কু-প্রবৃত্তি বা বিহিংসাভাব উৎপন্ন হইতে দেখিলেই আমি তোমাকে জব্দ করিব"—এই বলিয়া মার সুযোগ পাইলে বোধিসত্ত্বের পতন ঘটাইবার অসদুদ্দেশ্যে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব হাতে পাওয়া চক্রবর্তী-রাজত্ব অবাঞ্ছিত থুথুপিণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ-পূর্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও জাঁকজমক সহকারে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন আকাশে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রযোগ সহ পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছিল। চলিতে চলিতে তাঁহার চিত্তে জন্মভূমির দিকে একবার ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তাঁহার ইচ্ছামাত্রই বিশাল ধরণী—'হে মহানুভব, পিছন ফিরিয়া নগর অবলোকন তোমার অনুচিত' এই বলিয়া মহাপৃথিবী কুম্ভকার চক্রবৎ ঘুরিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব কপিলবাস্তু নগরাভিমুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া শেষবারের মত জন্মভূমি অবলোকন করতঃ ঐ স্থানটি 'কন্থক নিবর্তন চৈত্য' স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া কন্থককে পুনরায় গন্তব্য-স্থলাভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

তিনি অতুলনীয় সম্মান, মহান ঔদার্য ও পরম শ্রী-সৌভাগ্যের সহিত ক্রমশঃ সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পুরোভাগে দেবগণ ষাট হাজার আলোক-বর্তিকা ধারণ করিয়া, তদ্রূপ পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে এবং অপর দেবগণ চক্রবালের প্রান্তসীমায় অসংখ্য আলোক-বর্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ইহা ছাড়া নাগ সুপর্ণাদি সহ অন্যান্য সমস্ত দেবতা দিব্য সুগন্ধ-মাল্য-অনুলেপন ও ধূপাদি দ্বারা পূজা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল।

ঘন মেঘাবৃত অন্তরীক্ষ হইতে মুষলধারে বারি বর্ষণের ন্যায় স্বর্গীয় পারিজাত ও মন্দারব পুষ্পে সমগ্র আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। অন্তরীক্ষে দিব্য সঙ্গীত ও সর্বদিকে হাজার হাজার বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝঙ্কার ধ্বনিতে মনে হইল যেন—সমুদ্রগর্ভে অশনিসম্পাত ও চক্রবাল-সীমানায় বাতক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতেছে।

এতাদৃশ অভাবনীয় জাঁকজমকপূর্ণ সম্মানের সহিত চলিতে চলিতে বোধিসত্ত্ব এক রাত্রিতেই তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া ত্রিশ যোজন দূর অনোমা নামক নদী তীরে পৌঁছিলেন। তবে অশ্ব কি আর চলিতে অক্ষম হইয়াছিল? না, তাহা নয়। একটি গোলাকার চক্রনেমি একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময়ের মধ্যে সমগ্র চক্রবালগর্ভ পরিভ্রমণ করতঃ ফিরিয়া আসিয়া কণ্থক তাহার জন্য প্রস্তুত আহার্য গ্রহণে সমর্থ ছিল। তবে তখন দেবতা, নাগ ও সুপর্ণগণ অন্তরীক্ষ হইতে যে সব দিব্য সুগন্ধ ও পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ করিতেছিল তাহাতে কন্থকের উরুদেশ মাল্যজড়িত হইয়া তাহার দেহ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পুষ্পমাল্য সমূহের সেই জটাজাল অপসারিত করিয়া অগ্রসর হইতে কন্থকের বেশ বিলম্ব হইয়াছিল। তাই এই সময়ের মধ্যে সে মাত্র ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অতঃপর অনোমা নদীর তীরে পৌঁছিয়া বোধিসত্ত্ব ছন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ছন্ন, এই নদীর নাম কি?'

'প্রভু, ইহার নাম অনোমা।"

সারথীর মুখে নদীর নাম শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন—'তবে জগতে আমার প্রব্রজ্যাও অনোমা (১) নামেই অভিহিত হউক।' এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব অশ্বকে গুল্‌ফ দ্বারা নদী অতিক্রমের সঙ্কেত করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুভক্ত কণ্থক এক লম্ফে অষ্ট-উসভ (২) বিস্তৃত সেই তটিনী অতিক্রম করিয়া পরপাড়ে অবতীর্ণ হইল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রজতশুভ্র বালুকাপুলিনে দণ্ডায়মান সেই মহান পুরুষ তখন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সারথী ছন্নকে কহিলেন—

১। শ্রেষ্ঠ।

২। ১৪০ হাত প্রস্থ।

'ভাই ছন্ন, তুমি অশ্বরাজ কন্থক এবং আমার আভরণ সমূহ লইয়া কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাবর্তন কর। আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।'

'প্রভু, আপনার সঙ্গে আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

বোধিসত্ত্ব আবার কহিলেন—ভাই, তুমি প্রব্রজ্যাজীবন যাপন করিতে পারিবেনা। নগরে প্রত্যাবর্তন কর।' এইরূপে তিনি তৃতীয় বার পর্যন্ত ছন্নের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাজকীয় আভরণ ও কন্থকের ভার তাহার উপর সঁপিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'আমার মস্তকে সুবিন্যস্ত এই কেশকলাপ শ্রামণ্যজীবনের পক্ষে শোভনীয় নহে। আবার অন্য কাহারো দ্বারা বোধিসত্ত্বের শিরমুণ্ডন করাও অনুচিত। অতএব আমার এই সুদীর্ঘ কেশদাম স্বীয় অস্ত্রের সাহায্যে আমি নিজেই ছেদন করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে রাজমুকুট সহ মস্তকের কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া নিজেই তাহা কর্তন করিয়া ফেলিলেন। কর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বি-আঙ্গুল প্রমাণ কেশমূল সমূহ ক্রমাগত দক্ষিণমুখী আবর্তিত হইয়া তাঁহার শিরচর্মে লীন হইয়াছিল। জীবিত কালাবধি তাঁহার কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু সেই পরিমাণই ছিল। পুনবায় ছেদন করার আর কোনদিন প্রয়োজন হয় নাই।

তখন বোধিসত্ত্ব রাজমুকুট ও ছিন্ন কেশগুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন— 'যদি সত্য সত্যই আমার বুদ্ধত্বলাভের নিশ্চয়তা থাকে, তবে এই গুলি ঊর্ধাকাশে স্থিত থাকিবে? অন্যথায় ভূমিতলে পতিত হইবে।' এই সত্যক্রিয়া উচ্চারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহা ঊর্ধদিকে ক্ষেপন করিলেন। রত্নখচিত মুকুট ও সেই কেশগুচ্ছ যোজন প্রমাণ উর্ধে উঠিয়া অন্তরীক্ষে স্থির হইয়া রহিল। দেবরাজ ইন্দ্র দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া তাহা এক রত্নাধারে গ্রহণ করিলেন এবং ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গলোকে তদ্বারা চূড়ামণি নামক এক চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

> সুরভিত কেশচূড়া করিয়া ছেদন
> মহাসত্ত্ব নভোপানে করিলা ক্ষেপন।
> দেবরাজ সেই কেশ স্বর্ণপাত্রে ধরি
> রক্ষা করে আপনার মস্তক উপরি।

সেই মহান পুরুষ পুনবায় চিন্তা করিলেন—এই কাশীদেশ-জাত সূক্ষ্ম বস্ত্রও আমার সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে অশোভন হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের অন্তরে

এই চিন্তাব উদয় হইলে কশ্যপবুদ্ধেব সময়কাব তাঁহাব এক প্রাচীন কুম্ভকাব বন্ধু সুদীর্ঘ বুদ্ধান্তব কালেব মধ্যেও যাহাব সঙ্গে মিত্রতাব বন্ধন শিথিল হয নাই সেই মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে বসিযা মনস্থ কবিলেন—'অদ্য আমাব বহু কালেব প্রাচীন বন্ধু সিদ্ধার্থ কুমাব মহাভিনিষ্ক্রমণ কবিয়াছেন। তাঁহাব জন্য প্রব্রজিতদেব ব্যবহার্য উপকবণ লইযা আমি তথায় গমন কবিব।

উদক-স্রাবক সূচী ক্ষুব পিণ্ডপাত্র
ত্রিচীবব কটিবন্ধ এই অষ্ট মাত্র,
পার্থিব সম্পদ মুক্ত বহে ভিক্ষুগণ
ইহাব অধিক আব নাহি কিছু ধন।

তখন মহাব্রহ্মা শ্রমণদেব ব্যবহার্য এই অষ্টবিধ উপকবণ আনিযা সেই মহান পুরুষেব হস্তে অর্পণ কবিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই কাষায় বসন ও উপকবণ সমূহেব দ্বাবা পবিপূর্ণ প্রব্রজিত বেশ ধাবণ কবিযা ছন্নকে কহিলেন—

'ভাই ছন্ন, তুমি এখন ফিবিযা যাও, মতাপিতাকে আমাব নিবাময সংবাদ জ্ঞাপন কবিও।' এই বলিযা বোধিসত্ত্ব ছন্নকে বিদায দিলেন। ছন্নও অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিয়া বাধ্য হইয়া বোধিসত্ত্বেব নিকট বিদায গ্রহণ কবিল। তাঁহাদেব বিদায়-সূচক কথোপকথন ও ভাব-বিনিময় লক্ষ্য কবিয়া অশ্ববাজ কন্থক ভাবিল আমাব ভাগ্যে বোধ হয আব প্রভুদর্শন ঘটিবে না।' সত্যই সেদিন বোধিসত্ত্ব দৃষ্টিব অন্তবাল হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই শোকেব বেগ সহ্য কবিতে না পাবিযা তাহাব হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইযাছিল। ফলে মৃত্যুববণ কবিযা সে ত্রযত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া কন্থক দেবপুত্র নামে অভিহিত হইযাছিল। এতক্ষণ সাবথী ছন্নেব হৃদযে একটি মাত্র শোকবেদনা ছিল। অশ্ববাজেব মৃত্যুতে এইবাব দ্বিবিধ শোক-যন্ত্রণায সে অত্যধিক বোদন ও পবিদেবন কবিতে কবিতে নগবে প্রত্যাবর্তন কবিল।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাব চিব আকাঙ্ক্ষিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিলেন। তখন সেই প্রদেশে অনুপ্রিয় নামে এক বমণীয আম্রবন ছিল। তথায তিনি প্রব্রজ্যাজনিত পবমানন্দে সপ্তাহ অতিবাহিত কবাব পব পদব্রজে একদিনেই ত্রিশযোজন পথ অতিক্রম কবিযা বাজগৃহ নগবে পৌছিলেন। নগব-সীমায প্রবেশ কবিয়া বোধিসত্ত্ব ধনী, দবিদ্র কোন গৃহ বিচাব না কবিযা প্রতি দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা সংগ্রহ কবিতেছিলেন।

বোধিসত্ত্বেব অতুলনীয রূপেব জৌলুসে সমগ্র নগব এক অপরূপ

শোভাধাবণ কবিল। তাহা দেখিয়া সকলেব মনে হইল যেন রাজগৃহ নগবে কোন ধনপালের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিম্বা দেবনগবে অসুবেন্দ্র প্রবেশ কবিয়াছেন। নগবরক্ষী বাজ-অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ বাজাব নিকট উপস্থিত হইযা সব বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিযা নিবেদন কবিল—'প্রভু, নগবে এই বকম একজন পুরুষ দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা কবিতেছেন। তিনি কি দেবতা, মানব অথবা কি নাগ, কিম্বা সুপর্ণ প্রকৃতই কে এই পুরুষ আমবা কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না।' বাজা স্বযং প্রাসাদোপবি আবোহণ করিযা সেই মহান পুরুষকে দর্শন কবিয়া নিজেও চমৎকৃত হইলেন এবং তখনই অমাত্যগণকে আদেশ দিলেন—'যাও তোমবা তাঁহাব পশ্চাৎ অনুসরণ কব এবং লক্ষ্য রাখিও। যদি এই পুরুষ অমনুষ্য হন নগব-সীমাব বাহিবে গিয়া অন্তর্হিত হইবেন, যদি দেবতা হন আকাশমার্গে উদাও হইযা যাইবেন, যদি নাগবাজ হন মৃত্তিকা ভেদ কবিযা অদৃশ্য হইবেন, আব যদি মানব হন কোথাও বসিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন কবিবেন।'

সেই মহান পুরুষ সর্ববিধ ভিক্ষান্ন মিশ্রিতভাবে গ্রহণ করিযা—'ইহাই আমাব দিন যাপনেব পক্ষে যথেষ্ট' এই চিন্তা কবিয়া প্রবেশ-দ্বাব দিয়াই নগব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পণ্ডব (৩) পর্বতেব ছায়ায় পূর্বমুখী উপবেশন কবিয়া ভিক্ষান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে প্রদত্ত অন্নসমূহ ঘৃণায় তাঁহার বমি হইবাব উপক্রম হইল। কাবণ এইরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য তিনি জীবনে চোখেও দেখেন নাই। অতএব ভিক্ষালব্ধ সেই নিকৃষ্ট আহার্যেব প্রতি প্রবল ঘৃণাব উদ্রেক হইলে বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন—'সিদ্ধার্থ, তুমি ত্রিবর্ষীয প্রাচীন সুগন্ধ শালিধান্যেব ভাত ও প্রচুর সুস্বাদু ব্যঞ্জন যেখানে সহজলভ্য, সেইরূপ প্রভূত সম্পদশালী বাজপবিবাবে জন্মগ্রহণ কবিয়াও এক পাংশুকুলধাবী (৪) প্রব্রজিত পুরুষ দেখিয়া—'কখন আমিও এইরূপ ভিক্ষান্নে জীবন যাপন কবিব, আমাব সেই সময আসিবে কিনা'—এই উদ্দেশ্য নিযাই নিষ্ক্রান্ত হইযাছ। আর তুমি এখন এইসব কি কবিতেছ।' এইরূপে নিজকে উপদেশ দিযা তিনি নির্বিকাব চিত্তে সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন কবিলেন।

৩। রাজগৃহেব অন্যতম পর্বত।

৪। যাহারা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিযা ধাবণ করে।

অমাত্যগণ সব ব্যাপাব অনুধাবন কবিয়া তাহা তখনই বাজাব কর্ণগোচব কবিলেন। দূতমুখে সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই বাজা বিম্বিসাব সত্বব নগব-সীমার বাহিবে বোধিসত্ব সমীপে আগমন কবিযা তাঁহাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইযা তাঁহাকে আপনাব সমস্ত বাজ্য-সম্পদ দান কবিলেন।

তখন সেই মহান পুরুষ নবপতি বিম্বিসারকে কহিলেন—'মহাবাজ, বিষয়-কাম কিম্বা ক্লেশ-কাম কোনটাই আমাব প্রয়োজন নাই, আমি পরম সম্বোধিলাভেব উদ্দেশ্যেই গৃহত্যাগ কবিযাছি।' বাজা নানা প্রকাবে অনুবোধ কবিযাও তাঁহাকে সম্মত কবাইতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে কহিলেন—'আপনি অবশ্যই বুদ্ধ হইতে পাবিবেন। যাহাই হউক আপনাব প্রতি আমাব একটি অনুবোধ বহিল—বুদ্ধত্ব লাভ কবিযা প্রথমেই আমাব বাজ্যে আগমন কবিতে হইবে। *

মগধ-বাজ বিম্বিসাবকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বোধিসত্ব বিচবণ কবিতে কবিতে যথাক্রমে আসিযা ঋষি আলাঢকালাম ও উদ্রক বামপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিলেন। তাঁহাদের নিকট সমাপত্তি-ধ্যান পর্যন্ত লাভ কবিযা তিনি বুঝিলেন—ইহা সম্বোধিলাভেব যথার্থ পথ নয়। অতএব সেই সমাপত্তি-ধ্যানেও পবিতৃপ্ত না হইয়া বোধিসত্ব মানব সমাজকে আপনার দৃঢবীর্য প্রদর্শনেব উদ্দেশ্যে কঠোব কৃচ্ছ্র সাধনেব সংকল্প গ্রহণ কবিলেন। এবং উরুবিল্বে উপনীত হইয়া—'এই স্থানটি বডই বমণীয়' এই চিত্ত উৎপাদন কবিযা তথায় কঠোব সাধনায ব্রতী হইলেন।

কোণ্ডন্যপ্রমুখ পাঁচজন সন্ন্যাসী লক্ষ্যহীনভাবে গ্রাম, জনপদ ও দেশ-দেশান্তব বিচবণ কবিতে কবিতে অবশেষে একদিন বোধিসত্ত্বেব সাধনভূমিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। অতঃপব তাঁহাবা কঠোব সাধনাবত সিদ্ধার্থকে প্রযোজনীয় সেবা-যত্ন ও পবিচর্যা কবিতে কবিতে—'সম্ভবতঃ এখনই ইনি বুদ্ধত্বলাভ কবিবেন, এখনই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন" এই আশায দীর্ঘ ছয বৎসব অতি-বাহিত কবিলেন। বোধিসত্বও চবম কৃচ্ছ্র সাধনেব সংকল্প লইযা সমস্ত বকমেব আহার্য পবিত্যাগ পূর্বক দিনে একটি মাত্র তণ্ডুল বা তিল ভক্ষণ কবিয়া কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন। সেই অল্পাহাবেব দরুণ তাঁহাব শবীব কঙ্কালসাব হইল, কাঞ্চণবর্ণ দেহ ঘোব কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তবিত হইল এবং

* এই ঘটনা এখানে সংক্ষেপেই প্রদত্ত হইযাছে। বিশদভাবে জানিতে হইলে—'পব্বজ্জং কিত্তযিস্‌সামি যথা পব্বজি চক্‌খুমা' এই প্রব্রজ্যা সূত্র অর্থকথা সহ জ্ঞাতব্য।

মহাপুরুষের বত্রিশটি মাঙ্গল্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তবে দেবতারা তখন তাঁহার দেহে লোমকূপ দিয়া জীবনী শক্তিধারক পুষ্টিকর ওজ পরিবেশন করিতেন।

তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চংক্রমণ (পায়চারি) করিতে করিতে অত্যধিক দুর্বলতা হেতু একবার চংক্রমণ গৃহে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহা দর্শন করিয়া কতিপয় দেবতা বলিলেন—'শ্রমণ গৌতমের মৃত্যু হইয়াছে' আবার কোন কোন দেবতা বলিয়াছিলেন—'ইহাই অর্হত্বলাভের শেষ অবস্থা।'

তন্মধ্যে যে সব দেবতা সিদ্ধার্থের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।'

রাজা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, নাকি লাভ না করিয়াই মৃত্যু হইয়াছে?'

প্রত্যুত্তরে দেবতারা বলিলেন—মহারাজ, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। শারীরিক দুর্বলতায় কৃচ্ছ্র সাধনভূমিতে পতিত হইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। বোধিজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার পুত্রের মৃত্যু হইতে পারে না।' এই বলিয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন।

দৈবপ্রদত্ত সেই সংবাদ রাজার অবিশ্বাসের প্রধান হেতু হইল—ঋষি কালদেবলকে প্রণামের দিনে এবং হলকর্ষণ উৎসবে জম্বুবৃক্ষের তলায় সিদ্ধার্থের অলৌকিক ঋদ্ধি দর্শন।

বোধিসত্ত্ব সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলে সেই দেবতারা পুনরায় গিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার পুত্র সুস্থই আছেন।

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—'আমি পূর্বেও জানিতাম যে আমার পুত্রের মৃত্যু হয় নাই।'

সেই মহান পুরুষের দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল দুষ্কর তপস্যার কথা অন্তরীক্ষ হইতে ঘণ্টাধ্বনির মতই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনার দ্বারা বোধিমার্গ লাভ করা সম্ভব নয়—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যখন গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য আহারে প্রবৃত্ত

হইলেন—অতঃপর তাঁহার দেহে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহ পূর্বের মত স্বাভাবিক অবস্থায় পরিস্ফুট হইল, দেহের বর্ণ পুনরায় তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া পঞ্চবর্গীয় (১) ভিক্ষুরা ভাবিতে লাগিলেন—শ্রমণ গৌতম দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়াও সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলেন না। আর এখন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যে দেহকে পরিপুষ্ট করিয়া তিনি কী-ই বা করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ তিনি এখন তপঃভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইঁহার নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশার অর্থ শিশির বিন্দুতে শির ধৌত করার প্রচেষ্টারই সামিল। ইহা দ্বারা আমাদের কী-ই বা লাভ হইবে।” এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব পাত্রচীবর লইয়া সেই মহান পুরুষকে তথায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা তথা হইতে আঠার যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ঋষিপতন নামক এক বনখণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সেই সময় উরুবিল্বে (বর্তমান গয়ায়) সেনানী-নামে এক গ্রাম ছিল। তখন ঐ গ্রামের প্রধান শ্রেষ্ঠীর গৃহে সুজাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ যোগ্যা হইলে শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতা এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—‘যদি আমি সম মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে পতি লাভ করি এবং আমার প্রথম গর্ভে পুত্রসন্তান লাভ হয়। তাহা হইলে প্রতি বৎসর লক্ষ কর্ষাপণ ব্যয়ে আমি তোমায় অর্ঘ্যদান করিব। যথাকালে তাঁহার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বকীয় মানস অনুসারে সুজাতা সেই মহান পুরুষের দুষ্কর সাধনার ষষ্ঠ বর্ষে পরিপূর্ণ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে পূজা নিবেদনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম হইতেই তিনি সহস্র দুগ্ধবতী গাভীকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত যষ্টি মধুবনে (৩) চরাইয়া আনাইলেন। পরদিন সেই সহস্র গাভীকে দোহন করাইয়া তাহা পঞ্চশত গাভীকে পান করাইলেন এবং সেই পঞ্চশত গাভীর দুধ পুনরায় আড়াই-শ গাভীকে পান করাইলেন। এইরূপে দুগ্ধের ঘনতা, মধুরতা ও পুষ্টিকারিতা বর্দ্ধিত করার উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে গাভী হইতে গাভীতে

১। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু—কোণ্ডণ্য, ভদ্দিয়, অশ্বজিৎ, পুনর্বসু ও বপ্প।

৩। রুচি ও সুমিষ্ট তৃণ-সমাচ্ছন্ন গোচারণ ভূমি।

দুগ্ধ পরিবর্তনের দ্বারা ষোলটি গাভীর দুগ্ধ আটটি গাভীকে পান করান পর্যন্ত দুগ্ধের উপযোগীতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠিদুহিতা সুজাতা পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা দিনের প্রাতঃকালে বনস্পতিকে অর্ঘ্যদানের সংকল্প করিয়া সেদিন অতি প্রত্যুষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া সেই অষ্ট গাভীকে দোহন করাইলেন। দোহনকালে গো-বৎসগুলি মাতৃস্তনের কাছেও ঘেষিল না এবং দোহনের নিমিত্ত আনীত নূতন পাত্রসমূহ স্তনমূলে স্থাপন করিবা মাত্র স্তন হইতে স্বতঃই ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সুজাতা স্বহস্তে ক্ষীর সমূহ অন্য একটি নূতন পাত্রে ঢালিয়া স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পায়সান্ন পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। রন্ধনের সময় তাহাতে বড় বড় বুদ্‌বুদ্ সমুত্থিত হইয়া বরাবর দক্ষিণাবর্তে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অথচ বিন্দুমাত্র ক্ষীরও পাত্র হইতে বাহিরে পড়িল না, অথবা অগ্নি হইতে সামান্য মাত্র ধূমও উত্থিত হইল না। সেই সময় চারি লোকপাল দেবতা তথায় আগমন করিয়া উনুনের চতুর্দিকে অগ্নি-রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। উপরিভাগে মহাব্রহ্মা শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া এবং দেবরাজ ইন্দ্র সম পরিমানে জ্বালানী কাষ্ঠ পরিবেশনে নিযুক্ত রহিলেন। আর অন্যান্য দেবতারাও দিব্যশক্তি প্রভাবে দণ্ড-মৌছাক নিংড়াইয়া মধু সংগ্রহের ন্যায় দুই সহস্র দ্বীপবেষ্টিত চারি মহাদ্বীপের উৎকৃষ্ট ওজসমূহ আহরণ করিয়া সেই পায়স-পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অন্য সময়ে দেবতারা সেই মহান পুরুষের ভোজনকালে প্রতি গ্রাসের সহিত ওজ মিশাইয়া থাকেন। কিন্তু সম্বোধি ও পরিনির্বান দিবসে উনুনস্থ পক্কমান পাত্রের মধ্যেই তাহা নিক্ষেপ করেন।

একই দিনে সুজাতা স্বতঃ প্রকাশিত বহুবিধ আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ণা নাম্নী দাসীকে বলিলেন—'মা পূর্ণা, অদ্য আমাদের দেবতা অত্যন্ত প্রসন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। এতকাল যাবৎ আমরা এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা আর কোনদিন দেখি নাই। তুমি যাও শীঘ্রই পূজার বেদী পরিষ্কার করিয়া আস।' তাঁহার আদেশে দাসী সহসা বৃক্ষতলায় আগমন করিল।

বোধিসত্বও সেই রাত্রে পঞ্চবিধ মহাস্বপ্ন দর্শন করিয়া—'আমি আজ নিশ্চয় বুদ্ধ হইতে পারিব' এই আত্মবিশ্বাসে বদ্ধমূল হইয়া নিশা অবসানে স্নান-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেই বটবৃক্ষতলায় আসিয়া ভিক্ষাকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রভায় সেই বিশাল বনস্পতি আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর পূর্ণা দাসী তথায় গিয়া দেখিল—পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহ-নিঃসৃত রশ্মিচ্ছটায় বনস্পতির আপাদ-মস্তক সোনার মত উজ্জ্বল দেখিয়া পূর্ণা চিন্তা করিল—'অদ্য আমাদের দেবতা স্বহস্তে পূজা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া মূলদেশেই বসিয়া আছেন।" এই ভাবিয়া সমুৎফুল্ল হৃদয়ে তথা হইতে সহসা প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদে সুজাতা অত্যধিক আনন্দিতা হইয়া পূর্ণা দাসীকে স্বীয় আত্মজার মত উপযুক্ত অলঙ্কারে সজ্জিতা করিয়া কহিল—'মা পূর্ণা, অদ্য হইতে তুমি আমার জ্যৈষ্ঠা কন্যার পদে প্রতিষ্ঠিতা হইলে।'

কথিত আছে, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির দিনে বোধিসত্ত্বগণ লক্ষ টাকা দামের স্বর্ণময় পাত্র লাভ করিয়া থাকেন। সেদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতার চিত্তেও সোণার পাত্রে অর্ঘ্যদানের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি সুবর্ণপাত্র বাহির করাইলেন এবং পায়স সমূহ তাহাতে ঢালিয়া লইবার ইচ্ছায় মূল পায়স-পাত্রটি যখনই উপুড় করিলেন, তখন পদ্মপত্র হইতে জল-বিন্দুর মত সমস্ত পায়স নিঃশেষে স্বর্ণ-পাত্রে পতিত হইল। পাত্রটি পায়সে পরিপূর্ণ হইল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ঐ পাত্রটিকে অপর একখানি স্বর্ণময় আবরণী দ্বারা আবৃত করিয়া তাহা আবার বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তৎপর সর্ববিধ আভরণে নিজেও অলঙ্কৃত হইয়া পায়সপূর্ণ পাত্রটি স্বয়ং মাথায় বহন করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে আগমন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকন্যা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্রই বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিয়া বিপুল আনন্দে শ্রদ্ধানতা মস্তকে প্রণাম করিতে করিতে আগাইয়া আসিলেন। পরে শির হইতে স্বর্ণ-পাত্রটি ভূমিতে রাখিয়া আবরণ-মুক্ত করিলেন এবং সুবর্ণভৃঙ্গারে সুবাসিত পানীয় জল লইয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতা বোধিসত্ত্বের সম্মুখে দান দেওয়ার ভঙ্গীতে প্রণতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কুম্ভকার-মহাব্রহ্মা প্রদত্ত মাটির পাত্রটি এতদিন যাহা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কিন্তু তিনি এখন তাহা দেখিতে পাইলেন না। হঠাৎ তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বীয় পাত্র না পাইয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া শুধু পানীয় জল গ্রহণ করিলেন। অবশেষে শ্রেষ্ঠিকন্যা সপাত্র মধুর পায়সান্ন সমূহ সেই মহান পুরুষের হস্তে তুলিয়া দিলেন।

অতঃপর যখন সেই মহান পুরুষ শ্রেষ্ঠিকন্যার দিকে তাকাইলেন তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে বিনম্র বচনে কহিলেন—'দেব, সপাত্র এই পায়সান্ন ও সুগন্ধ পানীয় আপনাকে দান করিলাম। এই দান গ্রহণ করিয়া আপনি যথা ইচ্ছা প্রস্থান করিতে পারেন। আজ আমার যেমন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ এই নির্জলা পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া আপনার মনস্কামনাও সিদ্ধ হউক।' এই প্রার্থনা করিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা লক্ষমুদ্রা মূল্যের সেই স্বর্ণপাত্র পুরাতন মৃত্তিকাভাণ্ডের মতই পরিত্যাগ করিয়া নিরাসক্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে বোধিসত্ত্ব ন্যগ্রোধমূল হইতে উঠিয়া পাত্রহস্তে বৃক্ষের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে নৈরঞ্জনা (১) নদীতীরে আগমন করিলেন। সেই নদীতে পূর্ব-পূর্ব শত-সহস্র বোধিসত্ত্বদের সম্বোধি-দিবসে অবগাহনের নিমিত্ত এক স্নানতীর্থ বিদ্যমান ছিল। তিনি তথায় পাত্রটি রাখিয়া নদীতে নামিয়া অবগাহন করিলেন। তৎপর লক্ষ লক্ষ অতীত বুদ্ধগণের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব-মুখী উপবেশন করিলেন এবং এক-বীজবিশিষ্ট পক্ক তালের সম পরিমান ঊন-পঞ্চাশ কবলে বিভক্ত করিয়া পাত্রস্থ সমস্ত মধুর পায়স নিঃশেষে ভোজন করিলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর সপ্ত-সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডপে অবস্থান কালে ইহাই ছিল তাঁহার পরিপূর্ণ ঊন-পঞ্চাশ দিনের আহার। এই অন্তবর্তী কালের মধ্যে তিনি আর কোন প্রকার আহার্য বস্তু গ্রহণ, অবগাহন, মুখ প্রক্ষালন কিম্বা শৌচ-ক্রিয়াদি কিছুই সম্পাদন করেন নাই। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-সুখ, মার্গ-সুখ ও ফল-সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ভোজন সমাপনান্তে বোধিসত্ত্ব মহামূল্য স্বর্ণ পাত্রটি হস্তে রাখিয়া সত্যক্রিয়া করিলেন—'যদি আমি অদ্য সত্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিব, তাহা হইলে এই পাত্র স্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইবে, আর যদি না পারিব অনুকূল স্রোতেই ধাবিত হইবে।' এই বলিয়া তিনি পাত্রটি নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

ভাসমান পাত্রটি প্রথম খরস্রোতা তটিনীর স্রোতধারা ভেদ করিয়া মধ্য-ভাগে পৌঁছিল। এবং পরমুহূর্তে প্রবল শক্তিশালী তুরঙ্গের মত ক্ষিপ্রবেগে

১। বর্তমান ফল্গু নদী নামে পরিচিত।

নদীস্রোতের উর্ধ্বদিকে আশী হস্ত পর্যন্ত ধাবিত হইয়া নদীর এক কুণ্ডলাবর্তে নিমজ্জিত হইয়া গেল। সেই নদীর গভীরতম তলদেশে নাগরাজ কালের ভবনে সুরক্ষিত বর্তমান কালের পূর্ববর্তী তিন বুদ্ধের তিনটি পাত্রের সহিত তাহা মিলিত হইয়া সংঘর্ষণ জনিত শব্দে স্বীয় আগমন সঙ্কেত ঘোষণা করিয়া সর্বনিম্নে প্রতিষ্ঠিত হইল। নাগরাজ কাল সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'গতকল্য একজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। পুনরায় অদ্য অপর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব।' এই বলিয়া শত শত প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। এই বিশাল পৃথিবীর মৃত্তিকা রাশি উর্ধ্বদিকে একযোজন ত্রি-গব্যুতি (১) প্রমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্তির সুদীর্ঘ কালপ্রবাহ তাঁহার নিকট গত কল্য হইতে অদ্য সদৃশ সংক্ষিপ্ত প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেদিন নদীতীরের পুষ্পিত শালোদ্যানে দিবাভাগ ক্ষেপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে কুসুম সমূহের বৃন্তচ্যুতি আসন্ন হইয়া আসিলে তিনি অষ্ট-উসভ বিস্তৃত দৈবনির্মিত সরণী বাহিয়া প্রবল পরাক্রমশীল সিংহলীলায় বোধিমণ্ডপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন নাগ, যক্ষ ও সুপর্ণগণ তাঁহাকে দিব্য কুসুমের দ্বারা পূজা করিতেছিলেন। দিব্য সঙ্গীতে অন্তরীক্ষ ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল এবং দশ সহস্র চক্রবাল অনুরূপ নিয়মে পূজা ও স্তবগানে মুখরিত হইতেছিল।

সেই সময় সোথিয় নামে একজন তৃণ সংগ্রহকারী মাথায় তৃণের বোঝা লইয়া বোধিসত্ত্বের একই রাস্তার বিপরীৎ দিক হইতে আসিতেছিল। পথি-মধ্যে দুই জনের সাক্ষাৎ ঘটিল। মহাপুরুষের মাঙ্গল্য লক্ষণে পরিপূর্ণ বোধিসত্ত্বের অবয়ব লক্ষ্য করিয়া সোথিয় পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই মহান পুরুষের হস্তে আটমুষ্টি তৃণ দান করিল। বোধিসত্ত্ব তৃণগুচ্ছ সমূহ লইয়া বোধিমণ্ডপে আরোহণ করিয়া যখন দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন—সেই মুহূর্তে তাঁহার মনে হইল যেন দক্ষিণদিগন্ত নমিত হইয়া নিম্নে অবীচি নরকে যুক্ত হইতেছে এবং উত্তরদিগন্ত উর্ধ্বগামী হইয়া ভবাগ্র স্পর্শ করিতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—ইহা সম্বোধি লাভের স্থান হইতে পারে না। এই চিন্তা করিয়া তিনি পুন মণ্ডপ প্রদক্ষিণান্তে পশ্চিম পার্শ্বে পূর্বমুখী দণ্ডায়মান হইলে পশ্চিম দিগন্ত অবনমিত হইয়া অবীচি নরকে এবং পূর্ব দিগন্ত উর্ধ্বে উঠিয়া ভবাগ্রে পৌছার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বোধিসত্ত্ব ইহাও

১। গব্যুতি—এক যোজনের চতুর্থাংশ বা দুই মাইলের কিছু কম।

সম্বোধি প্রাপ্তির স্থান হইতে পারে না ভাবিয়া পুনরায় উত্তরদিকে গিয়া দক্ষিণমুখী দণ্ডায়মান হইলেন। তখনও উত্তর দিগন্ত নমিত হইয়া অবীচি নরক এবং দক্ষিণদিগন্ত ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভবাগ্র স্পর্শ করার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তিনি বোধিমণ্ডপের যে পার্শ্বেই দাঁড়াইলেন, নাভিদেশে প্রতিষ্ঠিত নেমি সঞ্চালনে ঘূর্ণায়মান এক বিরাট শকটচক্রের ন্যায় এই মহা পৃথিবী যেন উন্নত অবনত লীলায় ঘুরপাক খাইতেছিল। বোধিসত্ত্ব—'এই দিক সমূহ সম্বোধি লাভের স্থান নয়' চিন্তা করিয়া পুনরায় একবার বোধিমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিলেন এবং এইবার তিনি পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বদিকই সকল বোধিসত্ত্বের বোধিপালঙ্ক স্থান। কোন অবস্থাতেই তাহা চালিত বা কম্পিত হয় না। ইহা সমস্ত বুদ্ধগণের সম্বোধি-লাভের অপরিহার্য অটল ভূমি ও কলুষপঞ্জর ধ্বংস করার যথার্থ স্থান—এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর সেই মহান পুরুষ বোধিমণ্ডপের উপরিভাগে সেই তৃণ সমূহ ছড়াইয়া দিলেন। ফলে তাহার উপর চৌদ্দ হস্ত পরিমিত এক বিস্তৃত আসন রচিত হইল। তৃণ সমূহ তথায় এত সূক্ষ্ম নিয়মে বিন্যস্ত হইয়াছিল যে কোন সুদক্ষ শিল্পী বা লিপিকারের পক্ষেও এত দক্ষতার সহিত তৃণাসন রচনা সম্ভব নয়।

তখন সেই মহান পুরুষ বোধিবৃক্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া পূর্বের দিকে মুখ করিয়া দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন—নিঃশেষে আমার রক্তমাংস সব শুকাইয়া যাউক, চর্ম, শিরা এবং অস্থি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকুক—তবু সম্যক জ্ঞান লাভ না করিয়া এই আসন ভঙ্গ করিব না। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই অপরাজেয় পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। শত অশনি সম্পাতেও তাঁহার এই আসন ভঙ্গ হইবার নয়।

সেই সময় তৃষ্ণার অপদেবতা মার দেবপুত্র চিন্তা করিল—দেখিতেছি কুমার সিদ্ধার্থ আমার শাসন অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া মার দেবপুত্র স্বীয় সেনাবাহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল এবং মার-ঘোষণার দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সমস্ত মার সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া ঘন ঘন যুদ্ধধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িল। মারের সৈন্যদল মার দেবপুত্রের সম্মুখপানে বার যোজন, যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে বার যোজন, পশ্চাতে চক্রবালের সীমানা পর্যন্ত এবং ঊর্ধ্বে নয় যোজন বিস্তৃত ছিল। যখন সেই মার সৈন্যদল এক সঙ্গে রণহুঙ্কার

দিয়া উঠিল, তখন মনে হইল যেন পৃথিবীতে লক্ষ যোজন ব্যাপী ভূমিকম্প সুরু হইযাছে।

অতঃপব মাব দেবপুত্র তাঁহাব দেড শ যোজন উচ্চ গিবিমেখলা নামক হস্তীপৃষ্ঠে আবোহণ পূর্বক দেহ হইতে সহস্র হস্ত বাহিব কবিযা তাহাতে বিভিন্ন বকম অস্ত্র ধাবণ কবিল। অবশিষ্ট মার সৈন্যদেব মধ্যেও কোন দুই জনেব হাতে এক বকম অস্ত্র ছিল না। তাহাদেব প্রত্যেকেব বর্ণ এবং চেহাবাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মহাসত্বকে আক্রমণেব উদ্দেশ্যে এই সৈন্যদল প্রলযঙ্কব বন্যা-স্রোতেব মত প্রবল বেগে আসিতেছিল।

তখন দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ বোধিসত্বেব স্তবগান কবিতে ব্যস্ত ছিলেন। দেববাজ ইন্দ্র বিজযোত্তব শঙ্খ বাজাইতেছিলেন। সেই শঙ্খ দৈর্ঘে একশ বিশ হস্ত। ইহাতে একবাব বাযূ পূবিত হইলে চাবিমাস কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাজিতে থাকে, তাবপব নীবব হয়। মহাকাল নামক নাগবাজ শতাধিক জযগানে বোধিসত্বেব স্তুতি কবিতেছিলেন। মহাব্রহ্মা মাথাব উপব শ্বেতছত্র ধাবণ কবিযা দণ্ডাযমান। কিন্তু যখনই মাব সৈন্যদল বোধিমণ্ডপেব দিকে আগাইয়া আসিল তখন নিজের জাযগায় একজন দেবতাও তিষ্টিতে পাবিলেন না। যে যেদিকে পাবিলেন প্রত্যেকেই পলাযন কবিলেন। কাল নাগবাজ মৃত্তিকা ভেদ করিযা পৃথিবীব তলায পাঁচশত যোজন নিম্নে মঞ্জেবিক নামক নাগভবনে উপনীত হইয়া উভয হস্তে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পডিলেন। শক্র তাঁহাব বিজযোত্তব শঙ্খ পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইযা চক্রবালেব প্রান্তসীমায হতভম্ব হইয়া দাঁডাইয়া বহিলেন। মহাব্রহ্মা চক্রবাল প্রান্তে তাঁহাব শ্বেতছত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মসদনে পলাইয়া গেলেন। একজন দেবতাও নিজের জায়গায থাকিতে সমর্থ হইলেন না। সকলেই সবিয়া পডিলেন। শুধু সেই মহান পুরুষ তথায একাকী বসিযা বহিলেন।

অতঃপব মার নিজেব সৈন্যদলকে লক্ষ্য কবিয়া বলিল—"বন্ধুগণ, শুদ্ধোদন রাজাব পুত্র সিদ্ধার্থ কুমাবেব সমকক্ষ অন্য কোন পুরুষ বিদ্যমান নাই। আমবা সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহাব সঙ্গে সক্ষম হইব না। অতএব আমবা তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতেই আক্রমণ কবিব।"

তখন সেই মহান পুরুষ দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নিজেব তিনদিক অবলোকন কবিয়া দেখিলেন—দেবতাবা সকলেই পলায়ন কবিযাছেন এবং সর্বত্র শূন্যতা বিবাজ কবিতেছে। তাবপব উত্তব দিক আচ্ছন্ন কবিয়া বন্যা-

স্রোতের মত মারসৈন্য আসিতেছে—দেখিয়া তিনি নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"এই বিরাট সৈন্যদল তাহাদের সর্বশক্তি একক আমার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিবে। এই স্থানে আমার মাতা-পিতা, ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় নাই। কিন্তু যে দশটি পারমী দীর্ঘদিন যাবৎ পোষ্য আত্মীয়ের ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে সেই দশ পারমীকে বর্ম ও শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া আমি মারের এই বিরাট সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিব"—এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন এবং দশ পারমীর অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর মার—ইহা দ্বারা আমি সিদ্ধার্থ কুমারকে বিতাড়িত করিব—মনস্থ করিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি করিল। সেই মুহূর্তেই পূর্ব এবং অন্যান্য দিক সমূহ হইতে প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। এই বাতাসের অর্দ্ধ যোজন, দুই যোজন এমন কি তিন যোজন উঁচু পর্বতচূড়া ভেদ করিয়া অরণ্যের বিরাট বিরাট বনস্পতি সমূহ সমূলে উৎপাটন করিয়া চতুর্দিকের গ্রাম-জনপদ সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার শক্তি ছিল। কিন্তু যখন তাহা বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আসিল, তাঁহার পুণ্যতেজে সব শক্তি খর্ব হইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের চীবরের ক্ষুদ্রতম অংশটুকু কম্পিত করিবার শক্তিও সেই বাতাসের অবশিষ্ট রহিল না।

প্রবল বৃষ্টিধারায় বোধিসত্ত্বকে পরাস্ত করিব এই সঙ্কল্প করিয়া মার মুষল-ধারায় বৃষ্টিপাতের সঞ্চার করিল। তাহার অসামান্য ক্ষমতা বলে আকাশে উপর্যুপরি শত সহস্র মেঘের স্তর পুঞ্জীভূত হইয়া প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রবলতম বৃষ্টিধারায় পৃথিবীর বুকে শত শত নদী, উপনদী ও শাখা-নদীর সৃষ্টি হইল। বন্যার জল বনস্পতি সমূহের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। কিন্তু সেই বন্যার স্রোত বোধিসত্ত্বের কাষায় বস্ত্রের বিন্দু পরিমিত স্থানও সিক্ত করিতে পারিল না।

তখন মার বড় বড় শিলা বর্ষণ সুরু করিল। বৃহৎ বৃহৎ পাষাণময় পর্বত-চূড়া সমূহ জ্বলন্ত অবস্থায় ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে প্রচণ্ডবেগে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের সমীপবর্তী হইয়া সেগুলি স্বর্গীয় পুষ্পগুচ্ছে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

তখন মার অস্ত্রবর্ষণ সুরু করিল। একমুখী ও দ্বিমুখী তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত অস্ত্র, বর্শা এবং তীর আদি ধূমায়িত ও জ্বলন্ত অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে আকাশে ছুটাছুটি

করিতে লাগিল। কিন্তু সেগুলি বোধিসত্ত্বের নিকট পৌঁছিয়া দিব্য কুসুমে পরিণত হইল।

মার তখন অঙ্গার বর্ষণ সুরু করিল। রক্তবর্ণ কিংশুক পুষ্পের মত জ্বলন্ত কয়লা সমূহ মুহূর্তেই সমগ্র অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই সব বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গীয় কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

তারপর মার জ্বলন্ত ছাই বর্ষণ সুরু করিল। অনতিচূর্ণ অগ্নিবর্ণ ছাইগুলি আকাশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের চরণে তাহা চন্দনের চূর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

এইবার মার তপ্ত বালুকণা বর্ষণ সুরু করিল। অতি সূক্ষ্ম বালুকা রাশি ধূমায়িত ও জ্বলন্ত অবস্থায় আকাশ হইতে বোধিসত্ত্বের চরণতলে দিব্য কুসুমের মত পড়িতে লাগিল।

তারপর মার কর্দম বর্ষণ সুরু করিল। ধূমায়িত ও জ্বলন্ত কর্দম সমূহ আকাশ হইতে বোধিসত্ত্বের চরণে দিব্য প্রলেপ হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে মার—এইভাবে ভয় দেখাইয়া আমি সিদ্ধার্থকে বিতাড়িত করিব মনস্থ করিয়া অন্ধকার সৃষ্টি করিল। ক্রমে সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে সর্বদিক আবৃত হইয়া গেল। কিন্তু সেই মহাতমোরাশি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে আসিয়া সূর্যালোকে ব্যাহত হওয়ার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে মার বায়ু, বর্ষা, পাষাণ, অস্ত্র, অঙ্গার, ছাই, বালি, কর্দম-বর্ষণ এবং অন্ধকারজনিত আক্রমণেও যখন বোধিসত্ত্বকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইল, তখন নিজের অনুচরবর্গকে ধমক দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিল।

'তোমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছ কেন? ধর এই রাজপুত্রকে। হত্যা কর অথবা বিতাড়িত কর।'

আর স্বয়ং মার দেবপুত্র গিরিমেখলা হস্তীর স্কন্ধোপরি দৃঢ়ভাবে উপবেশন করতঃ হস্তে চক্রায়ুধ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল—

সিদ্ধার্থ, এই আসন হইতে ওঠ, এই আসনে তোমার অধিকার নাই, ইহা আমারই প্রাপ্য।'

মারের এই কথা শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

'মার, তুমি দশটি পারমী, (১) দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী

১। বাহ্যিক বস্তু দানকে উপপারমী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানকে পারমী ও জীবনদান করাকে পরমার্থ পারমী বলা হয়।

কোনটাই পূর্ণ কর নাই এবং পাঁচটি মহাদান (২) কার্যও তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ছাড়া তুমি জ্ঞানচর্যা, (৩) লোকচর্যা ও বুদ্ধচর্যা একটিও পূর্ণ কর নাই। অতএব এই আসন তোমার প্রাপ্য নয়। ইহাতে সম্পূর্ণ আমারই অধিকার।

বোধিসত্ত্বের দৃপ্ত ঘোষণায় ক্রোধে আত্মসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া মার করস্থিত চক্রায়ুধ বোধিসত্ত্বকে প্রবল বেগে ছুঁড়িয়া মারিল। তখন বোধিসত্ত্ব দশবিধ পারমীর অনুধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অতএব তাহা বোধিসত্ত্বের শিরোপরি চন্দ্রাতপ রচনা করিল।

এই সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারবিশিষ্ট চক্রায়ুধ অন্য সময়ে এই রকম সক্রোধে নিক্ষিপ্ত হইলে ঘন পাষাণময় স্তম্ভও নব উদ্ভূত কোমল বংশলতার ন্যায় মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহা মাল্যবিতানের ন্যায় উর্ধ্বস্থিত দেখিয়া অবশিষ্ট মার সৈন্যরা—এখনই আসন হইতে উঠাইয়া বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প লইয়া বিরাট বিরাট পর্বতচূড়া সমূহ বোধিসত্ত্বের দিকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। তখনও বোধিসত্ত্ব দশ পারমীর অনুধ্যান করিতেছিলেন। ফলে তাহাও পুষ্পগুচ্ছে রূপান্তরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এই সময় দেবতারা চক্রবালের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া গ্রীবা প্রসারণ পূর্বক মর্মবেদনায় শির সঞ্চালন করিতে করিতে আক্ষেপের সুরে বলিতে লাগিলেন—"অহো! সব ধ্বংস হইল। সুকুমার সিদ্ধার্থের শ্রীমণ্ডিত দেহ আজ নিশ্চয় ধ্বংস হইয়া যাইবে। নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন।" এই বলিয়া বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহারা সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিতেছিলেন।

অতঃপর সেই মহান পুরুষ—'পারমীপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণের সম্বোধি দিবসে চিরপ্রাপ্ত আসন আমারই প্রাপ্য'—এই বলিয়া মারকে জিজ্ঞাসা করিল—

'মার, তুমি যে মহাদান দিয়াছ, কেহ কি তাহার সাক্ষী দিবে?'

মার কহিল—ইহারা সকলেই আমার সাক্ষী—এই বলিয়া যখন মার দেবপুত্র নিজের সৈন্যদলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল, তখন সকলেই 'আমি সাক্ষী' 'আমি সাক্ষী' বলিয়া ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড শব্দে গর্জিয়া উঠিল।

২। রাজ্য দান, স্ত্রী দান, পুত্র দান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও জীবন দান।

৩। জ্ঞানের সাধনা, বিশ্ব কল্যাণের সাধনা ও বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা।

তখন মার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল—'সিদ্ধার্থ, তুমি যে দান দিয়াছ তাহার সাক্ষী কে ?'

প্রত্যুত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'তোমার সাক্ষীরা সব প্রাণবান। কিন্তু আমার কাছে এখন কোন জীবন্ত সাক্ষী নাই। তবে যাহাই হউক, অন্যান্য জন্মে আমি যে সব দানকার্য সম্পাদন করিয়াছি তাহা বাদ দিলেও শুধু বেশ্বান্তর জন্মে সপ্তবার যে মহাদান দিয়াছি—এই নির্জীব জড় পৃথিবী তাহার সাক্ষী দিবে।' এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব কাষায় বস্ত্রের অন্তরাল হইতে বহিষ্কৃত দক্ষিণ হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া এই সত্যক্রিয়া করিলেন—'বেশ্বান্তর জন্মে আমি যে সাতবার মহাদান দিয়াছি—তুমি কি সেই দানের সাক্ষী, নাকি সাক্ষী নও ?'

তখন বিশাল ধরণী 'আমি তোমার সাক্ষী' আমি তোমার সাক্ষী' বলিয়া শত সহস্র লক্ষগুণ চীৎকারে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। মনে হইল পৃথিবী মার সৈন্যদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যেন এমন ভীষণ গর্জন করিল।

তারপর সেই মহান পুরুষ নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'সিদ্ধার্থ, তুমি সর্বোত্তম মহাদান দিয়াছ।' এই বলিয়া তিনি যখন বেশ্বান্তর জন্মে প্রদত্ত মহাদান যজ্ঞের বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন দেড়শ যোজন উঁচু মারের গিরিমেখলা হস্তী নতজানু হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মার সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে কোনও দুইজন এক রাস্তায় যাইতে সক্ষম হইল না। মাথার ভূষণ গায়ের আচ্ছাদন সব ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল।

মার সৈন্যদের পলায়ন করিতে দেখিয়া দেবতারা বলিতে লাগিলেন—'মারের পরাজয় হইয়াছে এবং সিদ্ধার্থ কুমার জয়লাভ করিয়াছেন। চলুন, আমরা তাঁহার বিজয়-উৎসব পালন করিব' এই বলিয়া নাগ-সুপর্ণ ও দেব-ব্রহ্মাগণ সুগন্ধ মাল্য হস্তে পরস্পরকে আহ্বান করিয়া সেই মহান পুরুষের নিকট বোধিপালঙ্ক স্থানে সম্মিলিত হইলেন এবং সকলেই মিলিত কণ্ঠে বোধিসত্ত্বের জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দশ হাজার চক্রবালের অন্যান্য দেবতারাও সুগন্ধ মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা পূজা করিলেন ও বহুবিধ প্রশস্তি করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়োল্লাসে বোধিতলে হৃষ্ট নাগগণ
বুদ্ধের বিজয় গীতি গাহে অনুক্ষণ
পাপী মার পরাজিত জয় ভগবন।

বোধিতলে নভোচারী করে জয়োল্লাস
পাপী মার পরাভূত বুদ্ধত্ব প্রকাশ
জয় ভগবান রবে ধ্বনিত আকাশ।
বোধিতলে জয় ধ্বনি করে ব্রহ্মাগণ
বুদ্ধের বিজয় গাথা গাহে অনুক্ষণ
পাপী মার পরাজিত জয় ভগবন।
বোধিতলে জয়োল্লাস করে দেবগণ
জয় বুদ্ধ জয় বলি গাহে সর্বক্ষণ
পাপী মার পরাভূত জয় ভগবন।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই বোধিসত্ত্ব মারকে পরাজিত করিলেন। তখন বোধিবৃক্ষ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কাষায় বস্ত্রের উপর প্রবালের মত রক্তবর্ণ কিশলয়-দল ছড়াইয়া দিল। সেই মহান পুরুষ রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বীয় এবং অপরের পূর্ব জন্মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলেন, দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষু এবং অন্তিম প্রহরে পটিচ্চ সমুপ্পাদ (১) বা কার্যকারণ-নীতি অধিগত হইলেন।

অতঃপর যখন তিনি দ্বাদশ আকার বিশিষ্ট প্রত্যয় সমূহ আদি হইতে অন্তে, আবার অন্ত হইতে আদিতে এইরূপে বার বার পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন— তখন আসমুদ্র দশ হাজার চক্রবাল দ্বাদশ বার কম্পিত হইল। যখন সেই মহান পুরুষ দশ সহস্র সৌরজগৎ ধ্বনিত করিয়া অরুণোদয় কালে পরম সম্বোধি-জ্ঞান অধিগত হইলেন তখন চক্রবাল সমূহ অপরূপ শোভা ধারণ করিল।

চক্রবালের পূর্ব প্রান্তে যে সব পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল সেগুলি আন্দোলিত হইয়া চক্রচালের পশ্চিমপ্রান্ত স্পর্শ করিল। ঠিক একই নিয়মে পশ্চিম প্রান্তের পতাকাগুলি উড়িতেছিল পূর্ব প্রান্ত অবধি, উত্তর প্রান্তের পতাকাগুলি দক্ষিণ প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্তের পতাকাগুলি উত্তর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমতল ভূমি হইতে যে সব পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল সেগুলি উর্ধ্বদিকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌছিল। আর ব্রহ্মলোক হইতে ঝুলন্ত পতাকাগুলি নিম্নে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিল। দশ সহস্র চক্রবালের পুষ্প বৃক্ষসমূহ ফুলে ফুলে সুশোভিত হইল। ফলন্ত বৃক্ষসমূহ ফলভারে ঝুঁকিয়া পড়িল। বৃক্ষস্কন্ধ সমূহে অসংখ্য স্কন্ধ-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। অনুরূপ ভাবে

১। বুদ্ধের সাধনা লব্ধ বা আবিষ্কৃত সত্য।

শাখা-পদ্ম সমূহ বৃক্ষশাখায়, লতার পদ্ম লতায় এবং আকাশ হইতে ফুটিল অসংখ্য ঝুলন্ত পদ্ম। পাথর ভেদ করিয়া উপর্যুপরি সপ্ত দণ্ডোপরি দণ্ডপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। এইরূপে দশ সহস্র চক্রবাল একটি পুষ্পগালিচার মত অনন্ত-লীলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একখানি কুসুমাস্তরণে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া চক্রবালের অভ্যন্তরে আট হাজার যোজন বিস্তৃত ঘোর তমসাচ্ছন্ন নরকগুলি—সপ্ত সূর্যের দীপ্ত প্রভায়ও যাহা কোনদিন আলোকিত হয় নাই, তাহাও এখন আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চুরাশি হাজার যোজন গভীর মহাসমুদ্রের লবণাম্বু মধুর রসে পরিণত হইল। প্রবহমান তটিনীর স্রোতধারা বন্ধ হইল। জন্মান্ধ মানবেরা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল, বধিরগণ শ্রবণশক্তি এবং পঙ্গুগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের শক্তি অর্জন করিল। কারাগারে বন্দীদের বন্ধনরজ্জু আপনা হইতেই খসিয়া গেল। এইরূপে তখন অপূর্ব জাঁকজমকপূর্ণ আশ্চর্য ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইতে থাকিলে সেই মহান পুরুষ তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া মনের আবেগে সকল বুদ্ধগণের মুখনিঃসৃত এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন।

জন্ম চক্রে বহুরূপে করি আবর্তন
করিয়াছি গৃহকার, তোমা অন্বেষণ
জাতি-জরা-দুঃখ তাপে মজি বার বার
আজি আমি লভিয়াছি সন্ধান তোমার

গৃহকূট ভগ্ন তব ভগ্ন উপাদান
চিত্ত মোর তৃষ্ণা শূন্য , মুক্তি অধিষ্ঠান
পুন আর গৃহ তব হবে না নির্মাণ
সকল নিগড় ছিন্ন, ক্লেশ অবসান !

তুষিত স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বোধিমণ্ডপে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এই ঘটনাবলীকে অবিদূর নিদান বলা হয়।

সন্তিক নিদান

সন্তিক নিদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যেমন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরের জেতবনে অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রেষ্ঠির আরামে বা মহাবনের কূটাগার শালায় অবস্থান করিতেছিলেন—এইরূপ যে যে স্থানে তিনি বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সব ঘটনাবলী সন্তিক নিদান নামে অভিহিত হইয়াছে।

পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের পরমানন্দে প্রথম উদাত্তবাণী উচ্চারণ করিয়া বোধিমণ্ডপে সমাসীন ভগবান বুদ্ধের মনে তখন এই চিন্তার উদয় হইল— আমি চারি অসংখ্যেয় এবং একলক্ষ কল্পেরও অধিককাল পর্যন্ত জন্মে জন্মে এই আসনের অধিকারী হইবার জন্য সাধনা করিয়া আসিয়াছি। এই আসন লাভের উদ্দেশ্যেই আমি এতকাল যাবৎ আমার গ্রীবামূল সহ অলঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন করিয়া দান দিয়াছি, কাজলপরা আঁখিযুগল ও শরীরের মাংস উৎপাটন করিয়া প্রার্থিজনকে সম্প্রদান করিয়াছি এবং জালিয় কুমারের ন্যায় সুকুমার পুত্র, কৃষ্ণাজিনের ন্যায় কোমলমতি শিশুকন্যা ও মাদ্রীদেবীর ন্যায় পতিপ্রাণা সহধর্মিনীকে দাসত্বজীবন যাপনের জন্য অন্যের নিকট সঁপিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করি নাই। সত্যই ইহা আমার চির আকাঙ্খিত জয়পালঙ্ক। এই আসনে বসিয়াই আমার মহান সঙ্কল্প পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব এত সহসা আমি এই আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তথাগত বহু লক্ষকোটি সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সপ্তাহকাল সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। সেই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—অতঃপর ভগবান বিমুক্তি সুখ উপভোগ করিতে করিতে সপ্তাহ কাল একাসনেই বসিয়া রহিলেন। তাহা দর্শন করিয়া কতিপয় দেবতার চিত্তে এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইল—সম্ভবতঃ সিদ্ধার্থের কর্তব্য আজো সমাপ্ত হয় নাই, তিনি আসনের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাহা অবগত হইয়া শাস্তা দেবগণের সন্দেহ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আকাশে উত্থিত হইয়া যমক ঋদ্ধি (১) প্রদর্শন করিলেন। শাস্তা এই প্রকারে ঋদ্ধি প্রদর্শনের দ্বারা দেবতাদের

১। নাভিদেশ হইতে দেহের উর্দ্ধভাগে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া এবং নিম্নভাগে প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হওয়া। এই যমক ঋদ্ধি কপিলবাস্তুর ন্যগ্রোধারামে জ্ঞাতি সম্মেলনে, পাটলিপুত্রবাসী উপাসকগণের সম্মুখে এবং গণ্ডম্ব বৃক্ষমূলেও একই নিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সন্দেহ অপনোদন করিয়া বজ্রাসনের অনতিদূরে পূর্বোত্তর কোণে স্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন—আমি এই আসনেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অধিগত হইয়াছি, ইহা আমার চারি অসংখ্যেয় এবং লক্ষকল্প ব্যাপী সঞ্চিত পারমীর সাধনভূমি। অতএব তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত অনিমেষ নেত্রে সপ্তাহকাল সেই আসনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান তথাগত অপলক নেত্রে এই আসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ স্থান 'অনিমেষ চৈত্য' নামে পরিচিত হইয়াছে।

অতঃপর অনিমেষ চৈত্য ও বোধিপালঙ্কের মধ্যস্থলে পূর্ব-পশ্চিম কোণায় তিনি চংক্রমণ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তথায় পায়চারি করিতে করিতে সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া দিলেন। ইহা 'রত্ন চংক্রমণ' নামে অভিহিত হইল। চতুর্থ সপ্তাহে দেবতারা তাঁহার জন্য বোধিবৃক্ষের পশ্চিমোত্তর অংশে 'রত্নঘর' নির্মাণ করিলেন। তথায় সমাসীন হইয়া ভগবান বুদ্ধ গম্ভীর অর্থপূর্ণ অভিধর্ম পিটক এবং অনন্ত ন্যায়বিশিষ্ট পট্ঠান প্রকরণ সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিলেন।

অভিধর্ম বিশারদ পণ্ডিতগণের মতে—রত্নঘরের প্রকৃত অর্থ কোন প্রকার রত্নময় গৃহ নহে। অভিধর্মের সপ্ত গ্রন্থের পর্যালোচনার স্থান হিসাবেই রত্নঘর বলা হয়। এই ক্ষেত্রে উভয় ব্যাখ্যার কোনটাই বর্জনীয় নহে বলিয়া দুইটি মতই গৃহীত হইয়াছে। সেই হইতে ঐ স্থানটি রত্নঘর চৈত্য নামে পরিচিত হইল।

এইরূপে বুদ্ধ তথাগত চারি সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের সমীপবর্তী স্থান সমূহে কাটাইয়া পঞ্চম সপ্তাহে তথা হইতে অজপাল ন্যগ্রোধমূলে উপনীত হইলেন। তথায়ও তিনি লব্ধ ধর্মের গভীরে নিমগ্ন হইয়া বিমুক্তি সুখ উপভোগ করিতে করিতে পুনরায় সমাহিত হইলেন।

তখন মার দেবপুত্র আসিয়া চিন্তা করিল—এতদিন যাবৎ আমি বোধিসত্ত্বের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পিছু পিছু অনুধাবন করিয়াও তাঁহার কোন প্রকার স্খলিত ভাব দেখিতে পাইলাম না। এইবার সত্যই তিনি আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রশস্ত রাজপথে উপবেশন করিয়া ষোলটি বিষয় চিন্তা করিল এবং সেই অনুসারে ভূমিতে নিম্নোক্ত ষোলটি রেখা অঙ্কিত করিতেছিল।

আমি তাঁহার ন্যায় দানপারমী পূর্ণ করি নাই, সেই হেতু আমি তাঁহার মত মহান হইয়া জন্মিতে পারি নাই। এই বলিয়া প্রথম রেখা আঁকিল।

আমি তাঁহার ন্যায় শীলপারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী ও উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করি নাই। সেই হেতু তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া মার দেবপুত্র ভূমিতে আরো নয়টি দাগ কাটিল।

আমি তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ইন্দ্রিয় বৈচিত্র্যজ্ঞান লাভের হেতুসংযুক্ত দশবিধ পারমী পূর্ণ করি নাই, সেই হেতু তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া একাদশতম দাগ কাটিল।

আমি তাঁহার ন্যায় অসাধারণ আশয়ানুশয় জ্ঞান, মহা করুণা সমাপত্তি জ্ঞান, যমক ঋদ্ধি জ্ঞান, বহুস্বভেদ জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের হেতুসংযুক্ত দশ পারমী পূর্ণ করি নাই। সেই হেতু তাঁহার ন্যায় মহৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। এই বলিয়া আরো পাঁচটি দাগ কাটিল। এইরূপে মার দেবপুত্র প্রশস্ত রাজপথে উপবেশন করিয়া ষোল প্রকার অর্থযুক্ত ষোলটি রেখা অঙ্কিত করিতেছিল। এমন সময় তৃষ্ণা, রতি ও রাগ এই তিনজন মার-তনয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে—'আমাদের পিতৃদেবকে দেখিতেছি না কেন! তিনি কোথায় গেলেন?'—অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে মর্মাহত চিত্তে রাজ-পথে বসিয়া ভূমিতে দাগ কাটিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'পিতঃ, তোমার বদনমণ্ডল এতই দুঃখগ্রস্ত এবং মর্মাহত দেখাইতেছে কেন?'

'মা, এই মহা শ্রমণ এখন সম্পূর্ণরূপেই আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। এতকাল নানা চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহার পতন ঘটাইতে পারিলাম না, সেই কারণেই আমি এতই মর্মাহত হইয়াছি।'

'পিত, যদি তাহাই হয় চিন্তার কোন কারণ নাই, আমরা তাঁহাকে নিজের বসে আনিয়া সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসিব।'

'না মা, তোমাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাঁহাকে কেহই বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিবে না। সেই মহান পুরুষ অকম্পিত শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত।'

'পিত, আমরা নারী জাতি, এখনই তাঁহাকে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিয়া আসিব। তুমি নিশ্চিন্ত হও।' এই বলিয়া মার কন্যাগণ পিতার নিকট বিদায় লইয়া অজপাল ন্যগ্রোধ-মূলে ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিল—হে শ্রমণ, আমরা তোমার পদসেবা করিতে ইচ্ছুক।'

কিন্তু তাহাদের কথায় ভগবান বুদ্ধ মোটেই কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি

তাহাদের দিকে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন বিমুক্তচিত্ত সেই মহান পুরুষ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিবেক-সুখ উপভোগ করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মার কন্যাগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিল—'সাধারণত পুরুষ মানুষের প্রেমের অভিরুচিতে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন পুরুষ কুমারিদের প্রতি সহজে আসক্ত হয়, কেহ কেহ ষোড়শবর্ষীয়া তরুণীদের প্রতি, কেহ কেহ মধ্যম বয়স্কা নারীদের প্রতি, আবার কেহ কেহ প্রবীণাদের প্রতি সহজে আসক্ত হইতে দেখা যায়। যাহাই হউক, চল আমরা নানা বয়সের নারীদেহ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করি।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা কুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বয়সের শত শত নারীদেহ সৃষ্টি করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কুমারী, কেহ পূর্ণ যৌবনা কিন্তু মাতৃত্বের অধিকারিণী হয় নাই, কেহ মাত্র এক সন্তানের জননী, কেহ দুই সন্তানের কেহ প্রৌঢ়া আবার কেহ প্রবীণা মহিলার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তাহারা বয়স অনুসারে দলে দলে পৃথকভাবে ভগবানকে ছয় বার পর্যন্ত এইরূপে প্রেম নিবেদন করিল—'হে শ্রমণ, আমরা তোমার চরণসেবা করিতে চাই।' এইবারও তিনি তাহাদের কথায় কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন না। যেহেতু তিনি যে অপাপবিদ্ধ তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত।

কোন কোন আচার্যদের মতে—যখন বয়স্কা মহিলাগণ বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়াছিল তখন বুদ্ধ অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন—এই মহিলারা দন্তহীনা ও পক্ক-কেশা নারীদেহে রূপান্তরিতা হউক। তবে এই মত গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তৃষ্ণাবিমুক্ত ও দ্বেষবর্জিত বুদ্ধ তথাগতের পক্ষে কাহারো প্রতি অভি-সম্পাত প্রদান বা অসূয়া পোষণ অসম্ভব। সেই ভুবনমোহিনী কামিনী-গণকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ শুধু এই কথাই বলিয়াছিলেন—'তোমরা এস্থান হইতে শীঘ্রই সরিয়া পড, কিসের আশায় তোমাদের এই প্রচেষ্টা? কামনা বাসনাযুক্ত পুরুষের সম্মুখেই তোমাদের এই প্রলোভন শোভা পায়। তথাগতের লোভ, দ্বেষ, মোহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।' অতঃপর তিনি আপনার তৃষ্ণা বিমুক্তির ঈঙ্গিতসূচক দুইটি গাথা বলিলেন—

শ্রেষ্ঠ বিজয়ী রূপে যাঁর পরিচয়
যাঁর বিজয়ের নাহি কোন লোকে ক্ষয়

অনন্তগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান
কোন্ পথে তাঁরে তুমি করাবে প্রয়ান
সর্ব-তৃষ্ণা-বিষ-মুক্ত যেবা অকিঞ্চন
কোন আকর্ষণে যাঁর নাহি টলে মন
অনন্তগোচর সেই বুদ্ধ ভগবান
কোন্ পথে তাঁরে তুমি করাবে প্রয়ান।

গাথা দুইটি বলিবার পর বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধর্মোপদেশ দান করিলেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া মার কন্যাগণ ভাবিল—'আমাদের পিতৃদেব সত্যই বলিয়াছেন—জগতে যাঁহারা অর্হৎ সুগত, প্রলোভনের দ্বারা তাঁহাদের পতন ঘটানো সম্ভব নয়।' এই বলিয়া তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

ভগবান বুদ্ধও সপ্তাহ শেষে তথা হইতে মুচলিন্দ বৃক্ষ মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন আকাশে স্তরে স্তরে অকাল মেঘের সঞ্চার হইল এবং সপ্তাহ ব্যাপী একটানা হিম-শীতল বায়ু সঞ্চালিত প্রবল বর্ষণধারা চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মুচলিন্দ নাগরাজ শীতল বাতাস ও বৃষ্টিধারা হইতে বুদ্ধকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাতটি পাকে ভগবানের দেহ পরিবেষ্টিত করিয়া মস্তকের উপরিভাগে তাঁহার বিস্তৃত ফণার বিচিত্র ছত্র ধারণ করিল। মুচলিন্দ নাগরাজ কর্তৃক এইরূপে সুরক্ষিত হইয়া বুদ্ধ তথায় উন্মুক্ত গন্ধকুটিতে অবস্থানের ন্যায় তৃষ্ণা বিমুক্তির পরমানন্দে সপ্তাহ কাল কাটাইয়া দিলেন।

সেখান হইতে তিনি রাজায়তন বৃক্ষমূলে উপনীত হইয়া তথায়ও সপ্তাহ কাল বিমুক্তি সুখে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এইরূপে পূর্ণজ্ঞান লাভের পর তাঁহার সপ্ত সপ্তাহ পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তথাগত মুখ প্রক্ষালন, অবগাহন কিম্বা আহার্য গ্রহণ কোন কৃত্যই সম্পাদন করেন নাই, ধ্যানসুখ মার্গসুখ ও ফলসুখেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

অতঃপর সপ্ত সপ্তাহের শেষে বা ঊনপঞ্চাশ দিবসের পর তাঁহার চিত্তে মুখ প্রক্ষালন করার ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হরিতকী ঔষধি আনিয়া তাঁহাকে দান করিলেন। শাস্তা সেই ঔষধ সেবন করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নাগলতার দন্তকাষ্ঠ ও মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিলেন। সেই

দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দাঁত মাজিয়া তিনি অনোতত্ত সরোবর হইতে আনীত জলে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাজায়তন বৃক্ষমূলেই বসিয়া রহিলেন।

সেই সময় তপস্সু এবং ভল্লিক নামক দুইজন বণিক পণ্যবোঝাই পঞ্চশত শকট সঙ্গে লইয়া উৎকল (১) জনপদ হইতে মধ্যপ্রদেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের পরলোকগত জ্ঞাতি দেবগণ দৈবশক্তিবলে পথিমধ্যে তাঁহাদের গাড়ী সমূহ আটক করিয়া ফেলিলেন এবং সদ্য সম্বোধিপ্রাপ্ত শাস্তাকে আহার্য দান করিবার জন্য বণিকদ্বয়কে সমুৎসাহিত করিলেন। দেবগণের উপদেশে বণিকদ্বয় মন্থ (২) এবং মধুপিণ্ড (৩) নামক দ্বিবিধ আহার্য লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'প্রভো, অনুকম্পাবশতঃ আমাদের চিরস্থায়ী হিতসুখের নিমিত্ত আপনি এই দান গ্রহণ করুন।'

তখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠিকন্যা সুজাতার পায়সগ্রহণ দিবসে নৈরঞ্জনা নদীগর্ভে ভিক্ষাপাত্রের অন্তর্ধানের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'তথাগতগণ হস্তদ্বারা আহার্য গ্রহণ করেন না। এখন আমি কিসে এই দান গ্রহণ করিব। তখন তাঁহার চিত্তদ্বন্দ্ব অবগত হইয়া চারি দিকপাল মহারাজা চারিটি ইন্দ্রনীলমণিময় পাত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ সেই পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন না, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহা দেখিয়া দিকপালগণ পুনরায় চারিটি কৃষ্ণমূগবর্ণ শিলাময় পাত্র উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের সকলের প্রতি সম অনুকম্পা প্রদর্শনার্থে ভগবান উক্ত চারিটি পাত্রই গ্রহণ করিয়া উপর্যুপরি স্থাপন করিলেন। এবং পাত্রগুলি একটিপাত্রে পরিণত হউক—চিত্তে এই ইচ্ছা উৎপাদন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে চারিটি পাত্র মিলিয়া মধ্যম আকারবিশিষ্ট একটি পাত্রে পরিণত হইল। কেবল মাত্র পাত্রটির চতুর্পার্শ্বে উপর হইতে নিম্নে চারিটি সুস্পষ্ট রেখা পাত্রগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছিল। তখন ভগবান সেই অভিনব শিলাময় পাত্রটিতে মন্থ এবং মধুপিণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং আহারান্তে দানফল ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করিয়া 'দ্বিবাচিক' (৪)

১। বর্তমান উড়িষ্যা।

২। ভাজা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া।

৩। চর্বি, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত মন্থের লাড়ু।

৪। বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ।

উপাসকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদেব একজন বুদ্ধকে বলিলেন—'প্রভো, অনুগ্রহ পূর্বক পূজাব জন্য আপনাব কোন একটা নিদর্শন আমাদেব প্রদান করুন।' তাঁহাদেব অনুবোধে শাস্তা শিবে দক্ষিণহস্ত সঞ্চালিত কবিযা কযেকগাছি কেশধাতু তাঁহাদিগকে প্রদান কবিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনেব পব তাঁহাবা সেই কেশধাতু সমূহ মধ্যভাগে স্থাপন কবিযা এক মন্দিব নির্মাণ কবাইলেন।

অবশেষে ভগবান বুদ্ধ বাজাযতন বৃক্ষমূল হইতে উঠিযা পুনবায অজপাল ন্যগ্রোধমূলে উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তথায় উপবেশন কবিযা তিনি আপনার সাধনালব্ধ ধর্মেব গভীবতার বিষয চিন্তা কবিযা ভাবিতে লাগিলেন—'আমি কঠোব তপস্যাব দ্বাবা যে ধর্ম অধিগত হইযাছি, তাহা একমাত্র জ্ঞানীদেব পক্ষেই সহজবোধ্য।' এই ভাবিযা সাধাবণ মানুষের নিকট ধর্মপ্রচাব কবিবেন কিনা তাঁহাব চিত্তে ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। তাহা জানিতে পাবিয়া ব্রহ্মা সহম্পতি দুঃখেব সহিত বলিযা উঠিলেন—'অহো! জগতের সর্বনাশ হইবে--বিশ্ববাসী ভযাণক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' এই বলিযা তিনি দশসহস্র চক্রবালেব ইন্দ্র-সুজাম-তুষিত-পবনির্মিত বশবর্তী ও মহাব্রহ্মাদের সঙ্গে লইযা স্বয়ং শাস্তাব নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মপ্রচাবেব জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইলেন—হে সুগত, আপনি ধর্মদেশনা করুন, হে অনবদ্য পুরুষ দুঃখক্লিষ্ট জনগণেব মধ্যে আপনি সদ্ধর্মেব অমৃতময় বাণী প্রচাব করুন।

মহাব্রহ্মাব অনুবোধে শাস্তা ধর্মপ্রচাবেব প্রতিশ্রুতি দিযা ভাবিলেন—প্রথমে কাহাব নিকট আমি এই কঠিন সত্য প্রচাব কবিব—চিন্তা কবিতে কবিতে তাঁহার চিত্তে ঋষি আলাঢ কালামেব কথা স্মবণ হইল। তিনি ভাবিলেন—আলাঢ কালাম ঋষি আমার এই গভীর ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেই তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জানিতে পারিলেন যে ঋষি আলাঢ কালাম একসপ্তাহ পূর্বে পবলোকগমন করিযাছেন। পরে তথাগত উদ্রক বামপুত্রেব কথা স্মবণ কবিলেন দুর্ভাগ্যবশত মাত্র একদিন পূর্বে তাঁহাবও পবলোক প্রাপ্তির বিষয় জানিতে পাবিয়া অবশেষে তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে স্মরণ করিযা ভাবিলেন—সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ একসময় আমাব মহাউপকাব সাধন করিযাছে; অতএব তাহাদেবই আমি সর্বপ্রথম আমাব এই নবলব্ধ ধর্ম প্রচাব কবিব। সম্ভবতঃ তাহাবা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম

করিতে সমর্থ হইবে।' তখন ভগবান বুদ্ধ—পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করিতেছে বুদ্ধচক্ষুতে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন—তাহারা বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছে। অতঃপর শাস্তা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—আমি তথায় গিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিব। তবে বোধিমণ্ডপের নিকটবর্তী চতুর্দিকের গ্রাম গ্রামান্তরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের দ্বারা এই কয়দিন কাটাইবার পর আমি আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসেই বারাণসীতে উপস্থিত হইব।

চতুর্দশীর নিশাবসানে ভগবান বুদ্ধ পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া বারাণসীর দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সহিত উপক (১) নামে জনৈক আজীবক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে নিজের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সংবাদ জানাইলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালেই শাস্তা উরুবিল্ব হইতে আঠার যোজন দূর বারাণসীতে পৌঁছিলেন।

বুদ্ধকে দূর হইতে মৃগদায়ের দিকে আসিতে দেখিয়া পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে সুরু করিলেন—'বন্ধুগণ, ঐ দেখ তপভ্রষ্ট শ্রমণ গৌতম এখানে আসিতেছেন। তিনি লাভ-সৎকারের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া শরীরটাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহার দেহচ্ছবি পুনরায় কাঞ্চনবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, আমরা তাঁহাকে কিছুতেই অভিবাদন অথবা কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিব না। সভ্য সমাজের লৌকিক রীতি অনুসারে শুধু একখানা আসন পাতিয়া রাখা হইবে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা শুধু একখানা আসন পাতিয়া রাখিলেন।

ভগবান বুদ্ধ অপরের চিত্তবিতর্ক জানিবার ক্ষমতাবলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের এই মনোভাব অবগত হইলেন। নিখিলবিশ্বের দেবমানবের প্রতি সমভাবে অপরিসীম মৈত্রী-ভাব পরিপোষণে সমর্থবান সেই মহান পুরুষ তখন আপনার সীমাহীন মৈত্রী-জাল সংক্ষিপ্ত করিয়া শুধু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের উপরই সীমিত করিয়া দিলেন। ফলে তথাগতের মৈত্রীজালবদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা কেহই নিজেদের প্রতিজ্ঞায় আর স্থির থাকিতে সক্ষম হইলেন না। ভগবান তথাগত নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রচীবর গ্রহণ, পদপ্রক্ষালন, অভিবাদন প্রভৃতি তাঁহারা সর্ববিধ

১। জৈন সন্ন্যাসী।

সম্মানপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রমণ গৌতমের সম্বোধিলাভ সম্পর্কে অবহিত না থাকায় তাঁহারা বুদ্ধকে নাম ও বন্ধু সম্বোধন করিতে থাকিলে; ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—'ভিক্ষুগণ, তথাগতকে নাম এবং বন্ধু সম্বোধন করিতে নাই, আমি তৃষ্ণাক্ষয়ে পবিশুদ্ধ হইয়া পরম সম্বোধি লাভ করিয়াছি। এইরূপে তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আপনার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর বুদ্ধ তথাগত সুনির্দিষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলে আকাশে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রযোগ দেখা দিল। তখন সেই মহান পুরুষ আঠার কোটি ব্রহ্মাপরিবেষ্টিত পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' সূত্র ব্যাখ্যা করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে স্থবির কোণ্ডণ্য শাস্তার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে জ্ঞান সম্প্রসারিত করিয়া আঠার কোটি ব্রহ্মার সহিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শাস্তা সেই ঋষিপতন মৃগদাযেই প্রথম ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস-ব্রত উদযাপন করিলেন। পরদিবস তথায় বসিয়া তিনি বপ্প স্থবিরকে উপদেশ দিতেছিলেন, অবশিষ্ট চারিজন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছেন। সেদিন পূর্বাহ্নেই বপ্প স্থবির স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে পরপর যথাক্রমে ভদ্রিয়, মহানাম, অশ্বজিৎকেও স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাগত পঞ্চমী তিথিতে একসঙ্গে সকলকে একত্রিত করিয়া অনাত্মলক্ষণ সূত্র সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া পাঁচজনই অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অতঃপর একদিন শাস্তা বুদ্ধচক্ষুতে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে যশ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্রের অর্হত্বলাভের পুণ্যহেতু দেখিতে পাইলেন। গভীর নিশীতে শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ কামনাবাসনাময় বিবিধ উপদ্রবপূর্ণ সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তচিত্ত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক বারাণসীতে ঋষিপতন মৃগদায়ের সন্নিকটে আসিয়া পৌছিলে বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনার সুরে আহ্বান করিলেন। তিনি যশকে ধর্মের অমৃতময় উপদেশ দান করিয়া সেদিন শেষ-রাত্রিতে স্রোতাপত্তি ফলে এবং পরদিবস অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে কুলপুত্র যশের চুয়ান্নজন বন্ধুকেও তথাগত 'এস ভিক্ষু' প্রথায় প্রব্রজ্যাদান করিয়া ধর্মোপদেশের দ্বারা সকলকে অর্হত্ব প্রাপ্ত করাইলেন। এইরূপে জগতে একষট্টি জন অর্হতের আবির্ভাব হইলে শাস্তা বর্ষাব্রতের পর প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেবমানবের

হিত, সুখ ও কল্যাণের নিমিত্ত তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর।' এই আদেশবাক্য দ্বারা ষাটজন ভিক্ষুকে ধর্ম প্রচারার্থ চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়া নিজেও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে উরুবেলার দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে কপ্পাসিক নামক অরণ্যে তিনি ধর্মোপদেশ দানে ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় কুমারকে বশীভূত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনায় যিনি সর্বকনিষ্ঠ তিনি স্রোতাপত্তি ফল এবং সর্বজ্যেষ্ঠজন অনাগামী ফল লাভ করিলেন। তাঁহাদের সকলকেও 'এস ভিক্ষু' প্রথায় প্রব্রজিত করিয়া তথাগত সকলকে ধর্ম প্রচারার্থ দিকে দিকে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং উরুবেলায় পৌঁছিয়া সার্দ্ধদ্বিসহস্র রকমের ঋদ্ধি প্রদর্শনের দ্বারা উরুবেলা কশ্যপ, নদীকশ্যপ ও গয়া-কশ্যপ এই তিনজন জটাধারী সন্ন্যাসী এবং তাঁহাদের সহস্র শিষ্যমণ্ডলীকে স্বমতে আকৃষ্ট করিয়া সকলকে 'এস ভিক্ষু' প্রথায় প্রব্রজ্যা দান করিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহাদের গয়া (পর্বত) শীর্ষে সম্মিলিত করিয়া 'আদীপ্ত' (প্রজ্জলিত) পর্যায় নামক ধর্মের রোমাঞ্চকর অধ্যায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া সকলকে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তখন একদিন তথাগত সেই সহস্র তৃষ্ণামুক্ত ভিক্ষুগণক সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইবার সংকল্প করিলেন এবং ক্রমে তিনি সশিষ্য রাজগৃহ নগরসীমার উপকণ্ঠে লষ্ঠিবন নামক রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন। উদ্যানপালের নিকট শাস্তার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া রাজা দ্বাদশনিযুত ব্রাহ্মণ ও গৃহপতির সহিত উদ্যান-ভূমির পরম রমণীয় অংশ 'চক্রবিচিত্রতলে' উপবিষ্ট স্বর্ণ আস্তরণের ন্যায় রশ্মিবিকীরণশীল তথাগতের পাদবন্দনা করিয়া সপারিষদ একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণের অন্তরে তখন এই চিত্তবিতর্ক উপস্থিত হইল—'মহাশ্রমণ কি তবে উরুবেলা কশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, নাকি উরুবেলা কশ্যপ মহাশ্রমণের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন।' ভগবান তাঁহাদের চিত্তবিতর্কভাব লক্ষ্য করিয়া কশ্যপ স্থবিরকে কহিলেন—

১। হোমাগ্নি ত্যজিলে কেন তোমারে জিজ্ঞাসি
হে কশ্যপ কৃচ্ছ্রব্রতী উরুবিল্ববাসী
কি কারণে অগ্নিচর্যা কর পরিহার
কিবা সে নূতন মন্ত্র, কিবা অর্থ তার ?

স্থবিরও ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া :—

২। রূপ-রস-শব্দ আর লালসা বসনা
নারীসঙ্গ সুখে সুখী আছে কত জনা
যে জন জীবন তত্ত্ব পরমার্থ জানে
সে জন ইন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ বলি মানে।

এই গাথা ভাষণের পর কশ্যপ নিজেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তথাগতের পাদপীঠে মস্তক স্থাপন করিয়া—'ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু, আমি তাঁহার শ্রাবক—এই বলিয়া অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তালবৃক্ষ পরিমিত ঊর্ধ্বে উঠিলেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তমবার পর্যন্ত উপর্যুপরি সপ্ত তালবৃক্ষ পরিমিত ঊর্ধ্বাকাশে উঠা-নামা করিয়া তথাগতকে সাষ্টাঙ্গ অভিবাদনান্তে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি দর্শন করিয়া উপস্থিত জনগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন—অহো! বুদ্ধের কি অসীম ক্ষমতা—নিজের সম্বন্ধে অর্হৎ বলিয়া যাঁহার ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল ছিল, তথাগত সেই উরুবেলা কশ্যপের মিথ্যা দৃষ্টিজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহাকেও বিনীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।'

এইরূপে সকলেই শাস্তার গুণ-কীর্তন করিতে থাকিলে বুদ্ধ উপস্থিত সকলকে বলিলেন—'উরুবেলা কশ্যপকে আমি শুধু এই জন্মে দমন করিলাম এমন নহে, পূর্বেও আমি তাহাকে দমন করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া পূর্ব-ঘটনা ব্যক্ত করিতে গিয়া তথাগত 'মহানারদ কশ্যপ' জাতক এবং চারি আর্যসত্য ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া একাদশ নিযুত অনুচর সহ মগধরাজ বিম্বিসার স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অবশিষ্ট একনিযুত বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা শাস্তার নিকট উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিজের পঞ্চবিধ বাসনার কথা প্রকাশ করিয়া ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং আগামী দিনের জন্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রদক্ষিণান্তে প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহবাসী জনগণের মধ্যে যাহারা ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন এবং যাহারা দর্শন করেন নাই পরদিন প্রাতকালে সকলেই বুদ্ধদর্শনের ইচ্ছায় রাজগৃহ হইতে লষ্টিবনে আগমন করিলেন। ত্রিগব্যূতি প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ জনতার সারিতে থৈ থৈ করিতেছিল। সমগ্র উদ্যানের কোথাও আর তিল ধারণের স্থান রহিল না, সব একাকার হইয়া গিয়াছে। দর্শনার্থী নরনারীগণ

পুনঃ পুনঃ তথাগতের শ্রীমণ্ডিত অবযব দর্শন করিয়াও তৃপ্তি মিটাইতে পারিল না। বুদ্ধের রূপবর্ণনায় সমগ্র বনতল যেন মুখর হইয়া উঠিল। সেদিন তথাগতের বত্রিশ লক্ষণ এবং অনুভিজ্ঞান আদি রূপশ্রী ও দৈহিক মাঙ্গল্যলক্ষণ সমূহ সত্যই প্রশংসার যোগ্য হইযাছিল। তথাগতের সেই অতুলনীয় রূপসম্পদ দর্শনেচ্ছু জনতার চাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে উদ্যানভূমি হইতে বহির্গমনের সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া আসিল। ফলে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য কোন ভিক্ষুর পক্ষে বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না। ইহাতে তথাগতের আহারে ব্যতিক্রম ঘটিবার উপক্রম হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহার কারণ অবগত হইয়া ইন্দ্র মানবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দৈবশক্তি প্রভাবে আসিয়া দশবলের সম্মুখে অবতরণ করিলেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণকীর্তন করিতে করিতে পথ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

পুরাণ জটিল ভ্রাতা মহাশিষ্যত্রয়
জটাজুট বিলীন প্রশান্ত জ্যোতির্ময়
স্বর্ণকান্তি ভগবান সবে লয়ে সাথ
রাজগৃহ নগরে আসেন অচিরাৎ
মুক্তি পথে তিন জনে করান বিহার
পারঙ্গম কঠিন সংসার পারাবার
দশ পথবেত্তা, দশ বলসমন্বিত
দশ ধর্মদর্শী, দশ সংযোজন জিৎ
দশ শত শিষ্য সহ বুদ্ধ ভগবন
রাজগৃহ নগরে করেন আগমন।

এইরূপে মানবরূপী শক্র তথাগতের স্তবগান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাগত জনতা এই অদৃশ্যপূর্ব মানবের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ভাবিলেন—

ইতিপূর্বে আমরা এইরূপ সুপুরুষ কদাপি দেখি নাই। এই চিন্তা করিয়া সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কে এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন ?'

প্রত্যুত্তরে তিনি গাথায় বলিলেন—

যেবা জ্ঞানী আত্মজয়ী সংযমে তৎপর
যাঁব সমতুল নাই, যেবা লোকোত্তব
অর্হৎ সুগত যিনি ভুবন ভিতব
অধম সেবক আমি তাঁব অনুচব।

অগ্রবর্তী ছদ্মবেশী ইন্দ্রেব অনুসবণ করিযা সহস্র ভিক্ষুব সহিত শাস্তা রাজগৃহ নগবে ভিক্ষাব জন্য প্রবেশ কবিলেন। বাজা বিম্বিসাব বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচুব পবিমানে দান দিযা কহিলেন—'ভন্তে, আমি ত্রিবত্নেব পূজা ব্যতীত থাকিতে পাবিব না। সময়ে অসময়ে আমাকে সর্বদাই বুদ্ধদর্শনে আসিতে হইবে। কিন্তু ঐ লষ্ঠিবন উদ্যানটি বাজপ্রাসাদ হইতে বেশ দূববর্তী স্থানে, অথচ এই বেণুবন উদ্যানটি সন্নিকটে, গমনাগমনেব পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক এবং বুদ্ধ অবস্থানেবও উপযুক্ত স্থান। অতএব প্রভু! আপনি আমাব এই উদ্যান গ্রহণ করুন।' এই বলিযা বাজা স্ফটিকেব মত স্বচ্ছ সুবাসিত বাবিপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গাব গ্রহণ কবিয়া তথাগতের প্রসাবিত হস্তে সেই জলধাবায় বেণুবন উদ্যান উৎসর্গ কবিযা দিলেন।

ভগবান বুদ্ধ আবাম গ্রহণ কবিলে ঐদিন পৃথিবীতে বুদ্ধশাসনেব প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই স্বীকৃতি দানেব জন্য সেই মুহূর্তে একবার পৃথিবী কম্পিত হইল। বেণুবন আবাম ব্যতীত জম্বুদ্বীপে পৃথিবী কম্পিত কবিয়া গ্রহণেব অন্য কোন আবাম নাই। সেইরূপ সিংহল দ্বীপেও মহাবিহাব ব্যতীত পৃথিবী কম্পিত কবিযা গ্রহণ কবাব অন্য বিহাব নাই। শাস্তা সানন্দে উদ্যান গ্রহণ কবিযা দানানুমোদন কবিলেন এবং পবিশেষে আসন ত্যাগ কবিয়া ভিক্ষুসংঘ পবিবৃত হইযা বেণুবনে আগমন কবিলেন।

তখন শাবীপুত্র ও মোদ্গল্যাযন নামক দুই পবিব্রাজকবন্ধু অমৃতের সন্ধানে বাজগৃহে অবস্থান কবিতেছিলেন। তাঁহাদেব মধ্যে শাবীপুত্র একদিন বাজগৃহ নগরেব পথে ভিক্ষার্থে বিচবণশীল অশ্বজিৎ স্থবিবকে দেখিযা অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাব সান্নিধ্যে গমন কবিযা স্থবিবেব মুখে—'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা' ধর্মেব গভীব মর্মার্থব্যঞ্জক এই গাথা শ্রবণ কবিযা তখনই স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কবিয়া তিনি বন্ধু মোদ্গল্যাযনকেও এই গাথা শুনাইলেন। গাথাটি শ্রবণমাত্র তিনিও স্রোতাপত্তি ফল লাভ কবিলেন। তখন পবামর্শক্রমে তাঁহাবা উভযে পরিব্রাজক-গুরু সঞ্জযের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহু অনুচববৃন্দ সহ ভগবান বুদ্ধের

নিকট আসিয়া প্রব্রজিত হইলেন। প্রব্রজ্যা লাভেব পব মোদ্গল্যায়ন এক সপ্তাহেব মধ্যেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন, আব শাবীপুত্র স্থবিব প্রব্রজ্যাব পক্ষকাল পবে অর্হত্ব লাভ কবিলেন। শাস্তা তাঁহাদেব দুইজনকে দুই অগ্রশ্রাবকের পদে ভূষিত কবিলেন। শাবীপুত্র স্থবিবেব অর্হত্বপ্রাপ্তি দিবসে বাজগৃহেব বেণুবনাবামে প্রথম শ্রাবকসম্মেলন আহুত হইয়াছিল।

বুদ্ধের কপিলবাস্তু আগমন।

তথাগত সেই বেণুবন উদ্যানে অবস্থান কবিবাব সময় মহাবাজ শুদ্ধোদন—আমাব পুত্র দীর্ঘ ছয় বৎসব দুষ্কব তপস্যায় পবম সম্বোধি লাভ কবিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনেব পব সম্প্রতি বাজগৃহেব বেণুবন উদ্যানে অবস্থান কবিতেছেন—এই কথা শ্রবণ কবিয়া জনৈক অমাত্যকে ডাকিয়া কহিলেন—'বৎস, তুমি সহস্র অনুচব সঙ্গে লইয়া বাজগৃহে যাত্রা কব এবং আমাব পুত্রকে বলিও—তোমাব পিতা বাজা শুদ্ধোদন তোমাকে দর্শন কবিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই বলিয়া আমাব পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিও।' অমাত্য 'হাঁ প্রভু' বলিয়া রাজাব আদেশ শিবোধার্য কবিয়া অনুচববৃন্দ সঙ্গে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব ষাটযোজন পথ অতিক্রম কবিলেন এবং ভগবান বুদ্ধ চাবি পাবিষদেব (১) মধ্যে ধর্মপ্রচাব কবিবাব সময়েই বিহাবে প্রবেশ কবিলেন। তাহা দর্শন কবিয়া অমাত্যপ্রধান 'বাজাব প্রেবিত সংবাদ এখন থাক'—এই বলিয়া অনুচববৃন্দ সহ ধর্মসভাব একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শাস্তাব মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ কবিতে লাগিলেন। ধর্মসভাব শেষে সকলে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই অর্হত্ব লাভ কবিয়া তাঁহারা শাস্তাব নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপব ভগবান—'এস ভিক্ষুগণ' বলিয়া তাঁহাব মঙ্গলহস্ত প্রসাবণ কবিলে, সেই মুহূর্তে সকলেই ঋদ্ধিময় পাত্রচীববধারী শতবর্ষীয় স্থবিবেব ন্যায় রূপান্তবিত হইয়া গেলেন। অর্হত্বপ্রাপ্তিব পব আর্যগণ মধ্যস্থ (নিবপেক্ষ) ব্যক্তিতে পবিণত হন। তদ্ধেতু তাঁহাবা বুদ্ধেব নিকট বাজাব প্রেবিত সংবাদ আব প্রকাশ কবিলেন না। এদিকে বাজা চিন্তা কবিতেছিলেন যে—'পুত্রকে আনয়নের জন্য যাহাকে পাঠাইলাম সেও ফিবিয়া আসিতেছে না, আব আমি কোন সংবাদও পাইতেছি না'—এই ভাবিয়া তিনি অন্য এক অমাত্যকে আহ্বান কবিয়া একই নিয়মে পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও তথায় গিয়া পূর্বেব মতই

১। চারি পারিষদ—ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাসক, উপাসিকা।

সপারিষদ অর্হত্ব লাভ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। এইরূপে রাজা সহস্র অনুচর সহ ক্রমে বহু অমাত্যকে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আত্মকর্তব্য সম্পাদন করিয়া সকলেই তথায় চুপচাপ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুধু সংবাদমাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেওয়ার কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন একজন বিশ্বস্ত লোকও না পাইয়া রাজা অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এতগুলি দূত এ পর্যন্ত পাঠানো হইল, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের স্নেহবন্ধনের অভাব হেতু কেহই আমার পুত্রের সংবাদটুকুও আমাকে আনিয়া দিল না। কে আমার কথা খাঁটি খাঁটি রক্ষা করিবে। এই বলিয়া তিনি রাজঅন্তঃপুরের সমগ্র অমাত্যকুলের কথা চিন্তা করিয়া একমাত্র কালুদায়ীকেই দেখিতে পাইলেন। রাজঅন্তঃপুরের মধ্যে তিনি মহারাজের অতি বিশ্বস্ত ও সর্ববিধ কার্যসম্পাদনে সমর্থবান অমাত্য ছিলেন। বোধিসত্ত্বের একই দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৈশবে বোধিসত্ত্বের অন্যতম খেলার সাথী ছিলেন। অতএব রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বৎস কালুদায়ী, আমি আমার পুত্রকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাকে আনিবার জন্য এই পর্যন্ত নয়সহস্র লোক তথায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, একজন লোকও ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদটুকু জানানোও প্রয়োজন বোধ করিল না। বৎস, মানুষের মৃত্যুর কথা বলা যায় না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুত্রকে দর্শন করিতে চাই। তুমি পুত্রকে আনিয়া আমাকে দর্শন করাইতে পারিবে কিনা বল?'

প্রত্যুত্তরে উদায়ী বলিলেন—'হাঁ প্রভু, সমর্থ হইব তবে যদি আমি প্রব্রজিত হইতে পারি।'

'বৎস, তুমি প্রব্রজিত হইয়া হউক বা না হইয়া হউক যেভাবেই সম্ভব আমার পুত্রকে নিয়া আস। তখন উদায়ী 'হাঁ প্রভু' এই বলিয়া রাজার বার্তা বহন করিয়া অনুচরবৃন্দ সহ ক্রমে রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। শাস্তার ধর্মদেশনা কালে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়া সভার একপ্রান্তে স্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করিলেন এবং পরিশেষে সকলেই অর্হত্বফল লাভ করিয়া 'এস ভিক্ষু' প্রথায় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলেন।

সম্বোধি লাভের পর তথাগত ঋষিপতনে প্রথম বর্ষা-উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বর্ষাব্রতের পর প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া তিনি উরুবেলায় গিয়া তথায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেখানে সহস্র শিষ্যের সহিত তিনভাই

জটাধারী সন্ন্যাসীকে দীক্ষা দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া পৌষ পূর্ণিমা দিবসে রাজগৃহে আগমন করিয়া তথায় দুইমাস কাটাইলেন। অর্থাৎ বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর তথাগতের সর্বমোট পাঁচমাস পূর্ণ হইল। তখন হেমন্ত ঋতু সম্পূর্ণরূপে অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে ও কালুদায়ী রাজগৃহে পৌঁছিয়াছে তখন মাত্র সাত আটদিন গত হইয়াছে।

অতঃপর ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে উদায়ি চিন্তা করিলেন—হেমন্ত ঋতু অতিক্রান্ত হইয়া এখন ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। কৃষকেরা মাঠ হইতে শস্য সমূহ তুলিয়া আনিয়া সর্বসাধারণের জন্য নির্বিঘ্নে চলার পথ খুলিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র ধরণীতল হরিদবর্ণ তৃণে সমাচ্ছাদিত এবং তরুলতা ও বনরাজি সমূহ নবনব পুষ্পপল্লবে প্রাকৃতিক শোভা ধারণ করিয়াছে। দীর্ঘ পথ চলার পক্ষে ইহাই যথার্থ কাল। সুতরাং দশবলের জ্ঞাতিদর্শনে গমনের ইহাই ত উপযুক্ত সময়।' এই মনস্থ করিয়া উদায়ি ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

চারিদিকে দ্রুমরাজি করে ঝলমল
মঞ্জরীর শীষভরা যত তরুদল
অর্চিসম উজ্জ্বল রসাল ফলভার
ভ্রমণে আনন্দ প্রভু সময় এবার।
মৃদুমন্দ শীতাতপ ঋতু মনোরম
ধরণী সুখাদ্য যুক্ত দৈন্য ন্যূনতম
মখমল সম তৃণে সবুজ ধরণী
বিহারউচিত কাল প্রভু এই গণি।

এইরূপে তিনি ষাটটি গাথায় যাত্রাকালের বর্ণনা করিতে করিতে স্বগৃহে গমনচিত্ত উৎপাদনের নিমিত্ত তথাগতকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন।

তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি উদায়ি, তুমি এত মধুর স্বরে আমাকে স্বগ্রামে যাত্রার উৎসাহ প্রদান করিতেছ কেন?

'ভন্তে, আপনার বৃদ্ধ পিতা মহারাজ শুদ্ধোদন আপনাকে দর্শন করিতে একান্ত অভিলাষী। আপনি তাঁহাকে একবার দর্শনদান করিয়া জ্ঞাতিকর্তব্য সম্পাদন করুন।' উদায়ির অনুরোধে সম্মত হইয়া শাস্তা কহিলেন—'হাঁ উদায়ি, এইবার সত্যই আমি কপিলবাস্তুতে গিয়া আত্মীয়গণকে দর্শনদান করিব। তথাগত কপিলবাস্তু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—এই সংবাদ

তুমি ভিক্ষুসজ্ঘের নিকট প্রকাশ কর এবং আমার অনুগামী হওয়ার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বল।' স্থবির সানন্দে ভিক্ষুসজ্ঘের মধ্যে তাহা প্রচার করিলেন।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ অঙ্গমগধবাসী দশ হাজার কুলপুত্র এবং কপিলবাস্তু-নিবাসী দশ হাজার সর্বমোট এই বিশসহস্র ক্ষীণাস্রবভিক্ষু পরিবৃত হইয়া রাজগৃহ নগর হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যহ একযোজন করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ হইতে ষাটযোজন ব্যবধান কপিলবাস্তু নগরে দুইমাসে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে তিনি ধীর ও মন্থর গতিতে পথ চলিতে লাগিলেন।

ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু অভিমুখে রওনা হইয়াছেন—এই সংবাদ রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণগোচর করিবার জন্য স্থবির উদায়ি সহসা আকাশ-পথে আগমন করিয়া রাজবাড়ীতে আবির্ভূত হইলেন। উদায়িকে দেখিয়া রাজা প্রীতিফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন করাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত বিবিধ স্বাদযুক্ত খাদ্যদ্রব্য পাত্রপূর্ণ করিয়া দান করিলেন। দান-গ্রহণের পর স্থবির চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিলে রাজা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিলেন—'ভন্তে, আপনি এখানে বসিয়াই ভোজন করুন।'

'না মহারাজ, আমি শাস্তার নিকট গিয়া ভোজন করিব।'

'ভন্তে, শাস্তা এখন কোথায় আছেন?'

প্রত্যুত্তরে স্থবির কহিলেন—'তিনি বিশসহস্র ক্ষীণাস্রবভিক্ষু পরিবৃত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তুর দিকে রওনা হইয়াছেন।'

এই শুভ সংবাদে রাজা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া স্থবিরকে আবার বলিলেন—'ভন্তে, আপনি স্বয়ং ইহা ভোজন করুন। আমি শাস্তার জন্যও আহার্য প্রদান করিতেছি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ—এই নগরে পৌঁছানো পর্যন্ত আমার পুত্রের জন্য আপনি এখান হইতেই প্রত্যহ ভিক্ষান্ন লইয়া যাইবেন।' স্থবির তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। স্থবিরের ভোজন সমাপ্ত হইলে রাজা ভিক্ষাপাত্রটি সুগন্ধ চূর্ণআদি দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইয়া পুষ্টিকর ভোজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা স্থবিরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই আহার্য বস্তু তথাগতকে প্রদান করুন।' স্থবির উদায়ি সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই পাত্রটি ঊর্ধ্বে ক্ষেপন করিলেন এবং নিজেও আকাশে উত্থিত হইয়া ভিক্ষাপাত্রটি অন্তরীক্ষপথে আনয়ন পূর্বক

শাস্তাব হস্তে সমর্পণ কবিলেন। শাস্তা তৃপ্তিব সহিত তাহা ভোজন কবিলেন। এই প্রকাবে স্থবিব কালুদায়ী কপিলবাস্তব বাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যেক দিন তথাগতেব জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ কবিযা আনিতেন এবং শাস্তাও পথিমধ্যে বাজাব প্রেবিত দান ভোজন কবিতেন। প্রত্যহ বাজঅন্তঃপুবে ভোজন সমাপনান্তে স্থবিব—'অদ্য ভগবান এতদূব পৌঁছিযাছেন—অদ্য এতদূব—এইরূপে প্রতিদিন বুদ্ধেব আগমনসংবাদ প্রচাব ও গুণকীর্তন কবিতে কবিতে দর্শনলাভেব পূর্বেই শাস্তাব প্রতি সমগ্র বাজপবিবাবেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিয়াছিলেন। এই কাবণে পববর্তীকালে ভগবান বুদ্ধ স্থবিব কালুদায়ীকে এইপদে অগ্রস্থান দিয়া ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, গৃহীসমাজেব শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থবান আমাব শিষ্যদেব মধ্যে স্থবিব কালুদায়ীই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

তখন কপিলবাস্তুর শাক্যগণ চিন্তা কবিতে লাগিলেন—আমাদের জ্ঞাতি-শ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ আসিয়া পৌঁছিলে আমবা তাঁহাকে দর্শন কবিব। এই উদ্দেশ্যে সকলে একস্থানে সমবেত হইয়া শাস্তাব বাসস্থানেব বিষয় আলোচনা কবিতে কবিতে সর্বসম্মতি ক্রমে ন্যগ্রোধশাক্যেব রমণীয় আবামটি এইজন্য খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হইল। সুতবাং তাঁহাবা তথায যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও সর্ববিধ আযোজন সমাপ্ত কবিযা শোভাযাত্রা সহকাবে শাস্তাকে আনযনেব উদ্দেশ্যে সকলে বাহিব হইলেন। বিচিত্র বসনভূষণে অলঙ্কৃত কিশোব-কিশোবীগণকে শোভাযাত্রাব পুবোভাগে বাখিযা তাহাদেব পব যথাক্রমে নগবেব তরুণতরুণী, রাজকুমার, বাজকুমাবী ও সর্বপশ্চাৎ বয়স্কবা সকলেই সুগন্ধ, পুষ্প ও অনুলেপনাদি হস্তে পূজাব ভঙ্গীতে অগ্রসব হইযা অত্যন্ত জাঁকজমক সহকাবে বুদ্ধকে লইয়া ন্যগ্রোধারামে আসিযা পৌঁছিলেন। বিশ সহস্র তৃষ্ণামুক্ত ভিক্ষুপবিবেষ্টিত ভগবান তথাগত তথায় পৌঁছিযা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

শাক্যজাতি স্বভাবতঃই অত্যন্ত মানপ্রধান। অভিমানে স্ফীত হইয়া তথায বয়স্ক শাক্যগণ পবস্পব বলাবলি কবিতেছিলেন—'সিদ্ধার্থকুমাব জ্ঞাতি-ভ্রাতা হিসাবে আমাদেব কনিষ্ঠ। কেহ বলিলেন—তিনি সম্পর্কে আমাব ভাগিনা হন। কেহ বলিলেন—আমাব ভাইপো। আবাব কেহ কেহ বলিলেন—তিনি আমাদেব নাতি হন।' এই বলিযা বয়স্ক ব্যক্তিগণ তরুণদেব এইরূপে নির্দেশ দিতে লাগিলেন যে—'তোমবা তাঁহাকে অভিবাদন কবিও। আমবা তোমাদেব পশ্চাৎভাগেই উপবেশন কবিব। এই সিদ্ধান্তে উপবিষ্ট

শাক্যদের মনোভাব জানিতে পারিয়া ভগবান বুদ্ধ চিন্তা করিলেন—'দেখিতেছি, আমার জ্ঞাতিগণ স্বেচ্ছায় আমাকে বন্দনা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে না। যাহাই হউক আমি এখনই তাহাদের সকলকে আমায় প্রণাম করিতে বাধ্য করিব।' এই মনস্থ করিয়া তথাগত ঋদ্ধি-উৎপাদনকারী চতুর্থধ্যানে কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইলেন। পরে ধ্যানভঙ্গ করিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পদরেণু বিকীর্ণ করিতে করিতে গণ্ডম্বরক্ষমূলে প্রদর্শিত যমকঋদ্ধির ন্যায় অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করিলেন। সেই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে কহিলেন—'প্রভু, তোমার জন্মদিনে ঋষি কালদেবলের পাদবন্দনার উদ্দেশ্যে তোমাকে আনয়ন করা হইলে বরং তোমারই পদযুগল দেবলঋষির শিরোপরি স্থাপিত দেখিয়া আমি তোমাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহা তোমার প্রতি আমার প্রথম বন্দনা। পুন হলকর্ষণ উৎসবের শুভদিনে জম্বুবৃক্ষের ছায়াতলে সুসজ্জিত শয্যায় তোমার ধ্যানাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সারাদিনের মধ্যেও বৃক্ষছায়ার কোন পরিবর্তন না দেখিয়া তোমাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহা তোমার প্রতি আমার দ্বিতীয় বন্দনা। আবার এখন তোমার এই অভূতপূর্ব ঋদ্ধিশক্তি দর্শন করিয়াও তোমাকে বন্দনা করিতেছি। ইহা তোমার প্রতি আমার তৃতীয় বন্দনার অন্তর্গত হইল।

রাজা শুদ্ধোদন স্বয়ং বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে কপিলবাস্তুবাসী আর একজন শাক্যও শাস্তাকে বন্দনা না করিয়া টিকিতে পারিল না; একে একে সকলেই প্রণাম করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে তথাগত জ্ঞাতিগণকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আকর্ষণ করিয়া আকাশ হইতে অবতরণ পূর্বক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান বুদ্ধ আসনগ্রহণ করিলে সেদিন তথায় বিরাট জ্ঞাতিসম্মেলন হইয়াছিল। সকলে নিবিষ্ট চিত্তে উপবেশন করিলে তখন অন্তরীক্ষে মহামেঘমালা সঞ্চারিত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে মুষলধারায় অকাল-বর্ষণ সুরু হইল। পৃথিবীর ধূলিরাশি ধৌত করিয়া তাম্রবর্ণ জলধারা কলকল নাদে গড়াইয়া যাইতেছিল। যাহারা সিক্ত হইতে কামনা করিল, সেই বৃষ্টি-ধারায় তাহাদের দেহও আচ্ছাদন সমূহ সিক্ত হইল। আবার যাহারা সিক্ত হইতে ইচ্ছা করিল না তাহাদের দেহে বা আচ্ছাদনে কণামাত্র বৃষ্টিও পতিত হইল না। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বারবার বলাবলি করিতে লাগিল—'অহো! কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত!'

অতঃপর শাস্তা তাহাদিগকে বলিলেন—শুধু যে এইবার আমার জ্ঞাতি-

সম্মেলনে অকালবর্ষণ হইল তাহা নহে, অতীত জন্মেও একবার এইরূপ অকালবর্ষণ হইয়াছিল।' সেই পূর্বকাহিনী প্রকাশ করিতে গিয়া শাস্তা সমাগত জ্ঞাতিগণের নিকট বিশন্তর জাতক বিবৃত করিলেন। সেই সুদীর্ঘ ধর্মালোচনা সমাপ্ত হইলে সকলে শাস্তাকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বিদায় গ্রহণকালে রাজা কিম্বা অন্যান্য রাজ-অমাত্যদের মধ্যে কেহই রাজবাড়ীতে বা তাঁহাদের কাহারো গৃহে আগামী দিন দানগ্রহণের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন না।

সুতরাং পরদিবস শাস্তা বিশসহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া কপিলবাস্তু নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নগরবাসীদের মধ্যে কেহই ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ বা অনুরোধ করিল না, বা পাত্র গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিল না।

অতএব প্রথমে তিনি নগরের প্রধান ফটকে দণ্ডায়মান হইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন—'অতীত বুদ্ধগণ স্বগ্রামে কি প্রথায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন? তাঁহারা কি সরাসরি স্বীয় গৃহে গমন করিতেন, নাকি সপদান প্রথায় (ধনী দরিদ্র নির্বিচারে যথাক্রমে নগরের প্রতি গৃহে) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন? তখন তিনি গৃহনির্বাচনে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন এইরূপ একজন অতীতবুদ্ধও দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন যে বর্তমানে আমাকেও আমার সেই পূর্ব বংশধরগণের কুলপ্রথা অনুসরণ করা কর্তব্য। আমার এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে আমার শিষ্যবৃন্দ ভিক্ষাচর্যা ব্রত পালন করিবে। এই চিন্তা করিযা শাস্তা নগরসীমার প্রথমগৃহ হইতে সপদান প্রথায় ভিক্ষাচরণ সুরু করিলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছেন—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কপিলবাস্তু নগরের দ্বিতল ত্রিতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ অট্টালিকা-সমূহের উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে পরম ঔৎসুক্যভরা নেত্রে অসংখ্য নরনারী সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থের জীবনসঙ্গিনী দেবী রাহুলমাতা অত্যধিক মর্মবেদনায় বলিতে লাগিলেন—'একসময় আর্যপুত্র এই নগরে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ স্বর্ণশিবিকায় বিচরণ করিতেন। অথচ তিনি আজ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া এবং কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে কাপাল (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কি শোভনীয় হইয়াছে।' তিনি রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন হইতে স্বচক্ষে

স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন—বিচিত্র রংএর বৈরাগ্যোজ্জ্বল আলোকপ্রভায় নগরবীথি উদ্ভাসিত করিয়া ভগবান বুদ্ধ চলিয়াছেন। অপূর্ব ব্যামপ্রভা বিকীরণশীল, অশীতি অনুভিজ্ঞানাভিষিক্ত, বত্রিশ মাঙ্গল্য লক্ষণে সুপরিস্ফুট ও অনুপম বুদ্ধশ্রীতে পরিশোভিত কুমার সিদ্ধার্থের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া রাহুলমাতা গাহিতে লাগিলেন—

ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কোমল কেশদাম
ভানু সম ভাস্বর ললাট অনুপাম
প্রখর উন্নত নাসা সুচারু গঠন
নয়ন ধাঁধাঁয় যেন পুরুষ রতন
দিব্যজ্যোতি বিকীরণ করে অবয়ব
দেখা মাত্র পুরুষ পুঙ্গব অনুভব।

এই প্রকারে অষ্টগাথায় নরসিংহের বর্ণনা করিয়া তিনি মহারাজকে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার পুত্র এই নগরের দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন।' এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই মহারাজ শুদ্ধোদন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে দেহের স্খলিত আচ্ছাদন সামলাইতেও বিস্মৃত হইয়া অত্যধিক ব্যগ্র চিত্তে সহসা রাজবাড়ীর বাহিরে ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন— 'প্রভু! কি কারণে তুমি আমাকে এমনভাবে লজ্জা দিতেছ? লোকের দ্বারে দ্বারে কেন ভিক্ষা করিতেছ? তুমি বুঝি ভাবিয়াছ, আমি এতগুলি ভিক্ষুর ভোজনদানে অক্ষম!'

'মহারাজ, বংশপ্রথাই আমি পালন করিতেছি।'

'ভন্তে, তোমার স্মরণ রাখা উচিত—আমরা সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজবংশ। আমাদের বংশে ইতিপূর্বে কোনদিন কেহ ভিক্ষা করেন নাই।'

'সত্যই মহারাজ, আপনার বংশ ক্ষত্রিয় রাজবংশ। কিন্তু আমার বংশ অন্য। দীপঙ্কর কোণ্ডণ্য আদি বুদ্ধ হইতে সুরু করিয়া কশ্যপবুদ্ধ পর্যন্ত এই বংশকে বলা হয় বুদ্ধবংশ। তাঁহারাই আমার বংশধর। সেই বহুসহস্র সংখ্যক পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষাচারী ছিলেন। তাঁহারা সকলে ভিক্ষাচর্যা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন। অতঃপর রাজপথে দণ্ডায়মান শাস্তা রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

জাগো জাগো, বৃথা কাল না করো ক্ষেপন
ধর্মপথ আচরণে হও সচেতন

যে জন এপথ সেবে সুখে যাপে কাল
সতত সুগতি তাব ইহ পবকাল।

গাথাটি শ্রবণ কবিয়া বাজা শুদ্ধোদন স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উপদেশচ্ছলে ভগবান বুদ্ধ পিতা শুদ্ধোদন বাজাকে আবো কহিলেন—

অপ্রমত্ত হয়ে দাও ধরমেতে মতি
ক্ষণমাত্র যেন তায় না হয় বিরতি
যেবা ধর্মচারী আব বিমল বিহার
ইহ পরলোক সদা সুখময় তাব।

দ্বিতীয় গাথা শ্রবণ করিয়া সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পবে মহাধর্মপাল জাতক শ্রবণ কবিলে রাজা শুদ্ধোদন অনাগামী ফল এবং মৃত্যুকালে শ্বেতছত্রের নিম্নে শায়িতাবস্থাতেই অর্হত্ব ফল লাভ কবিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য তাঁহাকে অবণ্যে গিয়া কোন প্রকার কৃচ্ছ্রযোগ সাধন কবিতে হয নাই।

শাস্তার মুখনিঃসৃত প্রথমগাথা শ্রবণে স্রোতাপত্তি ফল লাভ কবিয়াই বাজা ভগবান বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ কবিয়া সশিষ্য বুদ্ধকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সকলকে পবিতৃপ্ত করিলেন।

ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে অন্তঃপুরের মহিলাগণ একে একে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, বাদ বহিলেন শুধু রাহুলমাতা। অন্য মহিলাগণ তাঁহাকে—'যাও, শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আস' পুনপুন এইকথা বলা সত্বেও তখন তিনি নিজেনিজে ভাবিতেছিলেন—সত্যই যদি আমার মধ্যে কোন গুণ থাকে, তাহা হইলে আর্যপুত্র স্বয়ং আমাব কক্ষে আসিবেন এবং আসা মাত্রই আমি তাঁহাকে মনেব সুখে বন্দনা করিব।' এই সিদ্ধান্ত কবিয়া তিনি কিছুতেই স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন না।

অতঃপব শাস্তা মহারাজেব হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি বাখিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়েব সহিত বাহুলমাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিয়া নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে বাহুলজননী ছুটিয়া আসিয়া তথাগতেব উভয় গোড়ালি জড়াইয়া পাদপৃষ্ঠে স্বীয় ললাট ঘর্ষণ কবিতে করিতে যথারুচি বন্দনা করিলেন।

সেই সময় বাজা ভগবানকে এইরূপে বাহুলমাতাব পতিপবায়ণতা ও

তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিতেছিলেন—'ভন্তে, তুমি কাষায়বস্ত্র ধারণ করিয়াছ—এই সংবাদ পাইয়া আমার এই বধূমাতাও তখন হইতে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। তুমি দিনে একবেলা মাত্র আহার করিতেছ শুনিয়া নিজেও একাহারী হইয়াছে। তুমি মহাশয্যা পরিত্যাগ করিয়াছ শুনিয়া স্বয়ং তৃণশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তুমি পুষ্পমালাধারণ ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত হইয়াছ শুনিয়া নিজেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছে এবং জ্ঞাতিগণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গৃহে যাইবার অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমন কি এযাবৎ কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করাও কোনদিন প্রয়োজন বোধ করিল না। প্রভু, আমার বধূমাতা এইরূপই, অত্যন্ত গুণবতী ও তেজস্বিনী মহিলা।

তাহা শুনিয়া বুদ্ধ কহিলেন—'মহারাজ, এখন সে পরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়া, বিশেষতঃ আপনার দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। পূর্বজন্মে সে অপরিণত জ্ঞানে পর্বতের পাদদেশে বিপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী বিচরণ করিয়াও নিজেকে রক্ষা করিয়াছিল। এই বলিয়া তথাগত চন্দ্রকিন্নর জাতক ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া বিদায় নিলেন।

পরের দিন কপিলবাস্তু নগরে রাজকুমার নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ এই তিনটি মাঙ্গলিক উৎসবের দিন নির্দিষ্ট ছিল। ভগবান বুদ্ধ পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার জন্য তথায় উপনীত হইলেন। তিনি ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের হস্তে দিয়া—'প্রব্রজ্যা গ্রহণেই মানুষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়'—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্যোপায়ে ভগবানের পশ্চাত পশ্চাত অনুসরণকারী কুমারকে দেখিয়া জনপদকল্যাণী বাতায়ন হইতে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত কহিল—'আর্যপুত্র, অবিলম্বে ফিরিয়া আসিও।' এদিকে নন্দ ভিক্ষাপাত্রটি ভগবানের হস্তে ফেরৎ দিতে অসমর্থ হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্রমে বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে পৌঁছার তৃতীয়দিবসে কুমার নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তমদিবসে রাহুলমাতা দেবী যশোধরা কুমার রাহুলকে রাজপুত্রোচিত বসনভূষণে সমলঙ্কৃত করিয়া কহিলেন—'বৎস, দেখ ঐ যে

পুরুষশ্রেষ্ঠ, যিনি বিশসহস্র শ্রমণের অধিনায়ক, ব্রহ্মার মত সুগঠিত যাঁহার দেহ ও কাঞ্চনের মত বর্ণবিশিষ্ট তিনিই তোমার পিতা হন। তাঁহার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। কিন্তু তাঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে সেসব আর দেখিতেছি না। বৎস, তুমি গিয়া তাঁহার নিকট পিতৃধন প্রার্থনা কর। অতি সন্নিকটে গিয়া বল—পিতা, আমি রাজকুমার, রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজচক্রবর্তীর পদ কামনা করি। আমি তোমার কাছে পিতৃধন চাই, ধন আমার একান্তই প্রয়োজন। অতএব প্রভু, তুমি আমায় ধন দাও।' এই বলিয়া রাহুলমাতা কুমারকে ভগবানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাহুলকুমার বুদ্ধের সংস্পর্শে গিয়া পিতৃস্নেহ লাভে পরম প্রীতি অনুভব করিয়া বলিল—'শ্রমণ, তোমার সংস্পর্শ বড়ই মধুর। এইভাবে ঐ জাতীয় আরো বহু স্বভাবসুলভ উক্তি করিতে করিতে ভাব জমাইয়া বুদ্ধের সমীপেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে দানানুমোদনের পর যখন বুদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাহুলকুমারও—'হে শ্রমণ, আমাকে পিতৃধন দাও, পিতৃধন দাও।' এই বলিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কুমারকে কোন প্রকার বাধা দিলেন না। রাজ-পরিবারের সকলে জোর চেষ্টা করিয়াও কুমারকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কুমার ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে ন্যগ্রোধারামে আসিয়া পৌঁছিল।

তখন করুণাময় তথাগত ভাবিলেন—'এই অবোধ শিশু আমার কাছে যে ধন প্রার্থনা করিতেছে, তাহা বিবিধ দুঃখদায়ক এবং পুনপুন সংসারাবর্তে আকর্ষণকারী। অতএব আমি বোধিমণ্ডপে যে সপ্তবিধ আর্যসম্পদ লাভ করিয়াছি, সেই সম্পদ দানে তাহাকে আমি লোকোত্তর পিতৃসম্পদের অধিকারী করিব।' এই মনস্থ করিয়া তিনি প্রধান শিষ্য আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে বলিলেন—'হে শারীপুত্র, রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।'

রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে—এই সংবাদে রাজা শুদ্ধোদনের হৃদয় মর্মান্তিক শোকে ফাটিয়া পড়িল। সেই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ রাজা ভগবানকে অত্যন্ত কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন—'ভন্তে, মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে কোন ছেলেকে তোমার ধর্মে দীক্ষা দেওয়া না হইলে আমি খুবই আনন্দিত হইব। ভগবান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

পরদিবস প্রাতরাশের পর ভগবান রাজবাড়ীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলে রাজা শুদ্ধোদন কহিলেন—'ভন্তে, তোমার কৃচ্ছ্রসাধনার সময় কোনও দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—মহারাজ, আপনার পুত্র মারা গিয়াছেন।'

দেবতার কথা বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—পূর্ণজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার পুত্রের মৃত্যু হইতে পারে না।

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে শাস্তা কহিলেন—'মহারাজ, আপনি এখন কি করিয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবেন! পূর্বজন্মে দেবতারা একবার—মহারাজ, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই দেখুন তাঁহার অস্থি নিয়া আসিয়াছি—এই বলিয়া তাহারা আমার নকল অস্থি প্রদর্শন করিয়াও আপনার বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হয় নাই। আর তাহাদের পক্ষে এখন কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে।' সেই পূর্বঘটনা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই শাস্তা মহাধর্মপাল জাতক ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা পূর্বজন্মের স্বীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনাগামীফল লাভ করিলেন। এইরূপে শাস্তা পিতাকে ত্রিবিধ ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেই সময় অনাথপিণ্ডিক নামক জনৈক শ্রেষ্ঠী বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্য-বোঝাই পঞ্চশত শকট লইয়া রাজগৃহে তাঁহার এক প্রিয়বন্ধুর গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। বন্ধুর মুখে বুদ্ধাবির্ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক অতি প্রত্যূষকালে দৈবপ্রভাবে উদ্ঘাটিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠী শাস্তার মুখনিঃসৃত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া শাস্তাকে শ্রাবস্তীনগরে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার অনুরোধে শাস্তা স্বীকৃত হইলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী এই দীর্ঘ ব্যবধানযুক্ত রাস্তার মধ্যে মধ্যে প্রতি যোজনঅন্তর শাস্তার বিশ্রামের নিমিত্ত প্রতিটি লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে বহু বিহার নির্মাণ করাইলেন। ইহা ছাড়া জেতবন নামক একটি রমণীয় উদ্যান আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহা উত্তমরূপে সংস্কার সাধন করাইলেন এবং সেই উদ্যানভূমির ঠিক মধ্যভাগে শাস্তার বাসোপযোগী করিয়া গন্ধকুটি নামক বিহার নির্মাণ

করাইলেন। উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে সমতল ভূমির উপর আশীজন প্রবীণ মহাস্থবিরদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আরো আশীখানা কুটির নির্মিত হইল। প্রত্যেকটি কুটির এক বা দ্বি-প্রাচীর বেষ্টিত, তিত্তিরজাতীয় পক্ষীর চিত্রক্ষোদিত দ্বারবিশিষ্ট, প্রশস্ত হলঘর ও মণ্ডপ ইত্যাদিতে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ছিল। ইহা ছাড়া পানীয় জলের কূপ, চংক্রমণ গৃহ, রাত্রিবাস এবং দিবাবিহার স্থানেরও সুবন্দোবস্ত ছিল।

শ্রেষ্ঠি সেই রমণীয় উদ্যানভূমিতে মোট আঠারকোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এক মনোরম বিহার নির্মাণ করাইয়া শাস্তাকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূতমুখে শাস্তা শ্রেষ্ঠির আমন্ত্রণ পাইযা বিরাট ভিক্ষুপরিষদ সঙ্গে লইয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীনগরে আগমন করিয়াছিলেন।

ভগবান তথাগতের জেতবন বিহারে প্রবেশদিবসে বিহারকে অপরূপভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং শ্রাবস্তীনগর সীমায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্রেষ্ঠি বুদ্ধকে সসম্মানে শোভাযাত্রা সহকারে আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিয়াছে মহামূল্য বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠিকুমার। তাহার অনুগমন করিতেছিল পঞ্চবর্ণ পতাকাবাহী পাঁচশত কুমার। তাহাদের পশ্চাতে মহাসুভদ্রা ও চূলসুভদ্রা নাম্নী দুই শ্রেষ্ঠিদুহিতা। তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল প্রত্যেকে পূর্ণকলস বহন করিয়া পঞ্চশত কুলকুমারী। তাহাদের পর খাদ্যপূর্ণ পাত্র বহন করিযা গমনরতা পঞ্চশত মহিলার অগ্রভাগে থাকিয়া সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা শ্রেষ্ঠিপত্নী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সর্বশেষে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিযা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছেন স্বয়ং মহাশ্রেষ্ঠি অনাথপিণ্ডিক। নগরের অবশিষ্ট পঞ্চশত বণিকও শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রেষ্ঠির অনুগমন করিতেছিল।

যখন সেই বিচিত্র শোভাযাত্রা ক্রমে শাস্তার মুখোমুখী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে পশ্চাতে রাখিযা একই সঙ্গে সকলে পিছন ফিরিয়া জেতবন বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইল। বিরাট ভিক্ষুপরিষদ পরিবৃত ভগবান বুদ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদপরিহিত উপাসকমণ্ডলীকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরপ্রভায় বনান্তরাল সমূহ সুবর্ণ বারিসিক্ত পিঞ্জরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। তিনি অনন্ত বুদ্ধলীলা ও অতুলনীয় বুদ্ধ-শোভা প্রদর্শন করিতে করিতে জেতবন বিহারে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, এই বিহার আমার কি করা কর্তব্য?'

'গৃহপতি, ইহা আপনি আগত অনাগত সকল ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করুন।'

শাস্তার নির্দেশ শ্রবণ করিয়া শ্রেষ্ঠি শ্রদ্ধান্তঃকরণে স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে তথাগতের হস্তে জলধারা ঢালিয়া—'আমি এই জেতবন বিহার বুদ্ধপ্রমুখ আগত অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করিতেছি।' এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিলেন। শাস্তা সানন্দে দান গ্রহণ করিয়া অনুমোদন-ভাষণে বলিলেন—

শীতাতপ দূরে রাখে হিংস্র প্রাণীচয়
কীট সরীসৃপ হতে ত্রাস নাহি রয়
হিম-ঝরা বর্ষণে আশ্রয় অনুকূল
ভয় নাহি যদি বহে পবন বিপুল।
সঙ্ঘের উদ্দেশে যত বিহারনির্মাণ
নির্ভয় আরামপ্রদ যেথা অবস্থান
পরমার্থ ভাবনায় জাগে চিত্ততল
বুদ্ধের প্রশংসাধন্য সেই রম্যস্থল।
বিহার প্রতিষ্ঠা করি বুঝিয়া সঙ্গতি
বিজ্ঞজন করে দান ভিক্ষুসংঘ প্রতি
সুযোগ্য পণ্ডিত জন করি আমন্ত্রণ
নিষ্ঠা ভরে তাঁদের সেবায় দেয় মন
অকাতরে আহার পানীয় আচ্ছাদনে
আরাম আবাসে রক্ষা করে সযতনে।
আশ্রিত কল্যাণ মিত্র ধর্মদেশনায়
দূর করে যত পাপ গ্লানি অন্তরায়
শুনিয়া কুশল বাণী হয় জ্ঞানোন্মেষ
দুঃখশেষে লভে চির শান্তির উদ্দেশ।

দ্বিতীয় দিবস হইতে মহাশ্রেষ্ঠি অনাথপিণ্ডিক এই দানকার্য উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের সূচনা করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে পূর্বারাম নামক অন্য এক বিহার উৎসর্গ উপলক্ষে মহা উপাসিকা বিশাখা যে দানোৎসবের আয়োজন

করিয়াছিলেন তাহা মাত্র চারিমাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠি অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত জেতবন বিহারের দানোৎসব দীর্ঘ নয়মাস ব্যাপী চলিয়াছিল। শুধু উৎসব উপলক্ষেই শ্রেষ্ঠি আঠারকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। অতএব এই বিহারের জন্য শ্রেষ্ঠির সর্বমোট চৌয়ান্নকোটি স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

অতীতে ভগবান বিপশ্বিন বুদ্ধের সময়ে পুনর্বসু মিত্র নামক জনৈক শ্রেষ্ঠি সারিসারি সুবর্ণনির্মিত ইষ্টকে আবৃত করিয়া তাহার বিনিময়ে এই ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় যোজনপ্রমাণ এক প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শিখী বুদ্ধের সময়ে শ্রীবর্দ্ধ নামক শ্রেষ্ঠি স্বর্ণময় ফলকাবৃত করিয়া তাহার বিনিময়ে এইস্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে ত্রিগব্যূতি প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান বিশ্বভূর সময়ে সোত্থিয় নামক শ্রেষ্ঠি স্বর্ণময় হস্তী-পদাবরণে এইস্থান ক্রয় করিয়া তাহাতে অর্দ্ধযোজন প্রমাণ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের সময়েও অচ্যুত নামক শ্রেষ্ঠি সুবর্ণনির্মিত ইষ্টকাস্তরণের বিনিময়ে এইজমি ক্রয় করিয়া তাহাতে গব্যূতিপ্রমাণ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভগবান কোনাগমনের সময় উগ্র নামক শ্রেষ্ঠি স্বর্ণ-কূর্মে আবৃত করিয়া ঐস্থানটি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তথায় অর্দ্ধগব্যূতি প্রমাণ প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়েও সুমঙ্গল নামক শ্রেষ্ঠি সুবর্ণময় ইষ্টকাবরণের বিনিময়ে স্থানটি ক্রয় করিয়া তাহাতে ষোড়শকরীষ প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আর আমাদের এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে মহাশ্রেষ্ঠি অনাথপিণ্ডিক আঠারকোটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ঐস্থান ক্রয় করিয়া তদুপরি অর্দ্ধকরীষ প্রমাণ সংঘারাম নির্মাণ করাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে জেতবন বিহারের স্থানটি চিরকাল অপরিবর্তনীয় এবং সকল বুদ্ধের পক্ষে অপরিত্যাজ্য।

এইরূপে শাস্তার মহাবোধিমণ্ডপে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির পর হইতে কুশীনগরের মহাপরিনির্বান মঞ্চে অন্তিম শয্যায় শয়ন অবধি—এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, একত্রে সে সব ঘটনাবলীকে সন্তিক-নিদান বলা হয়। ইহাই হইল জাতক নিদানের মোটামুটি ইতিবৃত্ত।

জাতক নিদান সমাপ্ত